আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২১ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে আগস্ট, ২০২১

মার্কিন বিমান বাহিনীর শেষ ফ্লাইটটিও অবশেষে আফগানিস্তান ছাড়ল

দীর্ঘ দুই দশকের দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে অবশেষ আফগানিস্তান ছেড়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী। পেন্টাগন ঘোষণা করেছে যে, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলাকে অযুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাতে শুরু করে। সেই থেকে গত ২০ বছর যাবত আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের সাথে লড়াই চলতে থাকে তালিবান ও আল-কায়েদা মুজাহিদদের। অতঃপর দীর্ঘ এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে কুফ্ফার জোট। যার ফলে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাতারের দোহায় এক চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ওয়াশিংটন।

মার্কিন বাহিনী কর্তৃক কয়েক দফায় চুক্তি লঙ্ঘনের পল সর্বশেষ মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য তালিবানরা ৩১ আগস্টের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল ফ্রাঙ্ক ম্যাককেঞ্জি পেন্টাগনের এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই ঘোষণা করে যে, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সর্বশেষ সৈন্যরা সোমবার এবং মঙ্গলবার মধ্যরাতে আফগানিস্তান ত্যাগ করেছে।

জেনারেল ফ্রাঙ্ক ম্যাককেঞ্জি যোগ করে, "আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, আফগানিস্তান থেকে আমাদের সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়েছে। আমি আমেরিকান নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার সামরিক মিশন শেষ করার ঘোষণা দিচ্ছি"।

সে আরো বলে, মার্কিন সেনা বহনকারী শেষ ফ্লাইটটি ছিল একটি সুপরিসর সি-১ সামরিক পরিবহন বিমান, যেটা হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোমবার দিবাগত রাতে কাবুল হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে উড্ডয়ন করে।

এদিকে আফগানিস্তান থেকে আগ্রাসী ক্রুসেডার আমেরিকার শেষ সৈন্যদলটি বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে রাজধানী কাবুলে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করেন তালিবান মুজাহিদগ।

তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, "আফগান সময় অনুযায়ী রাত ১২ টায় সর্বশেষ আমেরিকান সেনারা কাবুল বিমানবন্দর ত্যাগ করেছে। যার মধ্যদিয়ে আমাদের দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ক্রুসেডার বাহিনীর আফগানিস্তান ছাড়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ একটি অধ্যায়ের সমাপ্ত হল এবং শুরু হল মুসলিম উম্মাহর ঘুরে দাড়ানোর নতুন এক অধ্যায়ের। আর এই নতুন অধ্যায় ও গল্পের শুরুতেই জানাই মুসলিম যুবকদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা, আহ্বান করছি তাদেরকে নতুন এই গল্পের একজন হতে...

আবারো হিন্দুদের দেবতার প্রশংসায় শেখ হাসিনা

ইতিপূর্বে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কল্পিত দেবী দুর্গা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক শিরকি বক্তব্য দিয়ে সমালোচিত হয়েছিল ভারতীয় দালাল সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিজ্ঞ আলেমগণ তখন এটাকে হাসিনার রিদ্দা বা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

আজ হিন্দুদের কথিত দেবতা কৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে তাদেরকে আবারো শুভেচ্ছা জানিয়ে হাসিনা বলেছে, "শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা। তিনি আজীবন শান্তি মানবপ্রেম ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনাচরণ এবং কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের আরাধনা করেছে।"

সামাজিক দূরত্ব মেনে সবাইকে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে - তিনি যেন আমাদের দেশ ও জাতি তথা বিশ্ববাসীকে এই মহামারি হতে মুক্তি দেন। শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করে, এই জন্মাষ্টমী উৎসব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

রাতের ভোটে নির্বাচিত এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী আরও বলে, "আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।"

এসব শিরকী বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত দ্বীন সম্পর্কে হাসিনার তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতাই প্রকাশ পায়। এতে করে জনগণের সামনে শেখ হাসিনার রিদ্দা দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

উন্নয়নের ডিজিটালাইজেশন : মই বেয়ে ২৯ লাখ টাকার সেতুতে ওঠা

শুনতে অদ্ভুত ঠেকলেও এমন তামাশাই করা হয়েছে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের হযরতপুরবাসীর সাথে। দুই পাশে মাটি ভরাট না থাকা সেতুটি মই বেয়ে উঠে পার হতে হয় সবাইকে।

শত শত মানুষজন ও শিশুরা প্রতিদিন যে খাল পার হয়ে স্কুল আর বাজারে, সেই খালের উপর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর গতবছর ২৯ লাখ ১৭ হাজার ৪শত টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করে; তবে অজ্ঞাত কারণে সেতুতে এখনো দেওয়া হয়নি কোন সংযোগ সড়ক। ফলে সেতু পারাপারে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাবাসিকে; বিশেষ করে বয়স্ক, নারী ও শিশুরা আছে বিপাকে। অনেকেই এটি পার হতে গিয়ে আহত হয়েছেন। খবর - স্টেট ওয়াচ।

স্থানীয় বাসিন্দা লোকমান মিয়া এক জাতীয় দৈনিককে বলেন, "জানি না এ সেতুটা কেন বানাইছে। উপকার তো দূরের কথা দূর্ভোগের স্থান হয়ে দাড়াইছে সেতুটা। দুপাশে রাস্তা করে দিলেই তো মানসের কাজে লাগতো ভালো কইরা।"

এলাকার এক মুরব্বি রসিকতার ছলে এমন মন্তব্যও করছেন যে, রাস্তার টাকা হয়ত প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের পকেটের ভেতর পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মিয়া বলেন, "... সেতুর দুই পাশে রাস্তায় মাটি কেটে রাস্তাটি দৃশ্যমান করে না তোলায়, যাতায়াতের ক্ষেত্রে দূর্ভোগ হচ্ছে।

এমন জনভোগান্তির বিরোধিতা করে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যেকোনো প্রকল্প শুরু করার আগে বিভিন্ন প্রাথমিক পরিকল্পনা যেমন - প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কত সময় ও অর্থ দরকার, সঠিক সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করা সম্ভব কি না এবং সঠিক স্থানে প্রকল্প নিশ্চিতকরণসহ প্রতি ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য দরকার সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল লোকবল। নয়তো এভাবে ভোগান্তি কখনোই দেশের মানুষের পিছু ছাড়বে না।

ইসরায়েল বাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান; দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে নিহত এক ফিলিস্তিনি বালক

অভিশপ্ত ইহুদি কর্তৃক দখলকৃত জেরুজালেমে এক ফিলিস্তিনিকে তার নিজের বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করে দখলদার ইসরায়েল বাহিনী। ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাইটিকে তার নিজ বাড়ি ভাঙার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে গত রবিবার এক ফিলিস্তিনি বালক মারা যায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, আলি বুরকান নামে সতেরো বছর বয়সী বালকটি জেরুজালেমের উত্তরে বেইট হানিনার আল-মারওয়াহা স্ট্রিটের একটি বাড়ি ভাঙার কাজে প্রতিবেশিকে সাহায্য করার সময় ধ্বসে পড়া দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে । এতে ছেলেটির মৃত্যু হয়।

ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত জেরুজালেমের সিটি কাউন্সিলে বাড়ি নির্মাণে লাইসেন্স না থাকার খোড়া অজুহাতে ঐ পরিবারটিকে নিজ হাতে বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করা হয়। বাড়ি ভাঙার কাজে প্রতিবেশি এই মুসলিম ভাইটিকে সাহায্যের জন্য অন্যান্য প্রতিবেশির সাথে আলি বুরকানও অংশ নিয়েছিল। অতিরিক্ত জরিমানা এবং ফি এড়ানোর জন্য পরিবারটি নিজ হাতে বাড়ি ভাঙতে বাধ্য হয়েছিল।

উল্লেখ্য ফিলিস্তিনিরা যদি তাদের বাড়ি নিজ হাতে না ভাঙে তাহলে বাড়ি ভাঙার কাজে দখলদার ইসরায়েলের সিটি কাউন্সিল তার কর্মী এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে । এক্ষেত্রে বাড়ি ভাঙার জন্য অতিরিক্ত জরিমানা এবং ফি আদায় করতে হয়।

গত শুক্রবারও আল-আকসা মসজিদের দক্ষিণে সিলওয়ানে জেরুজালেমের একটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে তার বাড়ি ভাঙতে বাধ্য করা হয়েছিল ।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বাড়ি নির্মাণে ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞার এই নীতি আরো বহু বছর আগেই শুরু হয়েছিল। অসংখ্য ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের বাড়িঘর ভাঙার পর বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ছোট ঘরে জায়গার সংকুলান না হওয়াতে মুসলিমরা ইসরায়েলের এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাড়ি নির্মাণের আশ্রয় নেয়। কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদি দখলদার রাষ্ট্রটি তাদের বাড়িঘরগুলো ধ্বংস করে দেয়।

গত বুধবার সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সিলওয়ান এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ফিলিস্তিনি বাড়ি ভেঙে ফেলে। একই দিন বেথলেহেমের উত্তর-পশ্চিমে আল-ওয়ালাজা গ্রামের একটি বাড়ি এবং একটি নির্মাণাধীন মসজিদ ধ্বংস করে দেয় অভিশপ্ত ইহুদি সৈনিকরা।

অপরদিকে ইসরায়েল পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি স্থাপন করে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সাল থেকে দখলদার ইসরায়েল জেরুজালেমে মুসলিমদের বাড়ি জোরপূর্বক ভেঙে ফেলছে, যার লক্ষ্য হল শহরকে মুসলিমদের থেকে মুক্ত করে ফেলা এবং স্থানীয় মুসলিমদের বিতারিত করার মাধ্যমে শহরটিকে খালি করা।

ইসরায়েলি কমিটি এগেইনস্ট হাউস ডিমোলিশন (আইসিএএইচডি) নামক সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সাল অবধি দখলদার ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের প্রায় ৪৯,৫৩২ টি স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে। এবং ২০২০ সালেই ইসরায়েল কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযানে ধ্বংস করা হয়েছে ৬৬৫টি স্থাপনা।

নিউজিল্যান্ডে টিকা গ্রহীতা নারীর মৃত্যু

করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণকারী এক নারী মারা গেছেন নিউজিল্যান্ডে। টিকা গ্রহণের পরই হার্ট এট্যাকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের টিকা পর্যবেক্ষণকারী বিভাগ তাদের এক বিবৃতিতে বলেছে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণেই এ নারীর মৃত্যু হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টিকা দেয়ার পর বিরল পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মায়োকাডাইটিস বা হার্টের মাংসপেশীতে ব্যথার কারণেই ঘটেছে এই মৃত্যু। অজানা কারণে মৃত নারীর বয়স বা পরিচয় প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ।

ইউরোপের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউরোপিয়ান মেডিসিন অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে, মডার্না এবং ফাইজার-বায়োএনটেকের ভ্যাকসিন গ্রহণের পর বিরল পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক। কমবয়সীদের বেশি হার্ট এট্যাকের আশংকা করেন তারা।

ভারতের মধ্যপ্রদেশে তুচ্ছ অজুহাতে এক মুসলিমকে আক্রমণ

ভারতের মধ্যপ্রদেশে জহির খান নামে এক ৪৫ বছর বয়সী মুসলিমকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছে দুই মালাউন হিন্দু। আধার কার্ড নামক পরিচয়পত্র না দেখানোর অভিযোগে তারা জহির খানকে মারধর করে। তারা তাকে লাঠি ও বেল্ট দিয়ে আঘাত করে। এতে তার হাতে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।

জহির খান রাস্তায় টোস্ট বিক্রি করছিলেন এমন সময় দুজন মালাউন হিন্দু এসে তার নাম জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাদের নাম বললেন। এরপর তারা তাকে আধার কার্ড দেখাতে বলে। জহির খান তাদের বলেছিল যে আধার কার্ডটি তার সাথে নেই। আধার কার্ড না পাওয়ার তুচ্ছ অজুহাতে তারা তাকে মারধর শুরু করে দেয়। তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। শেষে মালাওন হিন্দুরা তাকে গ্রামে যেতে মানা করে দেয়।

উল্লেখ্য আধার পত্র বা আধার কার্ড হল ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত্ব প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক এর জন্য একটি বিশেষ নম্বর যুক্ত পরিচয় পত্র। এটি একটি ঐচ্ছিক বিষয়। কেউ ইচ্ছা করলে নিজেকে নথিভুক্ত করতে পারেন।

ফাতহে কাবুল ও ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক শক্তি

মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে তালিবান মুজাহিদগণ প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আফগানের বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ তো পেয়েছেনই, সেই সাথে তারা গনিমত হিসাবে পেয়েছেন ৮৫ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের অগণিত সামরিক সরঞ্জাম, যা ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদদেরকে সুসংগঠিত ও পরিণত করেছে বিশ্বমানের একটি সেনাবাহিনীতে।

তাঁদের প্রাপ্ত গণিমতের মধ্যে রয়েছে কয়েক লক্ষ স্মল আর্মস (রাইফেল, পিস্তল, এলএমজি, কার্বাইন এবং যাবতীয় হস্তচালিত অস্ত্র), নাইট ভিশন গগলস, ট্রাক, যোগাযোগের সরঞ্জাম (যেমন ওয়াকিটকি), পিকআপ ট্রাক ও এসইউভি জিপ, হামভি, আর্টিলারি (কামান), এপিসি (আর্মর্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার বা সৈন্যবাহী সাঁজোয়াযান), মাইন-প্রতিরোধক সাঁজোয়াযান, ছোটো-বড় হেলিকপ্টার, বোমারু এবং পণ্য, সৈন্য ও রসদবাহী বিমান ইত্যাদি।

প্রাপ্ত সব গণিমতের নির্ভুল হিসাব যদিও রাখা সম্ভব নয়, তবে আমেরিকার সরকারি একাউন্টিং অফিস, SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) এবং অন্যান্য সূত্র সময়ে সময়ে প্রাক্তন আফগান সেনাবাহিনীকে আমেরিকার দেয়া অস্ত্রের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে একটি আনুমানিক হিসাব তৈরি করেছে। তাদের দেয়া তথ্য মোতাবেক, তালিবান মুজাহিদীনরা মাযার-ই-শরীফ, হেরাত, কাবুল,

কান্দাহার, কুন্দুয, লশকরগাহ এবং গারদেয অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্রাগার, এয়ারফিল্ড ও গ্যারিসন থেকে সবচেয়ে বেশি গণিমত পেয়েছেন।

যার মধ্যে রয়েছে:

-প্রায় ২০০ বিমান এবং হেলিকপ্টার

-৬০০,০০০ মার্কিন হালকা অত্যাধুনিক অস্ত্র

-বিশ্বের ৮৫% এর চেয়ে বেশি ব্লাক হক হেলিকপ্টার্।

-বায়োমেট্রিক ডিভাইসেস যা আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন পরাশক্তির হাতে ছিলনা, সেগুলোও এখন তালিবানদের হাতে।

ক্রুসেডার আমেরিকার গভার্মেন্ট একাউন্টিং অফিসের দেয়া তথ্য মোতাবেক তালিবান মুজাহিদিনরা কাবুল বিজয়ের পর গনিমত হিসাবে পেয়েছেন:

-৭৫০০০ সামরিকযান। (চিন্তা করা যায়?)

-২২ হাজার ১৭৪ টি হামভি।

-৬৩৪ টি M117 এএসভি

-১৬৯ টি M113 এপিসি

-১৫৫ টি MRAP

-৪২ হাজার বিভিন্ন মডেলের পিকাপ ও এসইউভি।

-৬৪ হাজার ৩৬৩ টি এলএমজি ও মেশিনগান।

-৮ হাজার ট্রাক।

-১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩ টি ওয়্যারলেস ও ওয়াকিটকি।

-১৬ হাজার ৩৫ টি নাইট ভিশন গগল।

-৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৩০ টি আমেরিকা তৈরি বিভিন্ন মডেলের এ্যাসল্ট রাইফেল।

-১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৯৫ টি পিস্তল।

-১৭৬ টি আর্টিলারি।

-MRAP - মাইন রেজিস্ট্যান্ট এ্যামবুশ প্রটেকটেড সাঁজোয়াযান।
-এএসভি - আর্মর্ড সিকিউরিটি ভেহিকেল

আর SIGAR এর তথ্য মোতাবেক তালিবান মুজাহিদিনরা পেয়েছেন:

হেলিকপ্টার:
-৩৩ টি Mi-17 হেলিকপ্টার।

-৩৩ টি UH-60 Blackhawk হেলিকপ্টার।

-৪৩ টি MD-530 হেলিকপ্টার

ফিক্সড উইং বিমান:

-৪ টি C-130 ট্রান্সপোর্ট বিমান।

-A-29 Super Tucano বোম্বার ও এ্যাটাকার যুদ্ধবিমান।

-২৮ টি Cessna 208 বিমান।

-Cessna AC-208 Strike বিমান।

বিপুল পরিমাণ আধুনিক এই সামরিক সরঞ্জাম তালিবান মুজাহিদীনদের সামরিকভাবে শক্তিশালী ও কুফফারদের মোকাবিলায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ!

মূল ইনফোগ্রাফিক লিংক: https://i.ibb.co/TqwMT5L/IMG-20210831-062402-594.jpg

বাংলায় অনুবাদ করা ইনফোগ্রাফিক: https://i.ibb.co/YbfJH1s/IMG-20210831-062356-895.jpg

---

ভারতের মধ্যপ্রদেশে ব্যবসা করতে গেলে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতেই হবে, মুসলিম ব্যক্তিকে হেনস্থা

ভারতে মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনী জেলার মাহিদপুরের কাছে একটি গ্রাম। সেখানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওতে দেখা যায় এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে দুজন হিন্দু ব্যক্তি ঘিরে রেখে বলছে, “ এই গ্রামে ব্যবসা করতে হলে জয় শ্রী রাম বলতে হবে।

https://twitter.com/Anurag_Dwary/status/1431894146357219330?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1431894146357219330%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnewsfront.co%2Fmuslim-man-forced-to-chant-jai-shree-ram-in-madhyapradesh%2F

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এই দুই মালাউন মুসলিম ওই ব্যবসায়ীকে জোর জয় শ্রী রাম বলানোর চেষ্টা করছে, মুসলিম ব্যবসায়ী একসময় তাঁদের হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টাও করেন কিন্তু এই দুই গেরুয়া সন্ত্রাসী তাঁকে যেতেও দেয়নি। শেষে তিনি বাধ্য হয়ে 'জয় শ্রীরাম' বলেন।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে এই দুই মালাউনের নাম ঈশ্বর ও কমল।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মধ্য প্রদেশের এরকমই আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যাতে দেখা যায় ইন্দোরে এক মুসলিম চুড়ি বিক্রেতা হিন্দু নাম নিয়ে চুড়ি বিক্রি করার ফলে তাঁকে মারধোর করে কয়েকজন হিন্দু যুবক।

৩০শে আগস্ট, ২০২১

কাবুলে সন্ত্রাসী আমেরিকার ড্রোন হামলা, একই পরিবারের ৯ জন নিহত

আহমদি ও নেজরাবি পরিবার দুটি তাদের সব মালামাল নিয়ে কাবুল বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। যেকোনো মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ক্ষণগণনা করছিল তারা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এর বদলে যে বার্তাটি পাঠাল তা হলো একটি রকেট তাদের বাড়িতে আঘাত হানল।

রোববার বিকেলের ওই ড্রোন হামলায় দুটি পরিবারের ১০ জন নিহত হয়। তাদের বয়স ২ থেকে ১০ বছর। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, আইএস সদস্যদের টার্গেট করে ওই হামলা চালানো হয়েছিল।

নিহতদের মধ্যে আইমাল আহমদির ভাতিজারাও রয়েছে। ঘটনাটি তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার ভাই, ভাতিজি আর ভাতিজাদেরকে যে মিডিয়া চিনতে পারেনি, তাতে তিনি আরো ক্রুদ্ধ। তাদের মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরও মিডিয়ায় তিনি ও তার পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যরা শুনছিলেন যে সন্দেহভাজন আইএসকেপির সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, নিহতদের বেশির ভাগই মাসুম বাচ্চা, অসহায় শিশু। এদের মধ্যে দুই বছরের মালাইকাও রয়েছে। ড্রোন হামলায় আহমদিও নিহত হতে পারতেন। তিনি তখন কিছু কেনাকাটা করতে মুদি দোকানে গিয়েছিলেন। নইলে নিহতদের তালিকায় তার নামও ওঠে যেত।

তিনি বলেন, তার ভাই, ৪০ বছর বয়স্ক জেমারাই সবেমাত্র কাজ শেষে বাড়ি ফিরেছিলেন। তার পরিবার দুটি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে চাচ্ছিল, তাই জেমারাই তার এক ছেলেকে গাড়িটি তাদের দোতলা বাড়ির ভেতরে পার্ক করতে বলেছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, তার অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা যেন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগেই ড্রাইভিংটা শিখে নেয়।

কয়েকটি শিশু দ্রুত গাড়িতে চড়ে বসে। তারা তাদের পারিবারিক বাড়ির বাগান থেকে সামান্য একটু রাস্তা ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিল।

আহমদি আল জাজিরাকে বলেন, গাড়িটি থামামাত্র রকেট তাতে আঘাত হানে।

দেয়ালগুলো রক্তে লাল

এরপর যা ঘটল, তা আফগানিস্তানের সাধারণ দৃশ্য : স্বজন আর প্রতিবেশীরা দৌড়ে চলে এলো। কেউ আনল পানি, কেউ আগুন উপেক্ষা করে টয়োটা সেডান গাড়ির ভেতর থেকে বাচ্চাদের বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রতিবেশীরা আল জাজিরাকে জানায়, ছোট শিশুরা মাত্র কিছুক্ষণ আগেও খেলছিল। দেয়ালে মানুষের গোশতের দলায় তখন ভীতিকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় হয়তো হাড় দেখা যাচ্ছে। আর দেয়ালসহ সবজায়গা রক্তে লাল।

এই দৃশ্য যখন সবাই দেখছিল, তখন সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র তার বক্তব্য প্রচার করেই যাচ্ছিল : একটি ড্রোন আজ কাবুলে একটি গাড়িতে আঘাত হেনেছে, আইএসআইএস-কের হুমকি নির্মূল করা হয়েছে। একবারের জন্যও বেসামরিক নাগরিক হত্যার কথা স্বীকার করেনি তারা।

সন্ধ্যায় অবশ্য মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, তারা ঘটনা তদন্ত করছে।

প্রতিবেশী আবদুল মতিন বলেন, আমরা সবাই আফগান। তাই কিছুইতেই ওয়াশিংটনের ভাষ্য বিশ্বাস করতে পারছি না।

তাদের জন্য কষ্টকর ব্যাপার হলো, মার্কিন-সমর্থিত সরকারের বিভিন্ন পদে এই পরিবার দুটির অনেক সদস্য কাজ করেছেন। অথচ তাদেরই শুনতে হলো যে তারা সন্ত্রাসী।

সূত্র : আল জাজিরা

সোমালিয়া | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৭ এরও বেশি কুফফার সেনা হতাহত

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গত ২৯ আগস্ট বেশ কিছু পৃথক অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যার ২ টিতেই ৭ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম বে-বুকুল রাজ্যে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর অবস্থানে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য হতাহত হয়, আর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

একই রাজ্যের হুদুর শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক সেনা হতাহত হয়।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম জিযু রাজ্য ও রাজধানী মোগাদিশুতে এদিন দুটি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে সোমালিয় ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্য ও অপর এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বারাউই, বুলুমির এবং কারিউলি শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর তিনটি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর অনেক সেনা হতাহত এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদির ক্ষয়ক্ষতি হয়।

একইভাবে রাজধানী মোগাদিশুর হারওয়া ও কারান জেলায় সোমালিয় মুরতাদ সেনাদের দুটি সামরিক ব্যারাকে অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে বেশ কিছু সরকারি মিলিশিয়া সদস্য নিহত ও আহত হয়।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও বাজোর এজেন্সীতে মুরতাদ সেনাদের উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৯ আগস্ট রাতে, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের ওয়াচা দারা এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক চৌকিতে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, যাতে ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

একইদিন বাজোর এজেন্সির চামারকান্দ সীমান্তের মাতক-সার এলাকায় মুরতাদ সেনাদের আরও একটি সামরিক চৌকিতে গেরিলা হামলা চালান মুজাহিদগণ, ফলে এতেও আরও ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় উভয় হামলার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সাথে সাথে তিনি এও জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনারা তাদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ গোপন করতে তাদের অনুগত মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, এই হামলায় আমাদের তিনজন মুজাহিদ শহিদ এবং চারজন আহত হয়েছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহে অভিযানের সময় আমাদের কোন মুজাহিদই আহত বা শহিদ হননি, আলহামদুলিল্লাহ্, সবাই নিরাপদে আছেন।

https://ibb.co/KDpqWZc

টিটিপি ইস্যু আফগানিস্তানের নয়, পাকিস্তানের- জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র এবং সাংস্কৃতিক কমিশনের প্রধান মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) বিষয়টি পাকিস্তান সরকারকে সমাধান করতে হবে, আফগানিস্তানকে নয়।

টিটিপির সম্পর্ক ও কার্যক্রম আফগানিস্তানে নয় বরং পাকিস্তানে, তাই এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে। আমরা কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তখেপ করিনা এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ও কাউকে হস্তখেপ করার অনুমতি দেই না।

মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরও বলেছেন, আফগান তালিবান নেতারা বারবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আফগান মাটি কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।

জিও নিউজের সিনিয়র সাংবাদিক সেলিম সাফি পাক ও আফগান তালিবানদের মধ্যকার সম্পর্কে জানতে চাইলে জবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেন, পাকিস্তানি তালিবান (টিটিপি) যদি আফগান তালিবান নেতাকে তাদের নেতা হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে টিটিপকে তালিবান উমারাদের কথা মানতে হবে।

তবে আমরা পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করছি যে, আমাদের জমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।

জিও নিউজের অনুষ্ঠান 'জিরগা'-তে সেলিম সাফির সঙ্গে আলাপকালে তিনি আরও বলেন, পাক-আফগান দীর্ঘ সীমান্তে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে এখনও আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই, সরকার গঠনের পর এ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ শুরু করা হবে।

এপর জিও নিউজের সাংবাদিক তালিবান মুখপাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আফগান তালিবান কি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) পাকিস্তান সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে বলবে কিনা?

উত্তরে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন যে, টিটিপি ইস্যু আফগানিস্তানের নয় বরং পাকিস্তানের, টিটিপির যুদ্ধের বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা আমাদের কাজ বা দায়িত্ব নয়, এটা পাকিস্তানের কাজ।

ভারতে হিন্দুদের ভয়ে দেবতার নামে দোকান খোলেও শেষ রক্ষা হয়নি মুসলিম বিক্রেতার; চালানো হল ভাঙচুর

ভারতে মথুরার রাস্তায় দোসা বিক্রি করেন এক মুসলিম ব্যক্তি। হিন্দুদের আক্রমণের ভয়ে তাঁর দোকানের নাম দিয়েছেন 'শ্রীনাথ দোসা সেন্টার'। তবু শেষ রক্ষা হয় নি। হিন্দু দেবতার নামে কেন তিনি নিজের দোকানের নামকরণ করেছেন— এই প্রশ্ন তুলে কিছু মালাউন চড়াও হয় তাঁর দোকানে। হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর দোকান ভাঙচুরও করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিয়ো নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মথুরার ওই দোসা বিক্রেতার নাম ইরফান। বিকাশ বাজার এলাকায় একটি স্টলে দোসা বিক্রি করেন তিনি। ১৮ অগস্ট তাঁর দোকানে আসে এক দল লোক। তাঁরাই দোকানে ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ।

তারা নিজেদের 'কৃষ্ণভক্ত' হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাঁদের মুখে মথুরাকে 'শোধন' করার কথাও বলতে শোনা গিয়েছে ওই ভিডিয়োয়।

https://twitter.com/asfreeasjafri/status/1431165992302891009?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1431165992302891009%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.anandabazar.com%2Findia%2Fa-group-of-people-vandalized-stall-of-a-muslim-dosa-seller-for-naming-business-after-hindu-deity-dgtl%2Fcid%2F1301044

কাবুলে আত্মঘাতী হামলার পর ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর নির্বিচারে গুলি

মার্কিন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন কাবুল বিমানবন্দরে বৃহস্পতিবার (২৬ আগষ্ট) আত্মঘাতী হামলা চালায় সন্ত্রাসী আইএস। হামলায় এখন পর্যন্ত ১৮৮ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়। আহত হয় ২ শতাধিকেরও বেশি মানুষ।

এত সংখ্যক মানুষ নিহত হওয়ার পিছনে কারণ কি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলেছিল বিবিসির এক সাংবাদিক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবিসির প্রতিবেদককে জানায়, সন্ত্রাসী আইএসের আত্মঘাতী হামলার পর মার্কিন বাহিনী আতংকিত হয়ে নির্বিচারে গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। যার ফলাফল এতো বেশি মানুষ নিহত হয়।

ব্রিটিশ নাগরিক নিয়াজি পেশায় একজন গাড়ি চালক। তার স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ নিহত হয় এ ঘটনায়। নিয়াজির ভাই আব্দুল হামিদ বিবিসিকে জানায়, আইএসের হামলার পর মার্কিন বাহিনীর গুলিতেই বেশিরভাগ মানুষ নিহত হয়।

সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনীর গুলিতে নিহতের ঘটনা আড়াল করতে হামলার পর পর মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল কেনেথ ম্যাকেনজি বলেছিল, দুটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে বিমানবন্দরের ফটক 'আবে গেটের' সামনে, অন্য হামলাটি হয়েছে অদূরেই ব্যারন হোটেলের পাশে।

এর পর পুনরায় মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের কর্মকর্তারা জানায়, কাবুলে দুটি নয়, একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। সেটি হামিদ কারজাই বিমানবন্দরের ফটকের পাশে ঘটে। ব্যারন হোটেলের কাছে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি। তবে আগে মনে করা হয়েছিল যে সেখানে দুজন ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

এদিকে, গতকাল (২৯ আগস্ট) কাবুলে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে রয়টার্স রিপোর্ট করেছে, কাবুল বিমানবন্দরের কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এটি একটি রকেট হামলা ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত টেলিভিশন ফুটেজ এবং ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি আবাসিক ভবনের ওপরের আকাশে কালো ধোঁয়া উঠছে।

রয়টার্সের বিদেশি সংবাদদাতা ইদ্রিস আলী বলেন, দুই মার্কিন কর্মকর্তা তাকে জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কাবুলে বিমান হামলা চালিয়েছে। তাদেরই ছোঁড়া একটি রকেট বিমানবন্দরের কাছাকাছি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রকেট হামলার ফলে একাধিক শিশু নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনীর হয়ে কাজ করা আফগান দালালদের সবাইকে নিতে চাচ্ছেনা আমেরিকা। আমেরিকায় যেতে আগ্রহীরা ভীড় করছে বিমানবন্দরে। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে হামলার পর বিমানবন্দরে ভীড় কমেছে। এছাড়াও নতুন করে গতকালের মার্কিন বাহিনীর রকেট হামলা। সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আফগান দোভাষীদের না নিতেই আমেরিকার এসব ছলচাতুরি।

উল্লেখ্য যে, এর আগেও আফগান দোভাষী দালালদের ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করেছে বিশ্ব সন্ত্রাসী মার্কিন সেনারা। আর বাইডেন কয়েকদিন আগে থেকেই এ হামলার কথা বলছিল।

সূত্র : ডোম (ডকুমেন্টস অপরেশন এগেইন্সট মুসলিম)।

গাজায় ফিলিস্তিনি শিশুকে গুলি করে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের গাজায় হাসান আবু আল নেইল নামে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা।

শনিবার (২৮ আগস্ট) গাজায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে হাসান আবু আল নেইল।

গত ২১ আগস্ট ইসরায়েল ও মিসরের অবরোধ আরোপের বিরুদ্ধে গাজায় ফিলিস্তিনিরা এক বিক্ষোভের আয়োজন করে। এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল শিশু হাসান আবু আল নেইল।

পরে বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে শিশু হাসান আবু আল নেইল মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে শনিবার মৃত্যুবরণ করে।

কাবুলে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় শিশুসহ ৯ জন নিহত

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি আবাসিক এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় ৯ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

সিএনএনের খবরে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে ছয় শিশু ও একই পরিবারের চারজন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- জামারা (৪০), নাসির (৩০), জমির (২০), ফয়সাল (১০), ফারজাদ (৯), আরমিন (৪), বেনিয়ামিন (৩), আয়াত (২) এবং সুমাইয়া (২)।

নিহত এক শিশুর ভাই বলেন, আমরা সাধারণ একটি পরিবার ছিলাম। আমরা ইসলামিক স্টেট (আইএসআই) নই। এটা আমাদের পারিবারিক বাড়ি।

আহাদ নামের এক ব্যক্তি জানান, তিনি নিহত পরিবারটির প্রতিবেশী ছিলেন। তারা তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছিলেন। আগুন নেভানোর জন্য নিয়ে এসেছিলেন পানি। সেখানে তিনি দেখেন ৫-৬ জন মানুষ মৃত পড়ে আছেন। যাদের মধ্যে বাবা, তার দুই সন্তান ও আরেকজন ছেলে ছিলেন।

স্থানীয় সময় রোববার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে বিমানবন্দরের উত্তর-পশ্চিম দিকে এ হামলা চালানো হয়।

তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আমরা হামলার কারণ এবং কতজন নিহত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করছি।

তালেবানের আরেক মুখপাত্র বিলাল কারেমি বলেন, অন্য দেশের মাটিতে হামলা চালানো ঠিক নয়। হামলার আগে তালেবানকে জানানো উচিত ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের হামলার নিন্দা জানায়।

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় শিশু নিহতের ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। চার্লস লিস্টার নামে একজন লেখক ও গবেষক বলেন, কোন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র হামলা করল তা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন করার সময়ে এসেছে।

পাকিস্তান | একদিনে পাক-তালিবানের ৪ হামলা, হতাহত ১৪ এরও বেশি মুরতাদ সেনা

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি আজ উত্তর ওয়াজিরিস্তান, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এবং বাজোর এজেন্সিতে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পর পর চারটি হামলা চালানোর সুসংবাদ দিয়েছেন।

মোহাম্মদ খোরাসানীর (হাঃ) প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২৯ আগস্ট রবিবার তেহরিক-ই-তালিবানের জানবায মুজাহিদগণ, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান, যাতে মুরতাদ সেনাদের গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা সমস্ত মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, এতে ৩ মুরতাদ এফসি সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়েছে।

একই অঞ্চলের শাওয়াল এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর অপর একটি পদাতিক বাহিনীকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ, যাতে ২ সেনা নিহত এবং অপর ১ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে বাজৌর এজেন্সির চারমাং সীমান্তে স্নাইপার দ্বারা আরও এক মুরতাদ সদস্যকে টার্গেট করে ফায়ার করেন টিটিপির স্নাইপার শুটার মুজাহিদ। এতে আরও ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

অন্যদিকে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন-ওয়াম সীমান্তের শাশি-খাইল এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের একটি অবস্থানে অভিযান চালায়। যেখানে মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের পাল্টা তীব্র জবাবী হামলার শিকার হয়। ফলে মুজাহিদদের গুলিতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য নিহত হয়।

টিটিপির মুখপাত্র জানান, অভিযানের সময় একজন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন।

২৯শে আগস্ট, ২০২১

ক্ষমতায় আসার পর দ্বিতীয়বারের মত আফিম চাষ নিষিদ্ধ করতে শুরু করেছে তালিবান

দ্বিতীয়বারের মত আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেছে তালিবান।ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মত এবারো তাঁরা পোস্ত চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে শুরু করেছে, যেমনটি তাঁরা ১৯৯৯ সালে করেছিল।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন রাজধানী কাবুল বিজয়ের পর ইতিমধ্যে তারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতায় আসা পরই তালিবানরা আফিমের কাঁচামাল পোস্ত নিষিদ্ধ করতে শুরু করেছে।

আফিমের কাঁচামাল পোস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন পশুর খাদ্য, তেল এবং ওষুধ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। তাই যেসব ক্ষেত্রে আফিম পোস্ত ছাড়া ওষুধ উৎপাদন করা সম্ভব, ইতিমধ্যে সেসব ওষুধ উৎপাদনে অফিম ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে তালিবান। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অফিম চাষ নিষিদ্ধ করতেও কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তাঁরা। কেননা ওষধের জন্য আফিম চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা না হলে কুচক্রী মহলের কারণে আফিম থেকে হেরোইন উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হবে না।

এই কারণে বলা হয়েছে যে, তালিবানরা আফগানিস্তানে সম্পূর্ণরূপে আফিম পোস্তের চাষ ও ব্যবসা নিষিদ্ধ করতে শুরু করেছে।

আঞ্চলিক সূত্র বলছে যে, তালিবানদের এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার কারণে সেখানে পোস্তের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিবানদের এই নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলেও জানা গেছে।

https://ibb.co/Sy9fvpr

ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদগণ ১৯৯৪ সালে যখন রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসেন, তখন তাঁরা প্রথমে মাদক নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু তারা অফিম/পোস্ত চাষে বিধিনিষেধ আরোপ করলেও তখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে কিছু সময় নেন। কেননা এটি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজেও ব্যবহৃত হত। যাইহোক, তালিবানদের বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, অবৈধভাবে পোস্তকে হেরোইনে রূপান্তর করে কিছু কুচক্রী মহল, ফলে ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানে পুরোপুরি আফিম চাষে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালিবান সরকার।

ইমারতে ইসলামিয়ার এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০০০ সালে আফগানিস্তান থেকে হেরোইন উৎপাদন ৯৭% হ্রাস পেয়েছিল।

অপরদিকে আফগানিস্তানের উত্তর -পূর্বাঞ্চলে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্রভাবশালী উত্তর জোট তাদের অঞ্চলে হেরোইন চাষ জারি রাখে, যা তাদের অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হত। ফলে হেরোইন উৎপাদনের এই হার শতভাগে পৌঁছায়নি।

যাইহোক তালিবানদের মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই বিশ্বব্যাপী তখন প্রশংসা পেয়েছে। ২০০০ সালে, জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসনকে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইয়ের জন্য তখন ধন্যবাদও জানায়। কিন্তু ক্রুসেডের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে অভিযান শুরু করলে পূণরায় এসব নিষিদ্ধ বস্তু চাষাবাদ বৃদ্ধি পায়, কেননা আমেরিকা ও তাদের গোলম কাবুল সরকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই এসবের সাথে জড়িত ছিল।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলো যেন অসহায়দের সাথে তামাশারই নামান্তর

আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে অসহায় গৃহহীনদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘরগুলো যেন তাদের গালে এক একটা তামাশার চপেটাঘাত!
কোথাও ঘর নির্মাণে রডের পরিবর্তে বাঁশ দেওয়া হচ্ছে, কোথাও কোথাও অধিক বালু আর নামেমাত্র সিমেন্ট দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, কোথাও আবার নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ঘর নির্মাণ করায় হস্তান্তরের আগেই ঘরে ফাটল দেখা দিচ্ছে। এমনকি হস্তান্তরের আগেই ঘর ধ্বসে পরার খবরও এসেছে সংবাদ মাধ্যমে।

তবে এবার খবরের শিরোনাম একটু ভিন্ন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে এবার ঢুকেছে পানি। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে পাকা ঘর পেয়েছিলেন নড়াইলের কালিয়ার অসহায় গৃহহীনরা। ঘর পেয়ে আনন্দের সীমা ছিল না তাদের। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। উপহারের সেই ঘরের ভেতর এখন পানি। দেড় মাস ধরে ঘরে পানি ওঠায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন প্রকল্পে আশ্রয় নেওয়া ১৮টি পরিবারের সবকটি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার চাঁচুড়ী ইউনিয়নের আটঘরিয়ার বিশাল এলাকাজুড়ে আছে চাঁচুড়ী বিল। বিলের এক কোণায় কম খরচে নিচু জমি কিনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। পাকা দেয়াল ও মেঝের ওপরে টিনের চাল। প্রতিটি ঘরের পেছনেই শৌচাগার ও রান্নার জায়গা। কিন্তু এখন বিলের মতো ঘরগুলোর মধ্যেও পানি থই থই করছে। শৌচাগার ও ঘরের পানি একাকার হয়ে গেছে।

ভুক্তভুগিরা বলছেন যে টাকা বাঁচিয়ে পকেট ভরতেই কম দামে এমন নিচু জমিতে ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। সামান্য বেশি দামে আরেকটু উঁচু দেখে প্রকল্পের জমি কিনলে এমন দুর্ভোগে পরা লাগতোনা তাদের।

আবারো সেই হেলমেট বাহিনীর আক্রমণ

ছাত্র আন্দোলনের সময় হেলমেট লীগ বলে পরিচিতি পাওয়া ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সেই হেলমেট বাহিনীকে আবারো সন্ত্রাসের ভূমিকায় দেখা গেছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান রনিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল। ঢাবি শাখা ছাত্রদলের পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে এবার হেলমেট পড়ে হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

আজ (২৯ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি অফিসের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। তবে বরাবরের মতোই অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রলীগ জানিয়েছে, এ ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততা নেই। খবর - স্টেট নিউজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রাকিব গণমাধ্যমকে জানায়, হামলাকারী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হেলমেট পরে বাইকের শোডাউন এবং লাঠিসোটা নিয়ে তাদের বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আমান উল্লাহ আমানসহ সংগঠনের ১০ জন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। আরও বেশকিছু নেতাকর্মী আহত হয়েছে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন 'মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি'র ধোঁয়া তুলে এই হামলাকে 'সাধারণ ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ' হিসেবে উল্লেখ করেছে!

বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন সাদ্দামের দাবি এক অর্থে সঠিক; কারণ দেশজুড়ে চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, ধর্ষণ, হত্যা, রাহাজানি আর হেলমেট পড়ে হামলা করা ছাত্রলীগ এসব ঘটনাকে একেবারে সাধারণ ঘটনাই বানিয়ে ফেলেছে।

সীমান্ত রক্ষার নামে মুসলিম হত্যা ; বুড়িমারীতে বিএসএফের গুলিতে দুইজন নিহত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- বুড়িমারী ইউনিয়নের বুলবুল হোসেনের ছেলে ইউনুস (৩৫) ও পাটগ্রামের সাগর (৩৪)।

রোববার (২৯ আগস্ট) ভোরে বুড়িমারী জিরো পয়েন্টের বাঁধের মাথা ও ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

৬১ বিজিবির বুড়িমারী স্থলবন্দরের ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, দুই বাংলাদেশির মরদেহ ভারতীয় চ্যাংড়াবান্ধা অংশে পড়ে আছে।

মালি | জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর উপর একে একে ৭টি সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের তীব্রতা বাড়িয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদগণ। যার ধারাবাহিতায় শুধু ক্রুসেডার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনী "মিনোসুমা" এর বিরুদ্ধেই ৭টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

"জিএনআইএম" এর অফিসিয়াল মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি মাসের ৫ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর উপর একে একে ৭টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে গত ৫ ও ৬ আগস্ট মুজাহিদগণ তাদের প্রথম ২টি হামলা চালান মালির আজলাহোক অঞ্চলে। যেখানে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং অন্যটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে সাঁজোয়া যানে থাকা ক্রুসেডার সৈন্যরা হতাহত হয়।

এই হামলার দু'দিন পর অর্থাৎ ৯, ১০ ও ১১ আগস্ট মুজাহিদগণ পূণরায় আজলাহোক অঞ্চলেই ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে পর পর তিনদিন কয়েক দফায় সফল রকেট ও মিসাইল হামলা চালান। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর হতাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর গত ১৪ আগস্ট আজলাহোক অঞ্চলে ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সামরিক কনভয়ে সফল বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ডজনখানেক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়।

সর্বশেষ গত ২০ আগস্ট মালির তারকান্ট এলাকায় ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সাঁজোয়া গাড়িতে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যাতে সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস এবং কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

https://ibb.co/dmxSJmm
https://ibb.co/Yk2BFL2

অনুপযুক্ত সময়ে বাঁধ মেরামত : সংস্কারের ১০ দিনের মাথায় ভেসে গেল বাঁধ।

বাঁধ সংস্কারের জন্য বর্ষাকাল সবচেয়ে অনুপযোগী সময় হলেও আমাদের দেশে সংশ্লিষ্টদের বাঁধ সংস্কারের কথা মনে পড়ে কেবল বর্ষাকাল এলেই। এতে নষ্ট হয় জনগণের করের টাকা; দু-চার দিনের সুবিধা ছাড়া জনগণ দীর্ঘমেয়াদী কোন সুফলভোগ করতে পারেনা। তবে নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা সুফল ভোগ করেন বছর বছর। বছরের পর বছর ধরে এমন ঘটনা ঘটে আসলেও এখনও এর পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি।

ফেনীর ফুলগাজীতে একদিনের বৃষ্টিতে ও ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুহুরি নদীর বাঁধ ভেঙে চার গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। অথচ বাঁধটি মাত্র ১০ দিন আগে সংস্কার করা হয়েছিল। খবর - স্টেট ওয়াচ।

মাত্র দুই মাস আগে ওই বাঁধের একই স্থানে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে আশপাশের কিছু এলাকা পানিতে ভেসে যায়। সে সময় তাড়াহুড়ো করে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মিলে বাঁধটি মেরামত করে। এর ঠিক ১০ দিন পর গত বুধবার (২৫ আগস্ট) আনুমানিক রাত ৮টার সময় মুহুরি নদীর বাঁধটির সংস্কার করা জায়গাটিতেই আবার ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এতে ঘনিয়া মোড়া, কিসমত ঘনিয়া মোড়া, বৈরাগপুর, সাহপাড়াসহ প্রায় চারটি গ্রাম প্লাবিত হয়।

এই পরিস্থিতির জন্য বাঁধ সংস্কারে গাফিলতিকেই দায়ী করে ফুলগাজী সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বলেন, "পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে একই স্থানে সংস্কারের পর তা পুনরায় ভেঙেছে। ভেঙে যাওয়া স্থানটি যদি শক্ত, মজবুত ও টেকসইভাবে সতর্কতার সঙ্গে সংস্কার করত, তাহলে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।"

তবে কেন বর্ষা এলেই গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলো সংস্কারের কথা মনে পড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞমহল ও জনমনে প্রশ্ন থাকলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারো কাছ থেকে এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভুগিরা অবশ্য বলছেন, বার বার বাঁধ ভাঙলে বার বার নির্মাণ করা যায়, আর বার বার বাঁধ নির্মাণ করলেই বছর বছর পকেটে টাকা ঢুকবে সংশ্লিষ্টদের!

২৮শে আগস্ট, ২০২১

তীব্র আর্থিক দুরাবস্থায় মার্কিনীরা : বকেয়া ভাড়ার ভর্তুকি ও বেকার ভাতার বরাদ্দ নবায়ণ করতে অপারগ সরকার।

মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্থায়ী আর্থিক সঙ্কটের মুখমুখি হয়েছে মার্কিন জনগণ ও তাদের অহংকারী সরকার।

দুর্নীতিবাজ নীতিনির্ধারক আর অযোগ্য নেতৃত্বের একের পর এক অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের খেসারত দিচ্ছে এখন তাদেরই নীরব সমর্থক মার্কিন জনগণ। মাথা গোঁজার ছাদ আর নিত্যজীবনের গৃহস্থালি খড়চের সহায়তা হারিয়ে এখন উভয় সংকটে পড়েছে মার্কিন মধ্যবিত্তদের এক বিরাট অংশ।

৬৪ লক্ষ মার্কিন পরিবার নিয়মিত বাড়িভাড়া দিতে পারছিলনা; 'ভাড়া দিতে না পাড়া লোকদের উচ্ছেদ করা যাবেনা মর্মে' নির্দেশ জারি ছিল হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে। তবে গত শুক্রবার এই নির্দেশনা বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

পাশাপাশি বেকারত্ব বীমার সুবিধাও কমে আসছে; কংগ্রেস বার বার চাপ দিলেও চলমান মেয়াদের পর বাইডেন প্রশাসন এই সাপ্তাহিক সুবিধা আর নবায়ন করতে আগ্রহী নয়। বরং রাজ্য সরকারগুলোকে ফেডারেল সরকার চাপ দিচ্ছে এব্যপারে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। খবর - ওয়াশিংটন পোস্ট।

উল্লেখ্য, এই বেকার ভাতার সুবিধার মেয়াদ ৬ সেপ্টেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। এটি নবায়ন না করা হলে প্রায় ৭৫ লক্ষ মার্কিনী সরাসরি হুমকিতে পরতে যাচ্ছে, যাদের অনেকেই আবার বাড়িভাড়া সহায়তা প্রকল্পের আওতায়ও ছিল।

আমেরিকান সেন্সাস ব্যুরোর এক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ মার্কিনী তাদের নিত্যদিনের গৃহস্থালি খরচ নির্বাহ করতে হিমশিম খাচ্ছে; আর এক-তৃতীয়াংশ বলছে যে তারা তাদের বাড়িভাড়াও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছেনা। এই পরিস্থিতিতে বাড়িওয়ালাদের দ্বারা ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের হিরিক আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে অনেক মার্কিন বিশ্লেষক ও আইনপ্রণেতা।

দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মত্ত মার্কিনীরা এখন আর্থিক অনটনে পড়ে জনগণের বরাদ্দ সুবিধাগুলো একের পর এক কেটে নিতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতির পেছনের কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, অন্যান্য পশ্চিমা সরকারের মতো মার্কিন সরকারও অন্য দেশে অবৈধ হস্তক্ষেপ আর তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেই নিজ জনগণকে উন্নত সুবিধা দিয়ে আসছিল। লাতিন আমেরিকা আর মুসলিম বিশ্ব থেকে লুট করে আনা সম্পদ দিয়েই তারা তাদের চাকচিক্যময় পাপের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। আর অনেক দেশেই মুজাহিদদের উত্থান ও তাদের পুতুলদের পতনের ফলে তাদের এই লুটের জোগান বন্ধ হয়ে গেছে; তাই তারা এখন জনগণকে এসব সুবিধা দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, লুটের মালে গড়ে উঠা চাকচিক্য দেখিয়েই তারা বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে এসেছে এতদিন; এর ধোঁকাও বিশ্ববাসী বুঝে ফেলেছে। অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি অনেক সম্পদশালী মার্কিন

নাগরিকরাও মার্কিন মুলুক থেকে মুখ ফিরিয়র নিচ্ছে। গত বছর করোনা শুরুর পরপরই বিবিসি এমন খবর প্রকাশ করেছিল যে, আমেরিকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও প্রভবশালী রকফেলর পরিবার তাদের সকল সম্পদ ধীরে ধীরে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তর করতে যাচ্ছে।

তৃতীয় যে কারণটি বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন তা হল, এসব ঘটনাপ্রবাহের জেরে বিশ্বময় ডলারের আধিপত্যের সম্ভাব্য পতন। আরব বাদশাদের ডলারের টোপ গিলিয়ে মার্কিন ডলারের পেট্রোডলার হয়ে উঠা এবং ডলারের সাদা কাগজে রঙিন কালির খরচ দিয়েই আরবের তেল ভাণ্ডারের উপর প্রায় একছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা মার্কিনীদের সেই ফাঁকিও এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

কারণ আরও আছে। মার্কিন আর্থিক দৈন্য আর সক্ষমতার পতন টের পেয়ে তাদের অনেক মিত্রই এখন সরাসরি আর তাদের আধিপত্য মেনে নিচ্ছে না; অনেকেই আবার চীনের প্রতি সুর নরম করে দিয়েছে। এই বিষয়গুলোও মার্কিন প্রভাব খর্ব করতে ভূমিকা পালন করেছে কিছুটা।

সবদিক মিলিয়ে আমেরিকার চতুর্দিকেই এখন শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ইরাক-আফগান থেকে বয়ে নিয়ে আসা এই অন্ধকারই হয়তো আমেরিকার চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করবে - এমনই আশা ব্যক্ত করছেন উম্মাহদরদি মুসলিম বিশ্লেষকগণ।

গাজীপুরে আওয়ামীলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৭ : বাড়ছে ক্ষমতা-অর্থের কোন্দল

ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শ্রীপুরে আওয়ামী লীগের দু'পক্ষের মধ্যে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাতে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কমপক্ষে সাতজন আহত হয়, ভাঙচুর করা হয় কয়েকটি মোটরসাইকেল ও একটি ট্রাক।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, শ্রীপুর উপজেলার মাওনা এলাকার ডেকো গার্মেন্ট লিমিটেড কারখানায় প্রায় তিন বছর ধরে ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে ঝুটের ব্যবসা করছেন ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. হাবিবুর রহমান সরকার লাবি। তার ওয়ার্ক অর্ডারের মেয়াদ শেষ হবে ৩০ আগস্ট। তবে এরই মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাজি সুলতান উদ্দিন সরকার ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা চালালে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় হাবিবুর রহমান সরকার গতকাল রাতে কারখানার কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ট্রাকভর্তি ঝুট বের করতে গেলে হাজি সুলতান উদ্দিন সরকারপক্ষ বাধা দেয় এবং একপর্যায়ে তারা ট্রাকে ভাঙচুর করে। এরপর উভয় পক্ষের হামলা পাল্টা হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। খবর - মানবজমিন।

ক্ষমতা আর অর্থের দ্বন্দ্বের এই চিত্রকেই আওয়ামীলীগের আসল চেহারা বলে উল্লেখ করেহে স্থানীয়দের অনেকে।

আবার এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে অনেক ব্যক্তিকে। " জুলুমবাজ লুটেরার দল এভাবেই নিজেরা নিজেরা মারামারি করে ধ্বংস হবে" - এই মন্তব্য করেছেন একজন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারি।

আবার আরেকজনের মন্তব্য ছিল, "ছতরা মারামারি করে ঝুটের ব্যবসা নিয়ে, আর বড়রা ঝগড়াঝাঁটি করে দাদাবাবুদের অনুদানের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে।"

তবে মন্তব্য যেমনই হোক, আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা আর অর্থের দ্বন্দ্বই যে যুগে যুগে জালেম-স্বৈরাচারদের পতন ঘটিয়েছে, এব্যপারে বিশেষজ্ঞ মহলকে একমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় ৩ মিলিশিয়া নিহত, বন্দী আরও ৯ মিলিশিয়া

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের এক চিরুনি অভিযানে ৩ সন্ত্রাসী নিহত এবং আরও ৯ মিলিশিয়া সদস্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদগণ গত ২৭ আগস্ট, মালির মোপ্তি রাজ্যের গাউন্ডাকা ও বান্দিয়াগড়া দুটি গ্রামে চিরুনি অভিযান চালিয়েছেন। যেখানে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর পালিত "ডোজো" মিলিশিয়াদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়েছেন। যাতে মুজাহিদদের হামলায় ৩ মিলিশিয়া নিহত এবং আরও ৯ ডোজো মিলিশিয়া সদস্য বন্দী হয়। বাকি মিলিশিয়ারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মিলিশিয়াদের অবস্থান থেকে কয়েকটি মোটরসাইকেল, কয়েক ডজন মোবাইল ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র গনিমত পান।

https://i.ibb.co/vQfBWTg/IMG-20210828-051007.jpg

https://i.ibb.co/4YfDw2p/IMG-20210828-051009.jpg

https://i.ibb.co/dQdDjNj/IMG-20210828-051004.jpg

সিরিয়া | কুফফার বাহিনীর অবস্থানে মুজাহিদদের পৃথক হামলা, হতাহতের সম্ভাবনায় অনেক সেনা

সিরিয়ার ইদলিব এবং হামা প্রদেশে আনসার আত-তাওহীদ ও আনসার আল-ইসলাম গ্রুপদ্বয়ের জানবায মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনী ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সেনাদের অবস্থানে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আত-তাওহীদের মিডিয়া সূত্র জানিয়েছে, গত ২৭ আগস্ট শুক্রবার, সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের হাযারিন এবং মালাজাহ গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়াদের ক্যাম্পে আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সূত্র জানায়, নিক্ষেপকৃত এসব আর্টিলারি শেল সরাসরি শত্রু বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হেনেছে।

অপরদিকে আনসার আল-ইসলামের পক্ষ হতে "সাবাত এজেন্সি" জানিয়েছে, সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় হামা প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্রুসেডার রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে রকেট প্রপেলড গ্রেনেড বা আরপিজি ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের দুটো হামলাই শত্রু শিবিরে সফলভাবে আঘাত হানায় অনেক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা হতাহতের সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমালিয়া | একই সাথে ১৪টি শহরে হারাকাতুশ শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২দিনে একই সাথে সোমালিয়ার ১৪টি শহরে সফল হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, যুবা, জিযু, শাবেলী সুফলা ও বে-বুকুল রাজ্যগুলোর বিভিন্ন এলাকায় একই সাথে ১৪টি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন।

সূত্র অনুযায়ী এসব অভিযানের কোন স্থানে শাবাব মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র দ্বারা, কোথাও গেরিলা পদ্ধতিতে হামলা চালিয়েছেন। এতে পশ্চিমাদের গোলাম মুরতাদ সরকারি বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের গেরিলা হামলায় কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীতে মুরতাদ সেনাদের পোস্টে এক গেরিলা হামলার ঘটনায় ৩ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৮ আগস্ট শনিবার, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর চারমাং সীমান্তের হাশিম-সার এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক চৌকিতে গেরিলা হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জারব মুজাহিদগণ।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, অভিযানে অংশগ্রহণকারী কমান্ডারদের তথ্যমতে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফলভাবে RPG7 দ্বারা হামলা চালিয়েছেন, ফলশ্রুতিতে এই হামলায় কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

ব্যাটল অফ মানযিকার্ট: কুফফার বাইযানটিনদের ভীত কাঁপানো মুসলিমদের ঐতিহাসিক বিজয়

বহু গোষ্ঠী, দেশ আর মতবাদের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে যুদ্ধ করা পৃথিবীর এক পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের নাম সেলজুক সাম্রাজ্য। তারা বিজয় করেছেন একের পর এক দেশ। যেখানে তারা কায়েম করেছে ন্যায়, ইনসাফ, সমতা ও সহবস্থানের অপূর্ব সমন্বয়। ছিল না কোনো বিশৃঙ্খলা কিবা হানাহানি। আজ থেকে ঠিক সাড়ে নয়শ বছর আগে ১০৭১ সালের ২৬ আগস্ট এই সাম্রাজ্যেরই মহান পুরুষ সুলতান আলপ আরসালান এর নেতৃত্বে ইমান ও কুফরের মাঝে সংঘটিত হয় ভাগ্য নির্ধারণকারী এক সমর যুদ্ধের। মানযিকার্ট/মালাযগির্ত এর প্রান্তরে সংঘটিত এই সমরে সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে অনেক কম মুসলিম বাহিনী আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত এর নুসরাতে বিজয় লাভ করেন শক্তিশালী সম্মিলিত কুফফার বাইযান্টিন বাহিনীর উপর। ইতিহাসবিদগণ এই যুদ্ধকে নামকরণ করেছেন 'দ্বিতীয় ইয়ারমুক' নামে।

কি হয়েছিল সেই যুদ্ধে? কিভাবে কুফফারদের বিশাল ফৌজের উপর জয়লাভ করল মুসলিম বাহিনী? যুদ্ধের ফলাফলই বা কি ছিল? চলুন, তার সবই জানা যাক। তবে আগে জেনে নেওয়া যাক এই যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দিগ্বিজয়ী বীর আবু শুজা' মোহাম্মদ আলপ আরসালান ইবনে দাউদ, বা সংক্ষেপে আলপ আরসালান এর সম্পর্কে।

সেলজুকদের উত্থানঃ

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিম উম্মাহ গাফলাত ও দুনিয়ার প্রতি মোহের কারণে অত্যন্ত নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হয়। সেসময় মুসলিম উম্মাহের ছিল না কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব। খিলাফাতে আব্বাসিয়া হয়ে উঠেছিল কেবল নামসর্বস্ব। খলিফা ছিলেন অসহায়, খিলাফত মূলত চলছিল বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত তুর্কি গোলামদের স্বেচ্ছাচারিতায়, যাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন স্বয়ং খলিফাই। খিলাফত যেন ছিল কেবল বাগদাদ

জুড়েই, বাগদাদের বাইরে একে একে গড়ে উঠছিল স্বাধীন আমিরাত ও সালতানাত। খিলাফাহ এর কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব না মেনে তারা প্রত্যেকেই চাইত কেবল নিজের ক্ষমতা আর প্রভাব। খিলাফাহ এর ভিতরে ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে রাওয়াফেযদের প্রভাব। ফিরক্বায় ফিরক্বায় বিভক্ত হয়ে মুসলিম উম্মাহ ক্রমেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

উম্মাহর এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহর ইচ্ছায় ওঘুজ তুর্কদের ক্ষুদ্র এক গোত্র 'কিনিক' থেকে ধুমকেতুর ন্যায় আগমণ ঘটে সালতানাতে সেলজুক এর। সেলজুকদের আদি নিবাস ছিল তুর্কিস্তান-চীনের মধ্যবর্তী এলাকায়। একাদশ শতাব্দীতে কিনিক গোত্রের একটি দলের প্রধান সেলজুক ইবনে একায়েক এর সাথে তুর্কি সম্রাটের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি হিজরত করে সীরদরিয়া নদীর নিকটে এসে আবাস স্থাপন করেন ও দ্বীনে ইসলাম কবুল করেন। তারা প্রথমে ইরানের সামানি সাম্রাজ্য ও পরবর্তীতে গজনভীর সুলতান মাহমুদের সীমান্ত প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। সেলজুক এর দুজন নাতি ছিলেন, তুগরিল বে ও চাগরি বে। তুগরিল বে ই মূলত গযনবীদের কাছ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক এলাকা দখল করেন ও সেলজুক সালতানাতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। একদিকে সেলজুকদের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অপরদিকে শিয়াদের প্রভাবে জর্জরিত আব্বাসি খলিফা খুঁজছিলেন কোনো সুন্নি মিত্র, যে কিনা বাগদাদ আক্রমণ করে রক্ষা করবে খিলাফাহকে। অতএব খলিফা তুগরিল বে এর সাথে মিত্রতা স্থাপন করলেন। তুগরিল বে বাগদাদ আক্রমণ করলেন, বিতাড়িত করলেন শিয়াদের। খলিফা অত্যন্ত খুশি হয়ে তুগরিল বে কে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করলেন।

সুলতান আলপ আরসালানঃ

বীর মুজাহিদ তুগরিল বের কোনো সন্তান ছিলোনা। তুগরিল বের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই চাগরি বে এর ছেলে, আল্প আরসালান। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব এবং লড়াইয়ে পারদর্শিতার জন্য তিনি 'আল্প আরসালান' বা 'বীর সিংহ' উপাধি লাভ করেন। আল্প আরসালান তাঁর চাচার মৃত্যুর পর যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর রাজত্বের বিস্তৃতি ছিল আমু দরিয়া থেকে দজলা নদী পর্যন্ত - অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় তুর্কমেনিস্তান থেকে ইরাক পর্যন্ত।

সুলতান আল্প আরসালান ক্ষমতাসীন হয়ে দুটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন: ফাতিমি রাফেযিদেরকে দমন করে তাদের প্রভাব কমিয়ে আনা ও উম্মাহকে জিহাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফাতিমি শিয়াদের বিরুদ্ধ সুলতান প্রথম পদক্ষেপ নেন ৪৬২ হিজরি, ১০৬৯ ঈসায়ি সনে। তিনি মক্কার তৎকালীন শাসকের দূত মুহাম্মদ ইবনে আবু হাশিম এর সাথে হওয়া এক সাক্ষাতে মক্কা-মদীনার মসজিদে ফাতিমিদের নামে জুমুআর খুতবা পড়ানো ও আযানে শিয়া রীতি-নীতি বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মক্কার শাসক খুশিমনে তাঁর এই প্রস্তাব মেনে নেন। এরপর সুলতান সিরিয়ার আলেপ্পোতেও সামরিক চাপ সৃষ্টি করে জুমুআর খুতবায় খলিফা ও তাঁর নিজের নাম নিতে আদেশ করেন এবং আযানে শিয়া রীতি-নীতি বন্ধ করেন।

ঐতিহাসিক মানযিকার্টের যুদ্ধঃ

সুলতানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষিপ্ত মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের চেতনায় উজ্জিবীত করা। এই লক্ষ্যে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে এনটিওক এবং এডেসায় জিহাদ পরিচালনা করেন। নিজের ছেলে মেলিক শাহ এবং প্রধান উজির নেযামুল মূলক এর নেতৃত্বে রোমানদের অনেকগুলো কেল্লা তিনি বিজয় করেন। কায়সারিতে তিনি বাইযান্টিনদের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সুলতান তুগরিল এবং আল্প আরসালানের একের পর এক বিজয় বাইযান্টিনদের তৎকালীন সম্রাট রোমানোস ডিওগেনেসকে চিন্তায় ফেলে দেয়। সেলজুকদের থামাতে সে ১০৬৮ সাল থেকে সেলজুকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছিল। সে সিভাস এবং মালাতইয়া শহরে দুটি সৈন্যবাহিনী পাঠায় এবং নিজে আরো একটি বাহিনী নিয়ে বর্তমান তুরস্কের হারপুত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সুলতান আল্প আরসালান ১০৬৯ সালে আনাতোলিয়ার কেন্দ্রবিন্দু বলে বিবেচিত কোনিয়া শহর এবং আশেপাশের অনেকগুলো শহর বিজয় করে ফেলায় রোমানোস ভীত হয়ে সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ করে এবং পিছু হটে ইস্তাম্বুল ফিরে যায়। অভ্যন্তরীন বিভিন্ন কোন্দলের কারণে ইস্তাম্বুল থেকে সে ১০৭০ সাল পর্যন্ত বেরই হতে পারেনি। ফলে সিভাস এবং মালাতইয়া এর সৈন্য বাহিনীদ্বয় এবং হারপুতের জন্য তৈরি করা বাহিনী নেতৃত্বের অভাবে সেলজুকদের বিরুদ্ধে কার্যত কিছুই করতে পারেনি।

রোমানোস পরিকল্পনা পরিবর্তন করলো। সে ১০৭১ সালের ১৩ মার্চ আগের চেয়েও শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে হাজিয়া সোফিয়া গির্জায় বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং সেলজুকদের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য প্রার্থনা করে। তার চিন্তা ছিল বর্তমান ইরানে অবস্থিত সেলজুক রাজত্বের কেন্দ্রে সরাসরি আঘাত হানা এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়া। বিভিন্ন ইতিহাসবিদের বর্ণনা মতে রোমানোসের এই বাহিনীতে ছিল প্রায় ৬ লক্ষ সেনা। আবার অনেকে বলেন বাহিনীতে ২ লক্ষ সেনা ছিল, যাদের মধ্যে ছিল পেশেনেগ, উয, কিপচাক, কাসপিয়ান, বলকান অঞ্চলের তুর্ক, স্লাভ, আর্মেনিয়ান ও আরো জাতিগোষ্ঠীর সেনা। তারা ছিল তৎকালীন সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ইমাম আয-যাহাবি এই যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছেন, এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সেনাদের সারি ছিল। আর ঐতিহাসিক ইয়াফেই এই যুদ্ধকে অভিহিত করেছেন 'আল মালহামাতুল কুবরা' বা মহাযুদ্ধ নামে।

২৩ আগস্ট রোমানোসের এই বিশাল বাহিনী মানযিকার্টে পৌঁছে যায় এবং মানযিকার্ট দূর্গ দখল করে নেয়। বিশাল এই বাহিনী শুধু মানযিকার্ট ও সেলজুক ভূমি নয়, বরং স্বপ্ন দেখছিল বিশ্বজয়ের। বাহিনীর কমান্ডার ও জায়গীররা আগেভাগেই কোন এলাকা দখলের পর কে শাসনভার পাবে তা ঠিক করে নিচ্ছিল। রোমানোস তার এক সেনাপতিকে বাগদাদের শাসনভার দিয়ে নির্দেশ দেয়, বাগদাদ দখলের পর খলিফার সাথে যেন সে খারাপ আচরণ না করে।

মানযিকার্টের ময়দানে তারা যখন রাজ্য ভাগাভাগিতে ব্যস্ত, সুলতান আল্প আরসালান তখন ব্যস্ত আযারবাইজানে এক অবরোধে। সুলতানের কাছে তখন মানযিকার্টের খবর এসে পৌঁছে। তিনি এত বড় বাহিনীর আগমণের খবর শুনে চিন্তায় পড়ে যান। কারণ তিনি আযারবাইজানের জন্য কেবল ১৫ হাজারের মত সেনা সাথে নিয়ে এসেছিলেন। সেলজুক ফৌজের অন্য সেনারা ছিল বিভিন্ন কেল্লা ও শহরে, যাদের স্বল্প সময়ে একত্রিত করা সম্ভব ছিল না। সুলতান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে মানযিকার্টের দিকে রওয়ানা হলেন।

সুবহানআল্লাহ! কতই না সাহসি ছিলেন সুলতান আল্প আরসালান। কোথায় ২ লক্ষ সুসজ্জিত সেনা আর কোথায় ১৫ হাজার! এরই মধ্যে আবার যাত্রাপথে তিনি মুখোমুখি হলেন রোমানোসের সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের, যারা সংখ্যায় ছিল ১০ হাজার। সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তাক্ত এক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে এই বাহিনীকে তিনি পরাজিত করে এর কমান্ডারকে গ্রেফতার করেন এবং মানযিকার্টের কাছে পৌঁছে যান। তিনি শেষবারের মত রোমানোসকে সুযোগ দিয়ে শান্তিচুক্তির আহবান করে দূত পাঠান। রোমানোস দূতকে প্রত্যাখ্যান করে এই বলে, "আমি অনেক সম্পদ ব্যয় করে এই বাহিনী তৈরি করেছি আজকের এই পরিস্থিতির জন্যই। সুতরাং আমি কোনো চুক্তির মুখাপেক্ষী হব না; আমি মুসলিম ভূমির সেই অবস্থাই করব যা তোমরা করেছিলে আমাদের ভূমির সাথে। আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছি, তুমি যার মোকাবেলা করতে পারবে না। তাই স্বেচ্ছায় আমার আনুগত্য মেনে নাও।"

সুলতান আল্প আরসালান রোমানোসের এই জবাবে ক্ষুব্ধ হলেন। রোমানোসের পাঠানো দূতকে তিনি বললেন, "যাও, তোমার মনিবকে বল, আমার রব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন যাতে করে আমি তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারি। আর আমার রব তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন যেন তোমরা মুসলিমদের খাবার রান্না কর।"

উত্তপ্ত এসব কথোপকথন নিশ্চিত করে দেয়, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবি। সেনারা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সুলতান নিজেও যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেন।

বাহ্যত, এই যুদ্ধে মুসলিমদের জয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবে কুফফারদের সাথে মুসলিমদের তফাত হচ্ছে এই: কুফফাররা নির্ভর করে অস্ত্র আর সেনার সংখ্যাধিক্যের উপর। আর মুসলিমগণ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেন শাহাদাতের প্রত্যাশায়, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে। তাঁদের বিশ্বাস - নাসরুম মিনাল্লাহ - বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুলতানকে তাঁর সেনাবাহিনীর ইমাম ও শিক্ষক আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালিক আল বুখারি সাহস যোগান এই বলে, "আপনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়ছেন, যে দ্বীনকে তিনি পৃথিবীর অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ এই বিজয় আপনার জন্যই নির্ধারণ করেছেন। আপনি যুদ্ধের জন্য শুক্রবার দুপুরকে বেছে নিন। খতিবরা তখন থাকবেন মিম্বরের উপর, এবং তাঁরা দুয়া করবেন মুজাহিদীনদের জন্য।"

আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালিক আল বুখারি এর এই নসীহত সুলতানের মনে সাহস যোগায় এবং তাঁকে আরো উদ্দীপ্ত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

বিভিন্ন কেল্লা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট আসার পর সবশেষে সেলজুক সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজারে। বিপরীতে বাইযান্টিনদের ছিল ২ লক্ষ সেনা। তাদের নেতৃত্বে ছিল স্বয়ং রোমানোস, এবং নিকেফোরোস ব্রাইয়েননিওস, আলিয়েত্তেস ও এন্ড্রোনিকোস ডুকাস এর মত কমান্ডার। কিন্তু তাদের বড় একটি দুর্বলতা ছিল অনৈক্য, কেননা সম্রাট বিভিন্ন জাতির লোক তার ফৌজে শামিল করেছিল, যারা প্রত্যেকেই চাইত নিজেরা নেতৃত্ব দিতে। অপরদিকে সুলতান তাঁর সাথে আফসিন পাশা, সুনদুক, আইতেগিন, জেভেরাইন এর মত ঝানু

কৌশলবিদদের নিয়ে এসেছিলেন, যারা আনাতোলিয়ার প্রতিটি কোনা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতো। সুলতানের সাথে আরো ছিলেন তুতাক, দানিশমানদ, সালতুক, মেংগুচুক, চাভ্লি - এদের মত দক্ষ কমান্ডার।

৪৬৩ হিজরির ২০ যুলকাদ্দাহ, ২৬ আগস্ট ১০৭১ ঈসায়ীতে সুলতান আল্প আরসালান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। সুলতান তাঁর লশকরের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর মুনাজাতে তিনি প্রাণ খুলে আপন রবের নিকট কাঁদলেন। তাঁর কান্না দেখে পুরো লশকর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তিনি যুদ্ধের আগ মূহুর্তে ফৌজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমরা একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই যুদ্ধে হয়তো আমি লক্ষ্য অর্জন করে গাজি হবো, নয়তো শহীদ হয়ে জান্নাতে যাবো। আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার পুত্র মালিক শাহ আমার উত্তরাধিকারী হবে। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় আমাকে অনুসরণ কর, যার ইচ্ছা হয় এখান থেকে ফিরে যাও। আজ তোমাদের আদেশ করার জন্য এখানে কোনো সুলতান নেই। আজ আমিও তোমাদের মত একজন সাধারণ যোদ্ধা। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পণ করবে, তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে গণিমত এবং আখিরাতে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তার জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম।" সুলতান এরপর সূরা আনফালের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ - وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।"

এরপর ফৌজের সকল সদস্য একযোগে বলে উঠলেন, "হে সুলতান! আমরা আপনার সাথেই আছি। আপনার যা ইচ্ছা করুন, আমরা আপনার সাথেই আছি।"

সুলতান এরপর ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। শক্ত করে ধরলেন ঘোড়ার লাগাম। এরপর সাদা একটি কাপড় পরিধান করে বললেন, "আজ যদি আমি নিহত হই, তাহলে এই কাপড়ই হবে আমার কাফন।" এরপর সুলতান ঘোড়া ছুটালেন কুফফার বাহিনীর দিকে।

যুদ্ধের ময়দানঃ

বাইযান্টিনরা তাদের বিশাল সেনা বাহিনীকে বিন্যস্ত করেছিল ৫টি পৃথক সারিতে। সুলতান আল্প আরসালান তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে, একটি সারিতে। ফলে তার সেনা সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছিল। সুলতান আগে থেকে কিছু সৈন্যকে ছড়িয়ে দিয়ে ছোটখাটো গেরিলা কৌশলের যুদ্ধে

শত্রুপক্ষকে ব্যস্ত রাখেন। গেরিলা যুদ্ধের অধিকাংশেই বাইযান্টিনরা পরাজিত হচ্ছিল। চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় সুলতান ফৌজের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে চার হাজার জানবায সৈন্যের কমান্ড নিজ হাতে নিয়ে নেন।

মুসলিম শিবিরে আলেমগণ করছিলেন কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত, আর কুফফার শিবিরে বাজছিল যুদ্ধের বাজনা, দামামা ও নাকারা।

তাকবিরের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে কুফফার ফৌজের দিকে এগিয়ে গেলেন সুলতান। সুলতানের কৌশল মোতাবেক মুসলিম ফারিস বা ঘোড়সওয়াররা প্রচন্ড এক চার্জ করেন কুফফারদের সম্মুখ সারিতে। ঘোড়সওয়ারদের উড়ানো ধূলিতে বাইযান্টিন সেনাদের চোখ-মুখ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ঘোড়সওয়াররা কুফফার সেনাদের মাঝ বরারবর আঘাত করেই পাশে সরে যান। এরপর এগিয়ে আসেন সুলতান নিজে ও তাঁর কমান্ডে থাকা ৪ হাজার এলিট জানবায সেনা। জীবন বাজি রেখে মরিয়া হয়ে তারা লড়াই করে। সুলতান নিজে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে বারবার ছুটে যাচ্ছিলেন কুফফারদের ব্যূহের দিকে। তাঁর আক্রমণ দেখে মুসলিম সেনারা আরো মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁদের পাগলের মত আঘাতে সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, উন্মুক্ত হয়ে যায় কুফফারদের সেন্টার। যেখানে ছিল স্বয়ং রোমানোস। ৪ হাজারের এই বাহিনী এবার তার দিকেই ধেয়ে যেতে শুরু করে। রোমানোস অবস্থা বুঝতে পারে ঠিকই, তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে তার সেনাদের বাম অংশে থেকে সাহায্য চাইলেও সুলতানের ফারিস, যারা আঘাত করে পাশে সরে গিয়েছিল তারা বাম ব্যূহকে কচুকাটা করতে থাকে। আর বাইযান্টিনদের ডান ব্যূহের অধিকাংশই ছিল তুর্কি সেনাদের নিয়ে গঠিত। অবস্থা বেগতিক দেখে তাদের কমান্ডার তামিস পক্ষ বদল করে সরাসরি সেলজুক ফৌজে শামিল হয়।

এবার রোমানোস কৌশলগত কারণে তার সেনাদের আদেশ দেয় শিবিরের পিছেন আশ্রয় নিতে। কিন্তু তাকে ভুল বুঝে আর্মেনিয় সেনারা মনে করে সম্রাট পালিয়ে যাচ্ছে, তাই তারাও যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। এদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল রিজার্ভ ফোর্স। এবার পুরো খ্রিষ্টান ফৌজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা লেগে যায়। পলায়নরত সেনাদের ইচ্ছেমত কচুকাটা করেন মুসলিম সেনারা। সেদিন দুপুর নাগাদ দুই লক্ষের বিশাল এই বাহিনী টিকে থাকে, এরপর একে একে সবাই মারা যায় কিংবা গ্রেফতার হয়। অনেক খ্রিষ্টান কমান্ডারকে গ্রেফতার করা হয়। স্বয়ং রোমানোসকে এক সেলজুক সিপাহি সাধারণ সৈন্য ভেবে কতল করে ফেলত, কিন্তু রোমানোস এর দাস সেই সিপাহিকে অনুনয় বিনয় করায় সে তাকে বন্দি করে সুলতানের কাছে হাজির করে।

সুলতান আল্প আরসালান রোমানোসকে হত্যা করেননি। তাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাখা হলেও তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়নি। সুলতান তাকে চুক্তি সম্পাদন করতে বলেন, যার শর্তগুলো ছিল:

- প্রথমে ১৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সুলতানকে দিতে হবে।

- বার্ষিক ৩ লক্ষ ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা করস্বরূপ দিতে হবে।

- সব মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করতে হবে।

- বাইযান্টিনরা চাহিবামাত্রই সেলজুকদের সামরিকভাবে সহায়তা করবে।

- সম্রাট তার কোনো এক মেয়েকে সুলতান আল্প আরসালানের ছেলের সাথে বিবাহ দিবে।

- আনতাকিয়া, উরফা, মানবিজ এবং মানযিকার্ট সেলজুকদের অধিকারে থাকবে।

একদিন পর সুলতান আল্প আরসালান রোমানোসকে ২ জন কমান্ডার ও ১০০ সেনা সহ ইস্তাম্বুল পাঠিয়ে দেন। আর বাইযান্টিন সিনেট এই পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই রোমানোসকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। আর রোমানোসকে তার নিজের সেনারাই কুথায়া নামক দূর্গে বন্দি করে রাখে। আর তার দুএক বছরের মধ্যেই কিনালিয়াডা দুর্গে সে মারা যায়।

আর সুলতান আল্প আরসালান বিজয়ের পর সব মুসলিম শাসকদের বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দেন। বিশেষ করে আব্বাসি খলিফাকে তিনি খাস করে পত্র লেখেন। পুরো মুসলিম জাহান এই বিজয়ে উল্লাসিত হয়। খলিফা কাইম বি-আমরিল্লাহ মূল্যবান তোহফা সমেত শুভেচ্ছাপত্র পাঠান সুলতানকে। এর সাথে সাথে তৎকালীন সব মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় সুলতানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেক মুসলিম শাসক শুভেচ্ছাপত্রের সাথে মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেন সুলতানকে।

আর এভাবেই আল্লাহর উপর গভীর তাওয়াক্কুল বিজয়ী করেছিল এক সুলতানকে!

২৭শে আগস্ট, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের সফল হামলায় ৬ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার লোয়ার দির জেলায় দেশটির মুরতাদ সেনাদের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে এক অফিসার সহ ৩ সেনা নিহত এবং অন্য ৩ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ২৭ আগস্ট শুক্রবার, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার লোয়ার-দির জেলার জানদোল সীমান্তের মিসকিনি এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক কাফেলার উপর পূর্ব থেকেই পজিশন নিয়ে হামলা চালান পাক-তালিবান (টিটিপি) মুজাহিদিন। যাতে সামরিক বাহিনীর ১ সেনা নিহত ও আরও ৩ সেনা আহত হয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগও (আইএসপিআর) এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, আইএসপিআর জানায়, গুল আমির নামে এক অফিসার হামলায় নিহত হয়েছে।

তালিবান মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত হামলায় ১ অফিসার নিহত ও ৩ সেনা আহত হওয়ার সংবাদটি নিশ্চিত করার সাথে সাথে এও জানান যে, ওই এলাকায় টিটিপির মুজাহিদদের গুলিতে আরো ২ সেনা সদস্যও নিহত হয়েছে।

ইহুদিদের অকল্পণীয় ধৃষ্টতা! আল-আকসার মসজিদ চত্বরে পুলিশি নিরাপত্তায় ইহুদীদের প্রার্থনা!

মাসজিদ আল আকসার গোল্ডেন ডোম অফ রক নামে পরিচিত জায়গাটি থেকেই মেরাজের সময় বোরাকে চরে ঊর্ধ্বাকাশ যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রাণপ্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এই স্থানেই এবার প্রার্থনা শুরু করেছে অভিশপ্ত ইহুদিরা, যা তারা আগে কখনো করতে সাহস দেখায়নি।

ইহুদিরা এই স্থানকে টেম্পল মাউন্ট বলে ডাকে। খোদ সন্ত্রাসী ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকেই টেম্পল মাউন্টে ইহুদিদের প্রার্থনায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট আল আকসায় ইহুদিদের প্রার্থনার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়!

ইহুদিদের দাবি এখানেই ছিল তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পবিত্র মন্দির, যা সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোমানরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের কথিত মন্দিরের পশ্চিম দেওয়াল নাকি আজও টিকে আছে, যাতে হাত রেখেই এতদিন কান্নাকাটি করা সহ অদ্ভুত সব মনগড়া প্রার্থনা করে আসছিল ইব্রাহিমি ধর্মের বিকৃতিকারী এই ইহুদিরা। আর সেখান থেকে এখন তারা ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমরা এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করছেন যে, হেব্রনের মতো আল আকসার জায়গাও ভাগ করার পায়তারা করছে ইসরায়েল।

তবে নিজ জনগণের উপর ধরপাকড় চালাতে ব্যস্ত আব্বাস কিংবা ইসরাইলের মরুভূমির বালুতে রকেট ছুড়ে প্রতিবাদ করা হামাস যে এই সমস্যার সমাধানে ন্যূনতম কোন ভূমিকা রাখতে পারবে - এব্যপারে নিয়ে খোদ ফিলিস্তিনবাসী এখন যথেষ্ট সন্দিহান।

ইহুদিরা কিন্তু এবার এক নতুন মিথ্যা (!) দাবি নিয়ে এসেছে!

অভিশপ্ত ইহুদিরা এখন দাবি করছে যে এই আল-আকসা চত্বর মুসলিমদের একার নয়! মুসলিমদের জন্য এটা তৃতীয় পবিত্রতম জায়গা; কিন্তু ইহুদিদের এটা পবিত্রতম জায়গা। তাই এখানে প্রার্থনা করার অধিকার তাদের রয়েছে!

ইহুদিদের প্রতি ক্রমেই মানবিক হতে থাকা দালাল মিডিয়া আগে থেকেই এমন প্রচারে মেতেছে যে, ফিলিস্তিনিদের পাথর নিক্ষেপ আর টায়ার জ্বালিয়ে সন্ত্রাস করার বিরুদ্ধে ইসরাইলিদের বোমা মেরে ফিলিস্তিনি মুসলিম নারী-শিশুদের হত্যা করা বা 'নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আছে'।

এবার কি তাহলে যায়নবাদীদের দালাল এই মিডিয়া 'মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র' আর 'ইহুদিদের পবিত্রতম' - এই ধোয়া তুলেবে? মানবিক বিবেচনায় নাপাক ইহুদিদের পবিত্র আল-আকসায় প্রার্থনার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মেতে উঠবে? আল আকসায় ইহুদিদের প্রার্থনার অধিকারে বাঁধা প্রদান করা মুসলিমদের উগ্রবাদী আর সন্ত্রাসী বলবে? - এই প্রশ্নগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে ফিলিস্তিন সহ বিশ্ব মুসলিমদের মনে।

আল আকসার বর্তমান নিয়ন্ত্রণ জর্ডানি-ফিলিস্তিনি ওয়াকফ বোর্ডের কাছে আছে। তবে ফিলিস্তিন উদ্ধারে স্পষ্ট কোন নববী পদক্ষেপ দৃশ্যমান না হওয়ায় আল-আকসা যে ধীরে ধীরে ইহুদিদের দখলে চলে যেতে শুরু করেছে, এই সত্য মুসলিম বিশ্বের কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইসরায়েলের কারাগারে সন্তান প্রসবের সময়েও বন্দি এক ফিলিস্তিনি নারী

ফিলিস্তিনি এই নারীর নাম আনহার আল-দিক। ২৫ বছর বয়সী একজন গর্ভবতী নারী তিনি। চলতি মাসেই তার সন্তান প্রসব করার কথা রয়েছে। কিন্তু তিনি এখন বন্দী অভিশপ্ত ইসরায়েলের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে। গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ইহুদি সেনারা। দ্যা প্যালেস্টাইন কমিশন অফ ডিটেইনস অ্যান্ড প্রি-ডিটেনিজ অ্যাফেয়ার্স এ তথ্য জানিয়েছেন।

সংস্থাটি জানায়, আনহারের যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

আনহার তাঁর আইনজীবীকে জানিয়েছেন যে, এখানে বন্দী সেলের ভিতরের অবস্থা খুবই খারাপ। এটি যে কোন মানুষের জন্য অনুপযুক্ত। এখানে আমার সন্তান প্রসবের কথা চিন্তাও করতে পারছিনা।

আনহার তার সন্তানকে জেলে আটকে রেখে বড় হওয়ার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

তিনি জানান, ইসরায়েলি কারাগার সন্তান জন্মদান এবং লালন -পালন করার জন্য প্রস্তুত নয়। জেলের অবস্থা খুবই খারাপ। আমি চিন্তা করতে পারছিনা কিভাবে একটি নবজাতক শিশুকে জন্মের পর আটকে রাখা হবে?

দখলদার কারাগারে ৪১ জন ফিলিস্তিনি নারী বন্দী রয়েছেন, তাদের মধ্যে ১২ জনের শিশু সন্তান রয়েছে। আন্তর্জাতিক কুফরি আইনে আছে, দখলকৃত এলাকার বন্দীদের এলাকার মধ্যেই রাখতে হবে। অথচ সন্ত্রাসী ইসরায়েল তাদের হাশারন এবং ড্যামন নামক কারাগারে বন্দী রেখেছে। এ দুটি কারাগার পশ্চিম তীরের বাহিরে।আন্তর্জাতিক কুফরি আইনের অধীনে ইসরাইলের কারাগারে এই নিয়ম অবৈধ। এছাড়াও অনেক বন্দি ফিলিস্তিনি নিজের পক্ষের আইনজীবী এবং পারিবারের সদস্যদের সাথেও সাক্ষাৎ করতে পারে না।

তাছাড়া, হাশারন এবং ড্যামন নামের দুটি কারাগারেই মেয়েদের জন্য মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। মহিলা বন্দিরা কারাগারে কঠোর আচরণের শিকার হন। যার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা অবহেলা, শিক্ষা প্রত্যাখ্যান, পারিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে না দেয়া,। ছোট বাচ্চাদের এবং মায়েদের জন্য নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠ, উপচে পড়া ভিড় এবং

তাদেরকে এমন প্রকোষ্ঠে রাখা হয় যা পোকামাকড় এবং ময়লা দিয়ে ভরা থাকে। তাছাড়া সেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাসের অভাব রয়েছে।

বন্দিদের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি খুব কমই ইসরায়েলি কারাকর্তৃপক্ষ দ্বারা সমাধান করা হয়, এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের আটকে রাখার ক্ষেত্রেও।

অধিকন্তু, অধিকাংশ ফিলিস্তিনি নারী বন্দীরা তাদের গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া চলাকালীন নানা ধরণের মানসিক নির্যাতন এবং অসদাচরণের শিকার হয়। যেমন মারধর, অপমান, হুমকি, ধর্ষণ এবং প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি।

গ্রেফতারের পর নারী বন্দীদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা জানানো হয় না এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের অধীকারের কথা চিন্তা করা হয় না।

নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের এই কৌশলগুলি শুধুমাত্র ফিলিস্তিনি নারী বন্দীদের ভয় দেখানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় না বরং ফিলিস্তিনি নারীদের অপমানিত করতে এবং তাদের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করার হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। সন্ত্রাসী ইসরায়েলের কারা কর্তৃপক্ষ এবং সামরিক বাহিনী নারী বন্দীদের গ্রেফতার এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের সময় মহিলা সৈনিক নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে মহিলা সৈন্যরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় ফিলিস্তিনি বন্দীদের প্রতি কোনোক্ষেত্রেই কম সহিংস নয়।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যাডামির পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ফিলিস্তিনি মহিলা বন্দীদের প্রায় ৩৮% বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলেও, কারাকর্তৃপক্ষ তাদের কোনোরকম চিকিৎসাসেবা প্রদান করে না।

নিম্নমানের খাবার এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে বন্দীদের ওজন হ্রাস পাওয়া , সাধারণ দুর্বলতা, রক্তাসল্পতা এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থের অভাব দেখা দেয়। তারা পুরুষ ও মহিলা কারারক্ষী উভয়ের কাছ থেকেই নিয়মিত কঠোর আচরণের মুখোমুখি হয়। বন্দীরা অসুস্থ বা গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও অভিশপ্ত ইহুদি সৈনিকরা তাদের সুস্থতা বা বিশেষ চাহিদার প্রতি নজর দেয় না।

গাজীপুরে করোনার টিকা নেয়ার পর গণহারে পোশাক শ্রমিক অসুস্থ

গাজীপুরে গার্মেন্টস কারখানায় টিকা নেয়ার পর গণহারে অসুস্থতার ঘটনা ঘটছে।

গাজীপুরের মৌচাক এলাকার সাদমা ফ্যাশন এবং টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকার শ্যাটার্ন টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা টিকা নেয়ার এ ঘটনা ঘটে। এ সময় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়

গাজীপুরের সিভিল সার্জন ডা. খায়রুজ্জামান জানায়, সকালে মৌচাক এলাকায় সাদমা গ্রুপের মৌচাক ফ্যাশন কারখানায় শ্রমিকদের করোনার টিকা দেয়া শুরু হয়। ঘণ্টাখানেক পর থেকে টিকা নেয়া শ্রমিকরা অসুস্থ হতে শুরু করে। পরে তা গণহারে রুপ নেয়। দ্রুত তাদের আশে-পাশের বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে নেয়া হয়।

এর আগে বুধবার (২৫ আগস্ট) গাজীপুরের টঙ্গীর শ্যাটার্ন টেক্সটাইল কারখানায়ও অসংখ্য শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, দালাল মিডিয়াগুলো এ খবরটিকে হালকা করে প্রচার করছে। বলা হচ্ছে মাত্র অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন।

গাজীপুরে কর্মরত সিভিল সার্জন ডা. খাইরুজ্জামান এক হাস্যকর তথ্য দিয়েছে, সে জানায় তারা সাইকোজেনিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। যার ফলে তারা ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: যেহেতু অনেক শ্রমিক একসাথে থাকে, তাই টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সহজে গণনা করা সম্ভব। যেমন- মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কারখানায় যখন টিকা দেয়া শুরু হলো, তখন একেক কারখানায় অল্প সময়ের ব্যবধানে ৪-৫ জন করে মারা যাওয়া শুরু করে।

অন্যদিকে, দীর্ঘ ২০ মাস ধরে কথিত করোনাকাল চলতেছে। শ্রমিকরা সুস্থ অবস্থায় কাজ করছে, কারখানাগুলোতে কোন সমস্যা হয় নাই। কিন্তু টিকা দেয়ার পর অসুস্থ হওয়াই বলে দেয় টিকা না দেয়াই ভালো ছিলো।

সোমালিয়া | রাজধানীর উত্তরে ৬ টি নতুন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন

আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর উত্তরে ১টি বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি ও ৬ টি নতুন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

বিবরণ অনুযায়ী, সোমালিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব মাদাক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে গত দুই মাস ধরে টানা লড়াই চালিয়ে গেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই দীর্ঘ লড়াইয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা শহরগুলো অবরোধ করেন এবং মুরতাদ সেনাদের সাহায্যের জন্য আসা সকল রসদ-পত্র জব্দ করেন। ফলে অস্ত্র আর খাদ্য সংকটে পড়ে শহরগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ সেনারা। অবশেষে গত ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার সোমালিয় মুরতাদ সেনারা বাধ্য হয়ে ব্যাপকহারে শহরগুলো ছেড়ে পিছু হটে।

সূত্র জানায়, এদিন সকাল থেকেই ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আশ-শাবাব মুজাহিদরা তাদের অবরোধে থাকা শহরগুলোর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। আর এই সংবাদ মহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে মুরতাদ বাহিনীর

সামরিক তাবুগুলোতে, ফলে মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে বাদুয়েন এবং ওয়াসিল শহরের মধ্যবর্তী সমস্ত এলাকা ও ৬টি শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

ফলশ্রুতিতে হারাকাতুশ শাবাবের শত শত মুজাহিদ এদিন দুপুরের পর থেকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই শহরগুলোতে প্রবেশ করতে থাকেন এবং একে একে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সরকারি মিলিশিয়াদের ২১ তম ব্যাটেলিয়নের সদর দফতরে কালিমার পতাকা উত্তলন করেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক বিজিত শহরগুলো হল-

১- ক্বাইয়াদ

২- জাদাই

৩- হুশ

৪- স্পিনো জোরায়

৫- দাকহী

৬- লাস জামে।

এবং ২১তম আর্মি ডিভিশনের সদর দফতর ও ঘাঁটি ছাড়াও আরও বেশ কিছু এলাকা।

উল্লেখ্য যে, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের আমারা শহরে সোমালি মুরতাদ সেনাদের ঘাঁটিতে ব্যাপক হামলার পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা আমারা এবং বাডউইন শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন। আর এই ঘটনার দুই দিন পর ২৬ আগস্ট হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ এই বিস্তির্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিলেন।

২৬শে আগস্ট, ২০২১

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মিলিশিয়া নিহত, প্রচুর সংখ্যক গনিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যাতে এবার আরও ৩ মিলিশিয়া সদস্য মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ আগস্ট মালির সাগু অঞ্চলের ডলংগুবাগু এলাকায় একটি সফল চিরুনি অভিযান চালিয়েছেন JNIM এর আঞ্চলিক শাখা "কাতিব আল-মাসিনা" গ্রুপের জানবায মুজাহিদগণ। জানা যায় যে, মুজাহিদগণ উক্ত এলাকাটিতে "ডোজো" মিলিশিয়াদের অবস্থানের সংবাদ পেয়েই উক্ত এলাকায় চিরুনি অভিযানটি চালান। যাতে ৩ মিলিশিয়া সদস্য নিহত এবং কতক সদস্য আহত হয়ে পালিয়ে যায়।

অভিযান শেষে ডোজো মিলিশিয়াদের অবস্থানস্থল থেকে ১টি পণ্যবাহী গাড়ি, ১টি ক্রাফট কামান, ৫ টি মোটরসাইকেল। ২ টি ট্রাইসাইকেল এবং বিভিন্ন অস্ত্রসহ প্রচুর খাদ্যসামগ্রী গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/L9zbpZc
https://ibb.co/60R3FDt
https://ibb.co/Hp65jVp
https://ibb.co/ZSq5ZXD

পাকিস্তান | টিটিপির সফল বোমা বিস্ফোরণে ৪ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, ফলে দুই সেনা নিহত এবং আরও ২ এরও বেশি সেনা আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলার শাকাই সীমান্তে আনজার রোডে একটি বোমা হামলা চালানো হয়েছি। জানা যায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে রিমোট-কন্ট্রোল বোমা দিয়ে উক্ত আক্রমণটি করা হয়েছে।

আজ ২৬ আগস্ট দুপুর বেলায় পুলিশ স্টেশনের সামনে হামলাটি চালানো হয়, যাতে দুই মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং আরও দুই এরও বেশি সেনা আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় এই হামলার সংবাদ নিশ্চিত করেছেন।

আসামের মন্দিরে শিশুর মাথাকাটা মরদেহ; ভারতে চর্চা হয় নরবলির

একুশ শতকেও বর্বরতার চিত্র দেখা গেল ভারতের আসামে। নরবলির অভিযোগকে ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। আসামের চরাইদেউ জেলার টিঙালিবামে কালীমন্দিরের পাশের একটি নালা থেকে গত সোমবার (২৩ আগস্ট) এক শিশুর মাথাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় মানুষের সন্দেহ, শিশুটিকে বলি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আগস্ট মাসেই আসাম রাজ্যের চরাইদেউ জেলায় দুটি শিশু বলির ঘটনা ঘটেছে। শিশু বলির পাশাপাশি ডাইনি সন্দেহে হত্যার ঘটনা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ বাড়ছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নরবলি বা শিশুবলির মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা এখনও চলেছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, জলপড়া বা তান্ত্রিকদের দাপট চলছে দিব্যি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই কুসংস্কারের বলি হচ্ছে অনেক জীবন। সহজ নিশানা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাবালক-নাবালিকারা।

সাম্প্রতিক ঘটা এই ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে ওই শিশুকে বলি দেওয়া হয়েছে বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। কেননা মরদেহের পাশ থেকে তন্ত্র সাধনার উপকরণ পাওয়া গেছে।

এর আগে একই জেলাতে গত ১০ আগস্ট সাফ্রাই চা বাগানের সিংলু নদীর চর থেকে লাল শাড়ি পরা, ছাইমাখানো মাথাকাটা শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সেই শিশুর মরদেহের পাশ থেকেও তন্ত্র সাধনা উপকরণ পাওয়া যায়।

এর আগে ২০১৯ সালের ১৯ জুন গৌহাটির বিখ্যাত কামাক্ষা মন্দিরের কাছ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী এক নারীর মাথাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পাশে পূজার সামগ্রী ও মাটির প্রদীপ দেখে তখনো নরবলির অভিযোগ ওঠে।

এই রাজ্যেরই উদালগুড়ি জেলার গণকপাড়ায় ২০১৯ সালের ২৫ জুলাই নিজের তিন বছরের শিশুকে বলি দিতে গিয়ে ধরা পড়েন স্থানীয় শিক্ষক যাদব সহরিয়া ও তান্ত্রিক রমেশ সহরিয়া। শিশুটিকে হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে উলঙ্গ নৃত্যে মেতে উঠেছিল তারা।

সেই সময় স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরে পুলিশ এসে গুলি চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে। আসামে এ ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বরতা বন্ধ হয়নি। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকার এ ধরনের বর্বরতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে কড়া আইন তৈরি করেছিল। তবে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি সচেতনতাও।

ভারতে কুসংস্কার এশিয়ার যেকোনো দেশের তুলনায় আছে প্রবলভাবে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পর্যন্ত ডাইনি সন্দেহে ১০৭ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কুসংস্কার রোধে সঠিক সরকারি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অভাবকেই দায়ী করছে কংগ্রেস।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি সরকারে থাকায় মানুষের মধ্যে কুসংস্কার আরও বাড়ছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধ বন্ধে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সবের বড় কারণ অশিক্ষা আর দারিদ্র। অন্ধবিশ্বাসে চালিত হয়ে এরা ভাগ্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেয়। আর সেই সুযোগটাই নেয় তান্ত্রিকরা। নানা রকমের ঝাড়ফুঁক, কবজ-তাবিজ, পশুবলি,

এমনকি নরবলি কিংবা শিশুবলি দিয়ে ভাগ্য ফেরাবার অথবা গুপ্তধন পাবার পরামর্শ দিয়ে থাকে তারা। এটা এখনও চলছে। পুলিশ প্রশাসন এটা বন্ধ করতে তেমন গা করছে না।

এই নরবলি প্রথা শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই ছিল; তবে অতীতে। প্রাচীন গ্রিসে দেবতা জিউসের সামনে শিশুবলি দেবার প্রমাণ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। খরস্রোতা নদীর ওপর বাঁধ ও সেতু নির্মাণের আগে কিংবা ঘরবাড়ি তৈরির আগে অশুভশক্তিকে তুষ্ট করতে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল জাপানে।

মিশরে ফারাওদের কবরের সঙ্গে বেশ কিছু ক্রীতদাসকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হতো। দক্ষিণ এশিয়াতেও বড় বড় রাজা-মহারাজা বা জমিদারেরা বিশেষ কামনা পূরণের জন্য নরবলি দিত। নরমুণ্ড মালিনী, জিবে রক্তধারা, হাতে খাঁড়া নিয়ে দেবি কালীর বা দেবি চামুন্ডার বিগ্রহে অথবা বেদীতে নরবলি ছিল মর্যাদার প্রতীক। কালক্রমে এ প্রথাই মোষবলিতে বা পাঁঠা বলিতে নেমে আসে। হিন্দু পুরাণেও অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো নরমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই একবিংশ শতকে এসে এই বর্বরতার চর্চা মেনে নেয়া যায় না।

ইমারাতে ইসলামিয়া'র বিজয়ে আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখার মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা বার্তা

পশ্চিমা সমরকৌশলবিদ, বিশ্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর পৃথিবীর ওয়্যার এনালিস্টদের বিস্মিত করে দিয়েই দীর্ঘ ২০ বছর পর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল জয়ের মধ্য দিয়ে পুনরায় দেশটির শাসনভারের দায়িত্বগ্রহণ করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

গত ৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৫ আগস্টের মধ্যে তালিবান মুজাহিদগণ এত দ্রুততার সাথে আফগানিস্তানের বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, যা ক্রুসেডার আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বের সমরকৌশলবিদদের অবাক করে দিয়েছে।

কেননা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদগণ এমন এক বাহিনীর সাথে এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, যাদেরকে দীর্ঘ দুই দশক ধরে সবধরনের সহায়তা আর বিশ্বের সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোট। যারা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে একযোগে ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের কয়েক লক্ষাধিক সেনা ছাড়াও এই যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ৩ লাখেরও বেশি মার্কিনপন্থী আফগান মুরতাদ বাহিনী।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্ তা'আলা ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদদের হাতে কুফফারদের বিশাল এই বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। যার ফলে কুফরের ঘন-কালো আধার রাত পেরিয়ে ঝলমলে নতুন প্রভাত হয়ে উদিত হতে শুরু করেছে খিলাফার আলোকময় এক সূর্য। ইনশাআল্লাহ্, যার আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম আর উত্তর থেকে দক্ষিণে। যেই খিলাফাহ'র সুশীতল ছায়াতলে মানুষ ফিরে পাবে প্রকৃত সুঃখ-শান্তি, সে ছুটে চলবে আপন রবের নৈকট্য লাভের সন্ধানে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক এই মহান বিজয় মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে আশার প্রদীপ দেখিয়েছে, শতাব্দীকাল পরে মু'মিনদের মুখে ফুটেছে বিজয়ের হাসি, যা খোরাসান থেকে শুরু করে আরব অনারবের প্রতিটি মুসলিমকেই আনন্দিত করেছে। যার আনন্দে মু'মিন বান্দাদের শির মহান রবের দরবারে সিজদাবনত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা জালিম ও দখলদার বাহিনী এবং তাদের অনুসারীদের অন্তর ভয়-ভীতি ও পরাজয়ের গ্লানি দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিজয়ের আনন্দঘন মুহূর্তে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছে তানযিমুল কায়েদার একাধিক শাখা।

এরই ধারাবাহিতায় জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ ইমারাতে ইসলামিয়া'র বিজয়ে তাদের প্রকাশিত নতুন বার্তায় লিখেন- আমরা এই বরকতময় বিজয়ে আমীরুল মু'মিনীন শাইখুল কুরআন ওয়াল হাদীস শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদা মাদ্দাজিল্লুহু, তাঁর রাজনৈতিক নায়েব মুহতারাম মোল্লা আব্দুল গনী বেরাদার মাদ্দাজিল্লুহু, এবং অন্য দুই নায়েব মুহতারাম খলিফা সিরাজুদ্দীন হক্কানী মাদ্দাজিল্লুহু, মুহতারাম মৌলভি মুহাম্মাদ ইয়াকুব মাদ্দাজিল্লুহু, এবং ইমারতে ইসলামিয়া'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং মুজাহিদীনকে আমাদের জামাআতের ও উপমহাদেশের ঈমানদারদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বার্তায় যোগ করা হয় যে, ইমারতে ইসলামিয়া'র বিজয় সমস্ত মুসলিমদের জন্য এই বার্তা দেয় যে, জবরদখল ও আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য জিহাদ ব্যতিত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। দুনিয়ার আগ্রাসী শক্তির বাছাই করা গণতন্ত্র দ্বারা তাদের মোকবেলা করা যায় না।

এ বিজয়ে মুসলিমদের জন্য পয়গাম হলো- বিশ্ব আগ্রাসী শক্তির মোকাবেলায় নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দেয়ার মাঝে কোন ধরনের কৃপণতা না করা এবং আত্মত্যাগের মহিমায় অটল-অবিচল থাকা।

এই বিজয়ে সকল মুসলিমদের জন্য এই নসীহত রয়েছে যে, পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতীয় মূল্যবোধ রক্ষার তাগিদে কোন মুসলিমের জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছপা হওয়া সাজে না।

এমনিভাবে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব ও জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এক যৌথ বিবৃতিতে ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছে।

হামদ্ ও সালাতের পর বার্তাটিতে বলা হয়, পুরো দুই দশক জিহাদ পরে, আফগান মুসলিম জনগণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ক্রুসেডার মার্কিন নেতৃত্বাধীর আন্তর্জাতিক কুফফার জোটের উপর ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করেছেন।

এরপর বার্তায় আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর রহিমাহুমুল্লাহ'র ঐতিহাসিক বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়, যেখানে, তিনি বলেছিলেন: "বুশ আমাদেরকে পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর আল্লাহ্ আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সুতরাং আমরা দেখব দুটি প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনটি সত্য।"

এমনিভাবে আল-কায়েদা জাজিরাতুল আরবও আল-মালাহিম মিডিয়ার মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন।

ভারতে বিচার না পেয়ে এমপি দ্বারা ধর্ষিত তরুনীর আদালতে আত্মহত্যা

বিচারহীনতার কারণে অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে আইনের উপর থেকে। এতে করে অপরাধ এবং দুর্ঘটনা দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনই এক দুর্ঘটনা ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশে।

এমপির বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করা ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের এক তরুণী দেশটির সুপ্রিমকোর্টের বাইরে ফেসবুক লাইভে এসে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে। এ সময় তার এক বন্ধুও তার সআত্মহত্যা করেন। খবর এনডিটিভির।

এমপির বিরুদ্ধে মামলা করায় তাদের বিরুদ্ধে এমপির ভাই মিথ্যা মামলা করার প্রতিবাদে গত ১৬ আগস্ট দিল্লিতে সুপ্রিমকোর্টের সামনে তারা ফেসবুক লাইভে এসে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ সময় পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। এমপির বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করা ২৪ বছরের ওই নারীর শরীরের ৮৫ শতাংশ এবং তার ২৭ বছর বয়সি ছেলে বন্ধুর শরীরের ৬৫ শতাংশ পুড়ে যায়। হাসপাতালে এক সপ্তাহ পর গত শনিবার চিকিৎসাধীন মারা যান ওই তরুণীর বন্ধু। তার পর দিন রোববার ওই তরুণীও মারা যান।

এ ঘটনার পর ২০২০ সালের নভেম্বরে ওই এমপির ভাই ধর্ষণের শিকার ওই তরুণীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় প্রতারণার মামলা করে। এ বছরের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ওই তরুণীর বিরুদ্ধে আদালত জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এ ঘটনার প্রতিবাদেই তার ছেলে বন্ধুকে নিয়ে ফেসবুক লাইভে এসে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' ২০১৯ রিপোর্ট বলছে দেশে মেয়েদের প্রতি সংঘটিত অপরাধে উত্তরপ্রদেশ রয়েছে শীর্ষে। গড়ে দিনে ৮৭ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কন্যা শিশুর প্রতি অপরাধেও শীর্ষে রয়েছে রাজ্যটি। আরও জানতে এখানে ক্লিক করুন।

অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে সংঘটিত গণধর্ষণ ও নৃশংস অত্যাচারে ১৯ বছরের এক দলিত তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগে প্রায় নির্ভয়া হত্যার প্রতিবাদের মতোই উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ । উন্নাও সহ হাথরাসের আগে ও পরে আরও বেশ কিছু ধর্ষিতার ওপর নৃশংস অত্যাচার ও হত্যার ঘটনা যেভাবে ঘটেই চলেছে, তাতে ধর্ষণকারীরা যে ক্রমশই রাজ্যে অকুতোভয় হয়ে উঠছে তাতে আর সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে শুধু সেপ্টেম্বরেই উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের ৯টি ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ৮ বছরের শিশুকন্যা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাও আছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারত যে ক্রমশ ধর্ষণের মৃগয়া ক্ষেত্র হয়ে উঠছে, তাতে বোধহয় আর সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। এবং মনে হচ্ছে পতিতা ট্যুরইজম বা যৌন পর্যটনের মতো যদি লুকিয়ে চুরিয়ে এবার রেপ ট্যুরইজম বা ধর্ষণ পর্যটনও চালু হয়ে যায়, তাহলে ভারত বোধহয় হয়ে উঠবে পৃথিবীর অন্যতম গন্তব্য

ফটো রিপোর্ট | শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক "আমারা" শহর বিজয়ের অন্তর প্রশান্তকারী ছবিসমূহ

গত মঙ্গলবার সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের আমারা শহরে মুরতাদ মিলিশিয়াদের সামরিক ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ এক হামলা চালিয়ে আমারা শহর ও ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ৩৫ এরও বেশি মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সেনা আহত হয়েছে। নিহত সেনাদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এই বিজয়ের পর মুরতাদ বাহিনীর কারাগার থেকে মুজাহিদগণ বেশ কিছু মুসলিমকেও মুক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

হারাকাতুশ শাবাবের একজন আল্লাহ ভীরু জানবায মুজাহিদের দ্বারা পরিচালিত একটি শহিদী অভিযানের মাধ্যমে এই বরকতময় হামলাটি শুরু হয়েছিল। এরপর মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা হামলা চালালে মুজাহিদ ও মুরতাদ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে বিজয় লাভ করেন।

অভিযান শেষে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সামরিক ট্রাক, গাড়ি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ছাড়াও ১৮ টি যানবাহন গনিমত পেয়েছেন। গনিমত প্রাপ্ত এসব যানবাহনের মধ্যে ৫ টি সামরিক যান, যা অস্ত্র বোঝাই ছিল।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সরকারি মিলিশিয়াদের ঘাঁটিতে আক্রমণের সচিত্র একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়াকে দখলদার মুক্ত করতে এবং এখানে ইসলামী শরীয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী মিলিশিয়া এবং তাদের সমর্থনকারী বিদেশী বাহিনীকে লক্ষ্য করে অপারেশন জারি রেখেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/08/26/51965/

হিন্দুত্ববাদের ধারাবাহিক আক্রোশ ; শহীদ করে দেওয়া হল হরিয়ানার ঐতিহ্যবাহী বিলাল মসজিদ

হরিয়ানা রাজ্যের ফরিদাবাদ শহরের ঐতিহ্যবাহী বিলাল মাসজিদটি গত ২৩ তারিখ অবৈধ আখ্যা দিয়ে ভেঙে ফেলে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার। একের পর এক মসজিদ ও বিভিন্ন মুসলিম স্থাপনা ভেঙে মুসলিমদের প্রতি তাদের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। বাবরি মসজিদের পর এবার শহীদ মসজিদের তালিকায় যুক্ত হল বিলাল মসজিদের নাম। খবর - দ্যা ডন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বড় ক্রেন দিয়ে একের পর এক আঘাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মসজিদটি। মসজিদটি ভেঙে ফেলার সময় সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকতে দেখা গেছে। সমগ্র ভারত জুড়ে যেন মসজিদ ভাঙার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদীরা।

ভেঙে ফেলার সময় মসজিদটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হলেও এতদিন তা বহাল তবিয়তেই ছিল। তবে গত ২৩ তারিখ সকালে হঠাৎ করেই প্রশাসনের লোকেরা ক্রেন নিয়ে এসে মসজিদটি ভাঙতে শুরু করে। মুসলিমদের মানবাধিকার তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার বিষয়টি আমলেই নেয় না হিন্দুত্ববাদীরা!

মসজিদ ভাঙা নিয়ে নানান সময় তীব্র সমালোচনার মুখে পরলেও বিজেপি সরকার যেন সেদিকে কর্ণপাতই করে না। দিন দিন তারা যে তাদের হিন্দুত্ববাদী অখন্ড ভারত নির্মাণের স্বপ্নের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে ভারতের নির্যাতিত মুসলিমদের মনে আর কোন সংশয় বাকি নেই।

তথ্যসূত্র:

bilal masjid crush:

https://www.youtube.com/watch?v=Gio0__4Uz5o
https://www.youtube.com/watch?v=gzGfLJyXTIo
https://twitter.com/cjwerleman/status/1429721573397729291
https://www.dawn.com/news/1642392

২৫শে আগস্ট, ২০২১

আফগান ফেরত তমাল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের

আফগানিস্তান থেকে ভারতে ফিরে আসা তমাল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের গ্রিভ্যান্স সেলে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আমলে নেয়া হয়েছে। তালেবানের পক্ষে ও দেশটিতে বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান রয়েছে, এমন কথা বলার কারণেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক গণমাধ্যম রিপাবলিক বাংলার খবরে তমাল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজধানী কলকাতার এক ব্যক্তি তালেবানের সমর্থনে কথা বলা এবং অখন্ড ভারতের প্রতি উদ্বেগের কারণে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

তবে রিপাবলিক বাংলার খবরে বলা হয়, অভিযোগ কেবল তমাল ভট্টাচার্য নন, বরং পুরো ভারতে যারাই তালেবান কিংবা আফগানিস্তানের চলমান ঘটনার প্রতি সহনশীলতা বা সমর্থন প্রদর্শন করছেন, তাদের সবার বিরুদ্ধেই ধীরে ধীরে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আসাম থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তালেবানের পক্ষে কথা বলেছেন।

রিপাবলিক বাংলার সিনিয়র সাংবাদিক ময়ূখরঞ্জন ঘোষ বলেছে, ‘তমাল ভট্টাচার্যসহ যারাই তালেবানদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন, তারা অখন্ড ভারতের প্রতি হুমকিস্বরূপ।’

ময়ূখরঞ্জন ঘোষের দাবি, ‘এ ধরণের প্রতিকূল অবস্থা থেকে ফিরে আসার পর মানসিক স্থির অবস্থার জন্য তমাল ভট্টাচার্যকে সময় দেয়া দরকার ছিল।’

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তমাল ভট্টাচার্য। তালেবানরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের পর তিনি ভারত ফিরে আসেন। দেশে এসে তিনি জানান, তালেবানরা তার সঙ্গে খুবই মানবিক আচরণ করেছে। নারীদের প্রতিও তালেবানরা বেশ সহনশীল। তার এই বক্তব্য ভারতীয় গণমাধ্যমের এতদিনের প্রচারকৃত সব খবরেরই বিপরীত। যার ফলে পুরো ভারতের হিন্দুত্ববাদীরাই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে নিন্দার ঝড়।

সূত্র : ফেস দ্যা পিপল/ হিন্দুভয়েস ডটইন

লিয়াকত গুলি করে, প্রদীপ এসে পা দিয়ে চেপে ধরে সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করে : আদালতে সিহাবের সাক্ষ্যদান

"লিয়াকত আলী গুলি করেছিলেন সিনহা মোহাম্মাদ রাশেদ খানকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। এ সময় টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পা দিয়ে সিনহার গলায় চেপে ধরে মৃত্যু নিশ্চিত করেন।" - এভাবেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে মেজর সিনহার হত্যার লোমহর্ষণ বর্ণনা আদালতের সামনে তুলে ধরেন সিফাত।

ঘটনার সময় সিনহার সাথেই ছিলেন তার সহকর্মী সাহেদুল ইসলাম সিফাত, তিনি সিনহা হত্যা-মামলারও দুই নম্বর সাক্ষী।

মামলার বাদী ও প্রধান সাক্ষী মেজর সিনহার বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদৌস। তিনি আদালতকে বলেছেন, "লিয়াকত ফোনে বলেছে— 'টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়।' আরেক ফোনে তিনি বলেন, 'স্যার একটাকে ডাউন করেছি, আরেকটারে ধরে ফেলেছি।' সিনহা পানি ও শ্বাস নিতে চাইলে লিয়াকত গালাগাল করে কোমরে লাথি মেরে ফেলে দেন এবং মাথা চেপে ধরেন। এর পর পুলিশ এলে লিয়াকত নির্দেশ দেন আশপাশের মানুষকে ভয় দেখাতে, যাতে কেউ সিনহাকে সাহায্য করতে না পারে, ছবি বা ভিডিও করতে না পারে।"
সাক্ষ্যে তিনি আরও বলেন, "কিছুক্ষণ পর প্রদীপ আসে, কাকে যেন ফোন করে, লিয়াকতের সঙ্গে কথা বলেন, সিনহার দিকে এগিয়ে যান, তার বাম পাঁজরে সজোরে লাথি মারেন। এরপর তিনি জুতা দিয়ে বাম গলায় চাপ দেন, তখন সিনহা নাড়াচাড়া করে ও কাঁপতে থাকে। একপর্যায়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে প্রদীপ গলা থেকে পা সরিয়ে নেন। এসময় রুবেল সাগরকে বলেন, গাড়ি থেকে ইয়াবা, গাঁজা নিয়ে আসতে হবে। রাত ১২টার দিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার সিনহাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে আসামিরা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে দুটি মিথ্যা মামলা করে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। প্রদীপের প্ররোচনায় ও ফোনে নির্দেশিত হয়ে লিয়াকত সিনহাকে গুলি করেন।"

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রদীপের বিরুদ্ধে কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা ও সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন মামলায় নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার, গুম ও চাঁদা দাবি সহ চাঁদা না পেয়ে প্রায় দুই শতাধিক নিরীহ মুসলিমকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। মূলত টেকনাফ এলাকার মাদকবাণিজ্য প্রদীপ একাই নিয়ন্ত্রণ করতো বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেত্রী নাজনিন সারোয়ার কাবেরি। বহু নিরীহ মুসলিমকে নির্যাতন, হত্যা এমনকি নির্যাতিতের পরিবারের মহিলাদেরকে তার সাথে অনৈতিক কাজে বাধ্য ও তাদেরকে ধর্ষণ করেছে প্রদীপ। আর প্রদীপের মাদকবাণিজ্য ও নানান কুকীর্তির তথ্যপ্রমাণ মেজর সিনহার কাছে চলে এসাতেই প্রদীপ তাকে হত্যা করেছে বলে জানান কাবেরি।

এছাড়াও এমন জঘন্য সন্ত্রাসী প্রদীপের হয়ে মামলা লড়ার জন্য হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশ গুপ্তকে ধিক্কার জানিয়েছেন এই আওয়ামীলীগ নেত্রী।

নানান টালবাহানা আর ঠুনকো অজুহাত তুলে রানা দাশ গুপ্ত মামলার কাজ বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে বলেও জানা যায় বাদীপক্ষের আইনজীবীর নিকট থেকে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে একটি অনলাইন টকশো-তে উপস্থিত হয়ে মামলার সাক্ষীদেরকে একটি মহল ভয়ভীতি দেখিয়ে সাক্ষ্যদানে বিরত রাখার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছিলেন মামলার বাদী শারমিন। আদালতের বাইরে শারমিন তাই কাতর কণ্ঠে আকুতি জানান, "সিনহা হত্যার বিচারের রায়ের দিকে সারা বাংলার মানুষ তাকিয়ে আছে। আমি ওসি প্রদীপ-লিয়াকতসহ জড়িতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"

পশ্চিম তীরে আরেক কিশোরকে অভিশপ্ত ইহুদি সৈন্যের গুলি, গাজায়ও চলছে বিমান হামলা

দখলকৃত ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অকারণে অভিযান, বাড়িঘর তল্লাশির নামে লুটপাট এবং মুসলিম শিশু-কিশোরদের গুলি করে হত্যাকে যেন নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা। দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী গতকাল পশ্চিম তীরের বালাতা শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালায় এবং ১৫ বছর বয়সী ইমাদ খালেদ সালেহ হাশাশকে গুলি করে হত্যা করে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতেও জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়। খবর - আলজাজিরা।

অপরদিকে গাজা উপত্যকায়ও বোমা হামলা চালিয়েছে যায়নবাদী ইহুদি সন্ত্রাসীরা। যদিও হামাসের অস্ত্র কারখানায় হামলার দাবি করেছে ইসরাইল, তবে এধরনের হামলায় নারী ও শিশুসহ নিরীহ মুসলিমরাই হতাহতের শিকার হয় বেশি।

এদিকে ইসরাইলের এইসব সন্ত্রাসী হামলা ও আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে বেশ কিছুদিন ধরেই নতুন প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে যায়নবাদীদের দালাল মিডিয়াগুলো। ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, ইসরাইলি হামলাকে ফিলিস্তিনিদের টায়ার জালানো ও আগুন-বেলুন পাঠানোর বিরুদ্ধে নাপাক ইহুদিদের প্রতিশোধ হিসেবে উপস্থাপন করে এটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে কপট রয়টার্স,এপি ও এএফপিসহ অধিকাংশ মিডিয়া আউটলেট!

মূলত আফগানিস্তানে দখলদারদের পরাজয় ও তালিবানের ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রেক্ষাপটে নিজদের চূড়ান্ত পতনের হাতছানি টের পেয়েই যায়নিস্টরা তাদের স্বপ্নের গ্রেটার ইসরায়েল বাস্তবায়নের জোড় প্রচেষ্টা শুরু করেছে বলে মত দিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

মালি | মুজাহিদদের হামলার কমপক্ষে ২৬ মিলিশিয়া হতাহত, বন্দী আরও অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একটি মিলিশিয়া গ্রুপের উপর উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যাতে তীব্র লড়াইয়ের পর কমপক্ষে ২৬ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২৪ আগস্ট মঙ্গলবার, আল-কায়েদা (JNIM) মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদ নির্মূল অভিযানের ধারাবাহিতায় মালির মোপ্তি রাজ্যের নিউনো এলাকা ঘিরে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসময় মুজাহিদগণ "ডনসো" নামক একটি মিলিশিয়া গ্রুপের অবস্থান নিশ্চিত করে তীব্র অভিযান চালান।

ফলশ্রুতিতে মুজাহিদদের এই চিরুনি অভিযানে "ডনসো" মিলিশিয়া গ্রুপের ২৬ এরও বেশি সদস্য নিহত হয়েছে, মুজাহিদদের হামলায় আহত ও বন্দী হয়েছে আরও অনেক সন্ত্রাসী। এসময় মিলিশিয়াদের কাছ থেকে মুজাহিদগণ প্রচুরসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করেছেন।

এছাড়াও এখনো নিখোঁজ রয়েছে বেশ কিছু সন্ত্রাসী। যাদেরকে ধরতে উক্ত এলাকায় মুজাহিদদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এদিকে মোপ্তি রাজ্যের "সাইগু" এলাকাতেও মুজাহিদগণ একযোগে হামলা চালাচ্ছেন। যেখানে জিএনআইএম-এর আঞ্চলিক "কাতিব আল-মাসিনা" গ্রুপের মুজাহিদগণ অভিযান পরিচালনা করছেন। সূত্র জানায়, মুজাহিদগণ "সাইগু" এলাকা অবরোধ করে এই অভিযান চালাচ্ছেন। যেখানে "ডোজো" মিলিশিয়াদের একটি দলকে ঘিরে রেখেছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদগণ মিলিশিয়া গ্রুপটির সদস্যদের আত্মসমর্পণ ও মুজাহিদদের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

https://ibb.co/vjRTZbw
https://ibb.co/xgBbHL4

সৌদির আগ্রাসনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও নানা রোগের মুখে ইয়েমেনের প্রায় অর্ধকোটি মানুষ

আরবের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ ইয়েমেন। এর ওপর মধ্যপ্রাচ্যের মোড়ল সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট গত ছয় বছর ধরে দেশটির ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াইয়ে ইয়েমেনের কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৩৬ লাখ মানুষ। দেশটির অবকাঠামো খাত প্রায় ধ্বংসের মুখে।

‘প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের কবল এবং এর সঙ্গে থাকা রোগ থেকে এক কদম দূরে রয়েছে।’ এছাড়া আরও দশ লাখ মানুষ তাদের ঠিক পেছনে রয়েছে।

মার্টিন গ্রিফিথস বলেছে, 'দুর্ভিক্ষ কেবল খাদ্যের সমস্যা নয়। এটা আরও গভীর বিপর্যয়ের লক্ষণ। বহু ভাবেই ইয়েমেনের সব সমস্যা এক বিন্দুতে এসে মিলছে আর এটি মোকাবিলায় আরও সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্টিন গ্রিফিথস জানিয়েছেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বা ২ কোটি মানুষ নিত্য প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

ইয়েমেনের নাগরিকদের এই অনাহারের সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্ক রয়েছে দেশটির মারাত্মক মুদ্রা স্ফিতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের। ২০১৫ সালে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে ইয়েমেনের জিডিপি পড়ে গেছে ৪০ শতাংশ। আর ইয়েমেনি রিয়ালের দর মার্কিন ডলারের তুলনায় রেকর্ড পরিমাণ নেমে গেছে।

জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালেদ মোহাম্মদ খিয়ারি আরও সতর্ক করে জানিয়েছেন, ইয়েমেনে হুথি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তেল সংকট আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুদ্ধের ফলে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার ইয়েমেনের নারী ও শিশুরা। তীব্র অপুষ্টির শিকার ১২ লাখ নারী ও ২৩ লাখ শিশুর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রয়োজন। এর মধ্যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঝুঁকিতে আছে চার লাখ শিশু।

সেভ দ্য চিলড্রেনের হিসেবে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তীব্র অপুষ্টিতে মারা গেছে ৮৫ হাজার শিশু। জাতিসংঘের হিসেবে দেশটির এক কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষ থেকে মাত্র এক কদম দূরে রয়েছে।

প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের সুবিধা না পাওয়ায় ২০১৭ সালে ইয়েমেনে ভয়ংকর রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল কলেরা রোগ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশটিতে কলেরায় সাত হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ সৌদি আরব যুদ্ধ বন্ধ তো দূরের কথা এক প্যাকেট স্যালাইনও ইয়েমেনে পাঠায়নি। মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো দেশটিতে এখন বাড়তে শুরু করেছে করোনার সংক্রমণ। এ পর্যন্ত এক হাজার ২০০ এর বেশি ইয়েমেনি করোনায় মারা গেছেন।

জাতিসংঘের হিসাব, এই বছর দেশের এক কোটি ৬০ লাখ মানুষ না খেয়ে থাকবেন। পাঁচ বছরের কম বয়সী চার লাখ শিশু না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে।

কয়েক বছর ধরে চলা যুদ্ধে মহাবিপর্যয়ে পড়েছে সবচেয়ে দরিদ্র আরব দেশটির সাধারণ মানুষ। খাবার ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের।

কাঠগড়ায় মোবাইলে খুনি ওসি প্রদীপের কথা বলার ছবি ভাইরাল

সেনাবাহিনীর (অব.) মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানির সময় কাঠগড়ায় মোবাইল ফোনে কথা বলেছে টেকনাফ থানার বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ। গ্রেফতার ওই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলার ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

তবে তিনি কার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলেছেন তা জানা যায়নি।

সোমবার কক্সবাজার জেলার দায়রা জজ আদালতে মামলার প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ চলার সময় এ ঘটনা ঘটে। প্রদীপের কথা বলার একটা ছবি এর মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় রীতিমতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় চলছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আদালত কক্ষের কাটগড়ার ভেতরে হাঁটু গেড়ে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলছে ওসি প্রদীপ। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় দায়িত্বরত এক পুলিশ কনস্টেবল প্রদীপকে মোবাইল ফোনটি সরবরাহ করেছিল।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, মোবাইল ফোনে একের পর এক কল আনুমানিক ৩০-৪০ মিনিট কথা বলেছে ওসি প্রদীপ।

এদিকে সাক্ষ্যগ্রহণের দ্বিতীয় দিন কারাগার থেকে আদালতে পৌঁছলে সাংবাদিকদের ছবি তুলতে দেখে বিরক্তি নিয়ে বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, ‘আমাকে নতুন করে চেনানোর দরকার নেই।’

প্রত্যক্ষদর্শী ও কয়েকজন আইনজীবী জানান, সাক্ষ্যগ্রহণের প্রথম দিন বরখাস্ত ওসি প্রদীপ মলিন মুখে আদালতে এলেও পরের দিন
খুব আত্মবিশ্বাসী ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে দেখা গেছে। মোবাইলে কথা বলার পরেই প্রদীপ আত্মবিশ্বাসী হয়েছে কিনা এমন প্রশ্ন অনেকের।

আদালত চলাকালীন কাঠগড়ায় প্রদীপের মোবাইলে কথা বলার বিষয়ে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি ফরিদুল আলম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এটি সম্পূর্ণ আইন পরিপন্থী।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. হত্যা মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় সোমবার। বুধবার পর্যন্ত টানা তিন দিন এ হত্যা মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলবে। মামলায় মোট ৮৩ সাক্ষীর মধ্যে বাদীসহ ১ থেকে ১৫ নম্বর সাক্ষী সাক্ষ্য দেবেন।

মামলার বাদী নিহত সিনহার বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌসের সাক্ষ্য দিয়ে প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। মঙ্গলবার আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন সাহিদুল ইসলাম সিফাত।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর চেকপোস্টের গাড়ি তল্লাশি কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

এছাড়াও এই মালাউন অনেক নিরপরাধ মুসলিমকে মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে।

ফটো রিপোর্ট | কাবুলের নিরাপত্তায় ইসলামি ইমারতের ভিক্টোরি ফোর্সের ক্লিয়ারিং অপারেশন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহরের বেশিরভাগ অংশে নামানো হয়েছে ইসলামি ইমারতের স্পেশাল ব্যাটালিয়ন "ভিক্টোরি ফোর্স"এর মুজাহিদদের। যারা শহরের নিরাপত্তা জোরদার করতে সন্দেহভাজন অবস্থান ও এলাকাগুলোতে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন। রাজধানীতে ভিক্টোরি ফোর্সের এই ক্লিয়ারিং অপারেশন চলবে আগামী ২৪ ঘণ্টা যাবৎ।

ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল আল-হিজরাহ স্টুডিও ভিক্টোরি ফোর্সের ক্লিয়ারিং অপারেশনের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন: https://archive.org/details/kabul-victory-force-clearing-operation

https://alfirdaws.org/2021/08/25/51923/

জনগণের টাকায় কেনা ১৬ হাসপাতালে ২৮টি যন্ত্র বাক্সবন্দী

সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতিগুলো ক্রয়ের টাকা আসে সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকে। আর সেই করের টাকা থেকে হাসপাতালের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে যন্ত্রপাতি কিনে তা ফেলে রেখে রোগীদের ভোগান্তি এবং টাকা নষ্ট করার বিষয় ঘটছে হাসপাতালে। তাও একটি বা দুটি হাসপাতালে নয়। ১৬ টি হাসপাতালে ঘটেছে এই ঘটনা। এর ফলে যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না বড় একটি জনগোষ্ঠী।

দেশের ১৬টি সরকারি হাসপাতালে ২৮টি রোগনির্ণয় যন্ত্র বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি ও ভেন্টিলেটর যন্ত্র। পড়ে থেকে কোনো যন্ত্র নষ্টও হয়ে গেছে। কোনোটি নষ্ট হওয়ার উপক্রম।

বেশির ভাগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই জানিয়েছে, যন্ত্র অব্যবহৃত থাকার প্রধান কারণ সংশ্লিষ্ট লোকবলের অভাব। কোথাও কারিগরি সহায়তার অভাবে যন্ত্র বসানো যায়নি।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বাক্সবন্দী যন্ত্রগুলোর মধ্যে আছে ১৩টি এক্স-রে, ছয়টি ভেন্টিলেটর, চারটি আলট্রাসনোগ্রাম, একটি ইসিজি, একটি ল্যাপারোস্কপি, একটি কালচার ইনকিউবেটর, একটি হট এয়ার ওভেন ও একটি অটোক্লেভ মেশিন। ১৬ আগস্ট পর্যন্ত যন্ত্রগুলো এই অবস্থায় ছিল।

করোনার এই সময়ে এক্স-রে, ইসিজি, ভেন্টিলেটর এবং আইসিইউ সরঞ্জাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের ফুসফুসে সংক্রমণ শনাক্তের জন্য প্রাথমিকভাবে এক্স-রে করা জরুরি। আইসিইউ সহায়তা এবং ভেন্টিলেটর এ সময়ে জীবন রক্ষায় অপর নাম। যন্ত্রগুলো বাক্সবন্দী থাকায় স্বাভাবিকভাবে যথাযথ সেবা পাননি স্থানীয় লোকজন।

বগুড়ার ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে এক্স-রে, ইসিজি ও আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্র কারিগরি সহায়তার অভাবে স্থাপন করা যায়নি। ১৭ বছরেও যন্ত্রগুলো বাক্স থেকে বের করা হয়নি।

ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাসানুল হাছিব বলেন, এক্স-রে যন্ত্রটি প্রথম থেকেই নষ্ট ছিল। ইসিজি ও আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্র দুটি পড়ে থাকায় নষ্ট হয়ে থাকতে পারে। এ কারণে ডিজিটাল এক্স-রে যন্ত্রের জন্য কয়েক দফা প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

আরও ১২ এক্স-রে যন্ত্র

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর, রামগঞ্জ ও কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চারটি, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুটি, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সুনামগঞ্জের ধরমপাশা ও জগন্নাথপুর, ফরিদপুরের ভাঙ্গা, জামালপুরের সরিষাবাড়ী ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে এক্স-রে যন্ত্র বাক্সবন্দী অবস্থায় আছে।

বগুড়া, ফরিদপুর, নড়াইল জেলায় গত জুন থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু অনেক বেশি ছিল। পটুয়াখালী ও সুনামগঞ্জের হাসপাতালে একই সময়ে রোগীর চাপ ছিল বেশি। ফরিদপুরের সিভিল সার্জন মো. ছিদ্দীকুর রহমান বলেন, ফরিদপুরে করোনার সংক্রমণ ৫৫ ভাগে উঠেছিল। এখন ২৮ থেকে ৩৪-এর মধ্যে ওঠানামা করছে।

ফরিদপুর শহরের লক্ষ্মীপুর মহল্লার বাসিন্দা লাল মিয়া (৫৯) বলেন, 'করোনার কারণে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়েছেন এক্স-রে করানোর। কিন্তু ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে এক্স-রে করাতে পারিনি। পরে বেশি টাকা দিয়ে ক্লিনিকে গিয়ে এক্স-রে করাই।'

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসা রেজাউল করিম জানান, তিনি নারকেলগাছ থেকে পড়ে গেছেন। চিকিৎসক তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পায়ের ও হাতের এক্স-রে করাতে বলেন। হাসপাতালে এক্স-রে যন্ত্র চালু না থাকায় ৭০-৮০ টাকার এক্স-রে পৌর শহরের একটি ক্লিনিক থেকে ৪০০ টাকায় করিয়েছেন।

ধরমপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. এমরান হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, হাসপাতালে এক্স-রে টেকনোলজিস্ট, সনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় নতুন এক্স-রে ও আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্রটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এই হাসপাতালের যাবতীয় সমস্যার বিষয়ে সিভিল সার্জনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বগুড়ার ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া ঘরবন্দী এক্স-রেসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

ভেন্টিলেটর

চার মাসের বেশি সময় ধরে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চারটি ভেন্টিলেটর এখনো বাক্সে পড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে দুটি এসেছে চীনের জ্যাক মা ফাউন্ডেশন থেকে।

পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ আবদুল মতিন *প্রথম আলোকে* বলেন, এখানে যে ভেন্টিলেটর পাঠানো হয়েছে, তা চালু করা সম্ভব নয়। কারণ, এটা চালু করার মতো সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই।

ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে দুটি ভেন্টিলেটর বাক্সে পড়ে আছে। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) গণেশ কুমার আগরওয়ালা বলেন, 'দুটি ভেন্টিলেটর এসেছে প্রায় চার মাস আগে। এগুলো জ্যাক মা ফাউন্ডেশন থেকে আসা। এক মাস আগে বাক্স দুটি আমরা খুলে দেখি, ওগুলো পূর্ণাঙ্গ ভেন্টিলেটর নয়, ভেন্টিলেটরের অংশমাত্র। বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।'

অন্যান্য যন্ত্রপাতি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ, সুনামগঞ্জের ধরমপাশা ও জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে মোট তিনটি আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্র বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে গোয়ালন্দে আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্রটি সাত বছর ধরে বাক্সবন্দী।

গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আসিফ মাহমুদ বলেন, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো লোকজন এসে আলট্রাসনোগ্রাম যন্ত্রটি দেখে গেছেন। তাঁরা বলছেন, যন্ত্রটির সফটওয়্যারসহ অন্যান্য জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এটি এখন অচল।

নড়াইল সদর হাসপাতালের ল্যাপারোস্কপি যন্ত্রটি দুই বছর ধরে পড়ে আছে বাক্সের ভেতর।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 'আগার' নামের রাসায়নিকের সরবরাহ না থাকায় একটি কালচার ইনকিউবেটর এবং একটি হট এয়ার ওভেন ১৫ বছর ধরে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এখনো বাক্স খোলা হয়নি। এ রাসায়নিক ঢাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার থেকে সরবরাহ করা হয়।

কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন, রোগীদের মলমূত্র ও রক্ত সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপকরণের সংমিশ্রণে টানা ৭২ ঘণ্টা 'কালচার ইনকিউবেটর' যন্ত্রে রাখা হয়। ওই যন্ত্র ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করে। এরপর 'হট এয়ার ওভেনে' নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ 'আগার' নামক রাসায়নিক উপকরণ সরবরাহ করে না। ফলে কালচার ইনকিউবেটর কাজে লাগানো যাচ্ছে না। হট এয়ার ওভেনও ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। বিষয়টি অনেক আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

অভিযোগ আছে, ব্যবসায়ীরা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে যন্ত্র কিনে তা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়, হাসপাতালের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করা হয় না। আবার সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রয়োজনের কথা না ভেবেই কোনো কোনো হাসপাতাল যন্ত্র কিনে ফেলে। যন্ত্র চালানোর মতো প্রশিক্ষিত জনবল না থাকলেও অনেক সময়

যন্ত্র কেনা হয়, সেসব যন্ত্র বেকার পড়ে থাকে। এভাবে বছরের পর বছর চলছে। জবাবদিহির ঘাটতি ও সমন্বয়ের অভাবে এসব ঘটে চলেছে।

নওগাঁয় পৌর কর্তৃপক্ষের অবহেলায় কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে অনিশ্চয়তা

নওগাঁ পৌরসভা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) অধীনে নওগাঁ পৌরসভায় একটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি স্থানে গণশৌচাগার নির্মাণের জন্য গত বছরের ৩০ নভেম্বর দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র বাছাই শেষে চলতি বছরের ১২ এপ্রিল কাজটি পায় মেসার্স খান বিল্ডার্স-ইথেন এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ১৩ এপ্রিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পৌরসভা কার্যাদেশ পায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৭৫ লাখ ৯২ হাজার ২৪৭ টাকা। ওই প্রকল্পের আওতায় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছাড়াও নওগাঁ শহরের ডিগ্রি কলেজের মোড়, পৌর বাজারের কিচেন মার্কেট, মুক্তির মোড়, সুপারিপট্টি, তুলশীগঙ্গা ও দয়ালের মোড়ে ছয়টি গণশৌচাগার নির্মাণের কথা রয়েছে। ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলেন, পৌরসভা সাইট বুঝিয়ে না দেওয়ায় তাঁরা কাজ শুরু করতে পারছেন না। নওগাঁ শহরের ডিগ্রির মোড়-বাইপাস সড়কের পাশে পৌরসভার কোমাইগাড়ী মৌজায় স্যানেটারি ল্যান্ডফিলের স্থান নির্ধারণ করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। স্থানটিতে দীর্ঘদিন ধরে শহরের ময়লা-আবর্জনা ফেলে আসছে পৌরসভা। ওই স্থানে বর্তমানে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ওই স্থান থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়ার কথা পৌর কর্তৃপক্ষের। কিন্তু সেখান থেকে এখনো ময়লা-আবর্জনা সরানো হয়নি। এখনো প্রতিদিন ১০-১২ টন ময়লা ফেলা হচ্ছে। এ বিষয়ে একাধিকবার চিঠি চালাচালির পরেও পৌর কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে গত ২৭ জুলাই পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স খান বিল্ডার্স-ইথেন এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক ইকবাল শহরিয়ার বলেন, 'চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল কার্যাদেশ পাওয়ার ১৫ দিন অপেক্ষার পরেও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সাইট বুঝিয়ে দেয়নি। এ কারণে তাঁরা পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীকে গত ২৭ এপ্রিল চিঠি দেন। সাইট থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে কাজের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরে আরও তিনটি চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও পৌর কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সাইট বুঝিয়ে না দেওয়ায় আমরা কাজ শুরু করতে পারছি না। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও সাইট বুঝে না দেওয়ায় আমরা চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি আমাদেরকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কাজ শুরু করব।'

তুরস্কের স্বপ্নে আবারো পানি ঢাললেন তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

গত ২৪ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় প্রেস কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিযাহুল্লাহ)। বক্তব্য প্রদানকালে তিনি তুরস্কের সেনাদের কাবুল বিমানবন্দরে অবস্থান প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, "আফগানিস্তানে তুর্কি সেনাদের উপস্থিতির কোনোই প্রয়োজন নেই।"

"আমরা তুরস্কের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, কিন্তু আফগানিস্তানে তাদের সেনাদের থাকার কোনোই প্রয়োজন নেই। কাবুল এয়ারপোর্ট সুরক্ষিত রাখতে আমরা নিজেরাই যথেষ্ট।"

তুরস্ক বিগত কয়েক বছর যাবত ক্রুসেডার আমেরিকার হয়ে কাবুলের হামিদ-কারযাই বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ও আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছিল। এই বছরও সে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে আমেরিকার সাথে চুক্তি প্রায় সম্পাদন করেই ফেলেছিল সেক্যুলার দেশটি। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক খুব দ্রুততার সাথে পুরো আফগান বিজয় তাদের সেই আশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

এরপরও একের পর এক ফন্দি বের করে ইমারতে ইসলামিয়াকে রাজি করানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তুরস্ক। এ সম্পর্কে দিন পাঁচেক আগে এরদোয়ান এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলে, "আফগানিস্তানে তুরস্কের সামরিক উপস্থিতি কাবুলের নব্য সরকারকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্তিশালী করবে"।

তবে বরাবরের মতই ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ অনড় অবস্থানেই থাকেন। ইমারেত ইসলামিয়া এর নেতাবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে একই কথা বলছেন: আফগানে কোনো বৈদেশিক শক্তি থাকতে পারবে না - হোক সে শক্তি আমেরিকান কিংবা তুর্কি।

আফগানিস্তানে সেক্যুলার তুর্কি সেনাদের অবস্থানের বিষয়ে তালিবানদের পক্ষহতে বলা হয় যে, তুর্কি সেনারা বিগত ২০ বছর ধরে আমাদের ভূমিতে দখলদার শক্তির হয়ে কাজ করেছে, তাই তাদেরকেও চুক্তি অনুযায়ী দখলদার বাহিনীর সাথেই নির্ধারিত সময় আফগানিস্তান ছাড়তে হবে।

মালি | জাতিসংঘের সামরিক কাফেলায় আল-কায়েদার হামলা, ৪ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের ক্রুসেডার মিনোসুমা নামক কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর একটি কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৪ সেনা হতাহত এবং সাজোঁয়া যান ও যুদ্ধ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বিবরণ অনুসারে, গত ২০ আগস্ট শুক্রবার দুপুররের কিছুক্ষণ পর, মালির গাও রাজ্যের তারকিন্টো-তাবানকোর্ট এলাকায় একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের উক্ত হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সামরিক ও লজিস্টিক কাফেলা। যাতে ৪ সেনা নিহত এবং সাঁজোয়া যান ধ্বংসসহ বিভিন্ন যুদ্ধ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সূত্র জানায় যে, জাতিসংঘের এই সামরিক কাফেলাটি গাও রাজ্য থেকে টেসালিটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, পথিমধ্যেই সামরিক কাফেলাটি মুজাহিদদের একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) বিস্ফোরণের শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের কুফরি মিশনের অংশীদার মিশরীয় বাহিনীর অন্তত ৪ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে। বিস্ফোরণের সময় মুরতাদ সেনারা যে গাড়িতে ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যাক যুদ্ধ সামগ্রী এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এই এলাকায় আল-কায়েদা মুজাহিদগণ তাদের সর্বশেষ অভিযান চালিয়েছিলেন গত ২৫ শে জুন, যাতে ক্রুসেডার জার্মান সেনাসহ অন্তত ২৫ মিনোসুমার কথিত শান্তিরক্ষী হতাহত হয়েছিল। এই হামলার বিষয়ে আঞ্চলিক সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, মুজাহিদদের উক্ত বরকতময় হামলায় ৪০ এরও বেশি সেনা হতাহত হয়েছে।

সিরিয়া | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় এক নুসাইরী সেনা নিহত

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের উপর সফল স্নাইপার হামলার সংবাদ নিশ্চিত করেছে আনসার আত-তাওহিদ।

দলটির অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেল থেকে জানানো হয়েছে যে, আনসার আত-তাওহীদের স্নাইপার স্কোয়াডের মুজাহিদগণ গত ২৩ আগস্ট মালাজাহ গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া বাহিনীকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

এসময় মু্জাহিদগণ দখলদার নুসাইরী বাহিনীর এক সৈন্যকে স্নাইপার দ্বারা গুলি করে হত্যা করতে সক্ষম হন। আলহামদুলিল্লাহ্

পাকিস্তান | পদাতিক বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের হামলা, হতাহত ২

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক কাফেলায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ সেনা হতাহত হয়েছে। বিবরণ অনুযায়ী, গত সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারারোগা সীমান্তের দাদি

কিলা এলাকায় একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সূত্র জানায়, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক টহল দলকে টার্গেট করে উক্ত বোমা হামলাটি চালানো হয়।

বিস্ফোরণে পাকিস্তানী এক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে, যা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন।

২৪শে আগস্ট, ২০২১

আশ-শাবাবের একটি ইস্তেশহাদী হামলা; ২টি শহর বিজয়, ৩১ এরও বেশি সেনা নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে সক্রিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমে সোমালিয়ার কৌশলগত ২টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, আজ ২৪ আগস্ট মঙ্গলবার, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের আমারা শহরে অবস্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের একটি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। আমারা শহর ও সামরিক ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণ করতো ক্রুসেডার আমেরিকার প্রশিক্ষিত দানব ফোর্স এবং জালমাদুগে আঞ্চলিক সৈন্যরা। জানা যায় যে, প্রথমে মুরতাদ সেনাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে একজন মুজাহিদ ইস্তেশহাদী হামলা পরিচালনা করেন। এতে শহর ও সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ে। পরে পজিশন নিয়ে থাকা অন্যান্য মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহর ও ঘাঁটিতে মুরতাদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

প্রথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ হামলায় এখন পর্যন্ত মুরতাদ বাহিনীর অফিসার সহ ৩১ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য। নিহত সেনাদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এদিকে মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর ঘাঁটি ও শহর ছেড়ে পালিয়েছে মুরতাদ বাহিনী। ফলে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও কৌশলগত "আমারা" শহরের উপর মুজাহিদগণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এদিকে শহরের ভিতর লুকিয়ে থাকা সেনাদের ধরতে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

সূত্র আরও জানায়, শহরটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ ১৫টি অত্যাধুনিক গাড়িও গনিমত পেয়েছেন, যার মাধ্যে ৮টি সাঁজোয়া যানও রয়েছে, যেগুলো বিপুল সংখ্যক অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে বোঝাই করা ছিল।

অপরদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হাতে আমারা শহরের পতন সংবাদ খুব দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে শুক্র শিবিরগুলোতেও। ফলে পার্শবর্তী "বা'দাউইন" শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সোমালিয় মুরতাদ সেনারা মুজাহিদদের হামলার ভয়ে আগেই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদগণ বিনা যুদ্ধই কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ "বা'দাউইন" শহরের উপরেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি তালিবানের

আফগানিস্তান থেকে ক্রুসেডার মার্কিন ও ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহারের সময়সীমা আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তালিবান বলছে, তারা নির্ধারিত সময়ের পর আমেরিকান বা অন্যান্য কোন বিদেশি সেনাদের আফগানিস্তানে থাকতে দেবেন না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছে, আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি আগস্টের শেষ নাগাদ শেষ হবে এবং আশা করা হচ্ছে সেখানে মিশন বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে সামরিক মিশনের সময় বাড়াতে বলবে।

এদিকে, তালিবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের একজন প্রাক্তন মুখপাত্র সোহেল শাহীন বিবিসিকে বলেছেন, তালিবানরা মার্কিন সামরিক মিশন ৩১ই আগস্টের পরে আর বাড়াতে দিবেন না।

তিনি বলেন বাইডেন বলেছিল যে, ৩১ই আগস্টের মধ্যেই তারা আফগানিস্তান থেকে নিজেদের সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করবে। এখন যদি মার্কিন সৈন্যরা সেই তারিখে না যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে, মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তানের দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে। যার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

স্কাই নিউজের সাথে কথা বলার সময়, সোহেল শাহীন বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আফগানিস্তানে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো উচিত না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের উচ্ছেদ অভিযানের জন্যও অতিরিক্ত সময় চাওয়া উচিত হবে না। কারণ আমাদের পক্ষহতে এর উত্তর হবে 'না'। অন্যথায়, এটি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

এদিকে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস হেপি আফগানিস্তান বিষয়ে তার সর্বশেষ বিবৃতিতে বলেছে যে, যদি আমেরিকা এবং ব্রিটেন তালিবানের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, তবে কাবুল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি থেকে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী তাদের সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করেছে, বর্তমানে কেবল কাবুল বিমানবন্দরে কয়েক হাজার বিনদেশী সেনা অবস্থান করছে। অপরদিকে

তালিবানরাও বিমানবন্দরটিকে পুরোপুরি ঘিরে রেখেছেন। তারা যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যও প্রস্তুত।

দেশে তিন বছরে ধর্ষণ বেড়েছে ১২২ শতাংশ

পুলিশের সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার শিকার ইয়াসমিনকে (১৩) স্মরণ করে আজ ২৪ আগস্ট দিনটিকে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৫ সালের এই দিনে ঢাকা থেকে দিনাজপুরে বাড়ির উদ্দেশে যাওয়া মেয়েটি ভোররাতে বাস থেকে নামে দিনাজপুর দশমাইল রোডে। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তাকে টহল পিকআপে তুলে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে তিন পুলিশ সদস্য।

শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং ভুক্তভোগীরা মনে করেন, নারী নির্যাতন বন্ধের যে প্রত্যাশা ও লক্ষ্য নিয়ে ইয়াসমিনকে স্মরণ করা হয়, সেই লক্ষ্য অর্জন থেকে দেশ এখনো অনেক দূরে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহু মাত্রায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের তুলনায় অপরাধীর সাজার হওয়ার উদাহরণও কম।

তিন বছরে ধর্ষণ বেড়েছে ১২২ শতাংশ

বেসরকারী সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুসারে, গত তিন বছরে নারী নির্যাতনের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে ধর্ষণ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ধর্ষণ বেড়েছে ১২২ শতাংশ। ২০১৮ সালে ৭৩২, ২০১৯ সালে ১ হাজার ৪১৩ এবং ২০২০ সালে ১ হাজার ৬২৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে গত বছরের ১৩ অক্টোবর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধন আনে সরকার। এরপরও ধর্ষণ কমেনি। বেড়েছে অন্যান্য নির্যাতনও।

সংস্থার তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালে ৪ জন, ২০১৯ সালে ৩ জন, ২০২০ সালে ৪ জন এবং চলতি বছরের এখন পর্যন্ত ৪ জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানায় দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ওই সময় মামলাটির তদন্ত করেন সাটুরিয়া থানার তৎকালীন পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কালাম। তিনি এবং ওই থানার বর্তমান ওসি আশরাফুল আলম জানান, পুলিশের দুই সদস্যকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। মামলাটি চলছে। তাঁরা জামিনে মুক্ত।

এ বছরের মে মাসে ভারত থেকে দেশে ফেরা এক বাংলাদেশি নারী খুলনার একটি আইসোলেশন কেন্দ্রে কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় এক পুলিশ সদস্যের ধর্ষণের শিকার হন। মামলাটি সম্পর্কে খুলনা দক্ষিণ পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) সোনালী সেন *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই তরুণীর ডিএনএ টেস্টের

প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। এরপর অভিযোগপত্র দেওয়া হবে। ওই পুলিশ সদস্য খুলনা জেলা কারাগারে আছেন।

বিচারপ্রক্রিয়ায় দুর্বলতা

ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়ার প্রধান বাধা হচ্ছে, পুলিশ প্রমাণগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ করতে পারে না। এতে আসামি খালাস পেয়ে যান। এ ছাড়া সাক্ষীদের সুরক্ষা না থাকায় মামলার প্রধান সাক্ষীদেরও আনা যায় না অনেক সময়। মামলা করার পরও ১০ শতাংশের বেশি সাজা নিশ্চিত হয় না।

ঢাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল–৩ এর সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মাহমুদা আক্তারের মতে, দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষীকে আদালতে আনা বেশি চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। ওই সাক্ষীরা ভাসমান থাকেন, নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে আসামির জামিন হয়ে যায়।

ফটো রিপোর্ট | রাজধানী কাবুলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত তালিবানদের স্পেশাল ফোর্স

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক রাজধানী কাবুল বিজয়ের পর থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও সরকারি স্থাপনার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তালিবানদের স্পেশাল ফোর্স বদরী-৩১৩ ব্যাটালিয়নকে। এবার নতুন করে "হামিদ কারজাই" বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও এই ব্যাটালিয়নকে দেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ এখন পর্যন্ত দক্ষতার সাথে পুরো শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

রাজধানী কাবুলের বিভিন্ন এলাকায় তালিবানদের স্পেশাল ফোর্স "বদরী-৩১৩" ব্যাটালিয়নের অবস্থানের কিছু দৃশ্য-

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/photo-report-Kabul-Special-Force

https://alfirdaws.org/2021/08/24/51881/

---

৩২ হাসপাতালের ৬৫ যন্ত্র অচল; বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ

হাসপাতালে নষ্ট, অব্যবহৃত যন্ত্রের দীর্ঘ তালিকা। দেশের অন্তত ৩২টি হাসপাতালে ৬৫টি যন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে অচল ও অব্যবহৃত পড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে আছে এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, অ্যানেসথেসিয়া,

ল্যাপারোস্কপি, স্টেরিলাইজার, অটোক্লেভ, ডায়াথার্মিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ চিকিৎসাসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

কিছু যন্ত্র নষ্ট। আর কিছু যন্ত্র লোকবলের অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। হাসপাতালগুলোতে ৩৮টি এক্স-রে, ৯টি আলট্রাসনোগ্রাফি, ৬টি অটোক্লেভ, ৩টি ডায়াথার্মি, ২টি স্টেরিলাইজার, ৫টি অ্যানেসথেসিয়া, ১টি ল্যাপারোস্কপি ও ১টি এমআরআই যন্ত্র অচল অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। ৫টি অ্যাম্বুলেন্সও আছে অচল হয়ে। ব্যবহৃত হচ্ছে না পাঁচটি অস্ত্রোপচারকক্ষও। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এসব যন্ত্র সচল হয়নি।

এক্স-রে

ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে তিনটি করে মোট ছয়টি এক্স-রে যন্ত্র অচল পড়ে আছে। দুটি করে মোট ১৪টি এক্স-রে যন্ত্র অচল আছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতাল এবং ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও নগরকান্দা, সুনামগঞ্জের ধরমপাশা, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর ও পাবনার ফরিদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। এর মধ্যে ২১ বছর ধরে এক্স-রে যন্ত্র নষ্ট হয়ে আছে সুনামগঞ্জের ধরমপাশা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। ৯ বছর ধরে দুটি এক্স-রে যন্ত্র নষ্ট কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের পরিচালক মো. মহিউদ্দিন বলেন, যন্ত্রপাতি ঠিক করতে নিমিউ এবং লোকবলের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

একটি করে মোট ১৮টি এক্স-রে যন্ত্র অচল পড়ে আছে ফরিদপুর বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, জেলার চরভদ্রাসন, সদরপুর, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও মধুখালী; পাবনার ভাঙ্গুড়া ও আটঘরিয়া, চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও সাতকানিয়া; সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, ফেনীর সোনাগাজী, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর ও রামগতি, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, বড়লেখা ও রাজনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। এর মধ্যে ফেনীর সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্স-রে যন্ত্র অচল ১৫ বছর ধরে।

এক্স-রে যন্ত্র নষ্ট থাকার কারণে দুর্ভোগের কথা জানান লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চর আলেকজান্ডারের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এক্স-রের প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করা যায় না। রামগতি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে গিয়ে এক্স-রে করাতে হয়।

ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খাবাসপুর এলাকার মাফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সম্প্রতি আমার করোনা হয়। বুকেও সমস্যা ছিল। এ জন্য চিকিৎসক আমাকে বুকের এক্স-রে করাতে বলেন। কিন্তু ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে আমি এক্স-রে করাতে পারিনি।’

এ বিষয়ে ফরিদপুরের সিভিল সার্জন ছিদ্দীকুর রহমান বলেন, ফরিদপুরের এক্স-রে যন্ত্রগুলো সচল করতে নিমিউকে বলা হয়েছে। টেকনিশিয়ানের শূন্য পদগুলো পূরণ করতে একাধিকবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, অ্যানেসথেসিয়াসহ নানা যন্ত্র নষ্ট। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ চিকিৎসাসুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আলট্রাসনোগ্রাফি

নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালে দুটি এবং রাজবাড়ী সদর হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ সদর ও ধরমপাশা, পাবনার আটঘরিয়া ও ফরিদপুর, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও ফেনীর সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে সাতটিসহ মোট নয়টি আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র অচল পড়ে আছে। এর মধ্যে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ৯ বছর ধরে নষ্ট আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র। আর নড়াইল আধুনিক হাসপাতালে দুটি আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র দুই বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

এ ছাড়া রেডিওলজিস্ট না থাকায় নড়াইল আধুনিক হাসপাতালে এবং অপারেটর না থাকায় সুনামগঞ্জ সদর, সাতকানিয়া ও সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

সুনামগঞ্জের ধরমপাশা সদর ইউনিয়নের নতুন পাড়া গ্রামের মো. এনামুল হক বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলে বলা হয় এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র বন্ধ। এসব যন্ত্র চালু করলে কম খরচে এখানকার মানুষ পরীক্ষা করাতে পারত।

ধরমপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. এমরান হোসেন বলেন, এ সমস্যার বিষয়ে সিভিল সার্জনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন সেখ ফজলে রাব্বি জানান, চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আলট্রাসনোগ্রাফি, এক্স-রে ও অ্যানেসথেসিয়া যন্ত্র আছে। কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে লোকবলের অভাব আছে। তবে কয়েকটি উপজেলায় কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা মাঝেমধ্যে শূন্য পদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে গিয়ে যন্ত্রগুলো চালু রাখার পাশাপাশি রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, ‘যেসব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লোকবলসংকট, সেসব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চাহিদা পাঠানো হয়েছে। যতটুকু জেনেছি, ইতিমধ্যে শূন্য পদগুলোতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।’

অন্যান্য যন্ত্রপাতি

নড়াইল আধুনিক হাসপাতালে ছয়টি অটোক্লেভ, তিনটি ডায়াথার্মি, চারটি অ্যানেসথেসিয়া যন্ত্র ও চারটি অস্ত্রোপচারকক্ষের টেবিল নষ্ট অবস্থায় আছে। অবেদনবিদ না থাকায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি অ্যানেসথেসিয়া যন্ত্র এবং অপারেটর না থাকায় সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে একটি ল্যাপারোস্কপি যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে দুটি স্টেরিলাইজার নষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে নষ্ট আছে একটি এমআরআই যন্ত্র।

নড়াইল সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক মো. আসাদ-উজ-জামান মুন্সী বলেন, 'রেডিওলজিস্ট না থাকায় দুটি আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কোন যন্ত্রগুলো মেরামতযোগ্য আর কোনগুলো মেরামতযোগ্য নয়, তার তালিকা করব। এরপর মেরামতযোগ্য যন্ত্রগুলো সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।' জানা গেছে, বেশির ভাগ যন্ত্র কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) থেকে দেওয়া। এগুলো তারা পাঠিয়ে দিয়ে চালু করতে আর আসে না।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'লোকবলের অভাবই এখন বড় সমস্যা। আমরা প্রতি মাসের প্রতিবেদনেই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। শুনেছি, টেকনিশিয়ান পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। নষ্ট যন্ত্র ঠিক করতে এনইএমইডব্লিউকে জানানো হয়েছে।'

অস্ত্রোপচারকক্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লোকবলের অভাবে দুটি আধুনিক অস্ত্রোপচারকক্ষ ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নোমান মিয়া বলেন, 'আমি দুই বছর আগে এখানে যোগদান করেছি। এ সময়ের মধ্যে এখানে কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর অস্ত্রোপচার হয়নি।'

আনোয়ারা ও জগন্নাথপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে অস্ত্রোপচারকক্ষ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে প্রায় ১৫ বছর ধরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অস্ত্রোপচারকক্ষটি ব্যবহার করা যায় না। দুটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, লোকবলের অভাবে অস্ত্রোপচারকক্ষ দুটি বন্ধ।

বগুড়ার ধুনট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি অস্ত্রোপচারকক্ষও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাসানুল হাছিব বলেন, অস্ত্রোপচারকক্ষের নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামত করতে সিভিল সার্জনের মাধ্যমে নিমিউকে চারবার চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো কাজ হয়নি।

অ্যাম্বুলেন্স

পাবনার ফরিদপুর ও সুনামগঞ্জের ধরমপাশা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট। ধরমপাশার অ্যাম্বুলেন্সটির ইঞ্জিন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বগুড়ার ধুনটে চালক না থাকায় দুটি অ্যাম্বুলেন্স পড়ে আছে। নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট।

পাবনার ফরিদপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মেহেদী হাসান বলেন, উপজেলার অধিকাংশ গ্রামই দুর্গম এলাকায়। বর্ষায় পানিতে ডুবে থাকে। ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সটি খুব জরুরি। কিন্তু সেটি পড়ে থাকায় নষ্ট হচ্ছে।

ফরিদপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মীর ওমর ফারুক বলেন, ‘আমরা চাই হাসপাতালে সব সেবা চালু থাকুক। কিন্তু লোকবলের অভাবে সেটা হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকছে।’

পাবনার সিভিল সার্জন মনিসর চৌধুরী জানান, ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের বিষয়ে তাঁর জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে সেটি চালুর বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন।

যন্ত্র অচল ও অব্যবহৃত থাকার ঘটনাগুলো নতুন নয়। বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকার কারণে যন্ত্র পড়ে থাকে, টেকনিশিয়ান না থাকার কারণে যন্ত্র চিকিৎসার কাজে লাগে না। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মকর্তাদের আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে এমন ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রশীদ–ই–মাহবুব প্রথম আলোকে বলেন, বেসরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতি অচল বা অব্যবহৃত থাকতে দেখা যায় না। সরকারি হাসপাতালে এমন ঘটে উদ্যোগের অভাবে, আন্তরিকতার অভাবে, সমন্বয়ের অভাবে। গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্যখাতে যে দুর্বৃত্তায়ণ ঘটেছে তারই পরিণতিতে রোগীর চিকিৎসায় না লেগে বছরের পর বছর যন্ত্রপাতি অচল ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ফিলিস্তিন || গাজার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং আবারও বন্ধ ঘোষণা মিশরের

সোমবার (২৩ আগস্ট) থেকে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিশরের স্বৈরশাসক আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় আহত ফিলিস্তিনিদের সেবা ও ত্রানের গত মে মাসে গাজা ও মিশরের মধ্যে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেয়া হয়। গাজার মাজলুম মুসলিমদের জন্য এ সীমান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন প্রকার কারণ উল্লেখ না করেই সীমান্ত ক্রসিংটি আবারও বন্ধ করে দিচ্ছে মিশর।

২৩ আগস্ট থেকে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেবে বলে গাজা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে দেশটি। বিষয়টি ফিলিস্তিনের গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইয়াদ আল-বোজোম নিশ্চিত করেছেন।

রোববার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যায় দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মিশর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছে যে রাফাহ সীমান্ত কাল (সোমবার) থেকে বন্ধ থাকবে।

উল্লেখ যে, গত কয়েকদিনে ইসরায়েলের আগ্রাসন ও অবৈধ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে আসছিলেন ফিলিস্তিনিরা। এসব বিক্ষোভে দখলদার ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর হামলায় অসংখ্য ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছেন। এর পরই সিমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইহুদিদের দালাল মিশরের স্বৈরশাসকরা।

ফটো রিপোর্ট | হেরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা এবং অধ্যাপকদের সাথে তালিবান গভর্নরের বৈঠক

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পক্ষ হতে নিয়োজিত, হেরাত প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর মৌলভী শের আহম্মদ আম্মার এবং প্রদেশের উচ্চশিক্ষা কমিশনের প্রধান মাওলানা আবদুল্লাহ আমিনী (হাফিজাহুমুল্লাহ) হেরাত ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টারের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এই বৈঠকে হেরাতের ডেপুটি গভর্নর হেরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মকর্তাদের দেশপ্রেমের অনুভূতি এবং স্বদেশের সেবা করে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

হেরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উদ্দেশে তালিবান গভর্নর বলেছিলেন: "আপনারা দেশের শক্তি, আপনারা এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতেও দেশ ছাড়েননি বরং আপনারা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দেশের পরবর্তী প্রজন্মের সেবা করতে এখানে থেকে গেছেন এবং এটাকে পছন্দ করেছেন। এজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই"।

হেরাতের ডেপুটি গভর্নর আরও বলেন, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসময় তিনি বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে চাইলে, হেরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিভিন্ন গোত্রীয় প্রধানরা ডেপুটি গভর্নর এবং প্রদেশের উচ্চশিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ও কর্মকর্তারাগণ তালিবানদের এও আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা দেশ ছাড়বেন না বরং তারা পরবর্তী প্রজন্ম এবং সমাজের অগ্রগতির জন্য সেবা করে যাবেন।

অন্যদিকে, হেরাত প্রদেশের উচ্চশিক্ষা কমিশনের প্রধান মাওলানা আবদুল্লাহ আমিনী তাদের অবস্থানের প্রশংসা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এই সমস্যাগুলো মৌলিক উপায়ে সমাধান করবেন। তিনি আরও বলেন যে, "আমি হেরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্মীদের সমস্যা এবং উদ্বেগ বুঝতে পেরেছি, তাই এই সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিভিন্ন গোত্রীয় প্রধানদের সাথে তালিবান গবর্নরের বৈঠকের কিছু স্থির চিত্র...

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/photo-report-herat

https://alfirdaws.org/2021/08/24/51870/

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ২৭ সন্ত্রাসী হতাহত, নিখোঁজ ৬০

মালির মোপ্তি রাজ্যে "ডোজো" নামক একটি মিলিশিয়া গ্রুপের উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ২৭ মিলিশিয়া সদস্য হতাহত এবং আরও ৬০ সদস্য নিখোঁজ হয়েছে।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জিএনআইএম" এর আঞ্চলিক গ্রুপ "কাতিব আল-মাসিনা" বিগ্রেডের মুজাহিদগণ গত ১৬ আগস্ট মালির মোপ্তি রাজ্যে সন্ত্রাস বিরুধী একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সূত্র জানায়, মোপ্তি রাজ্যের মারবাগুত এলাকায় ডোজো নামক একটি মিলিশিয়া গ্রুপের উপর এই হামলাটি চালানো হয়েছে। যাতে মিলিশিয়া গ্রুপটির ১৭ সদস্য নিহত এবং আরও ১০ সড়স্য আহত হয়েছে। এছাড়াও হামলার পর নিখোঁজ হয়েছে আরও ৬০ মিলিশিয়া সদস্য। ধারণা করা হয় এই সদস্যদেরকে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ বন্দী করেছেন নয়তো এরা গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে।

লক্ষণীয় যে, এই মিলিশিয়ারা সাহেল অঞ্চলে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে মুজাহিদ সমর্থকদের উপর হামলা চালানো, জনগণের সম্পদ লুটতরাজ করা এবং ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর হয়ে মুক্ত অঞ্চলগুলোতে অস্থিরতা তৈরি করার মত নিকৃষ্ট সব কাজের সাথে জড়িত। যার ফলে এসব মিলিশিয়া গ্রুপগুলোকে নির্মূল করতে সাহেল অঞ্চলে অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, গত ১৯ আগস্ট একই রাজ্যের বুনী শহরে মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর উপরেও একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আমরা এক রিপোর্টে উক্ত হামলায় ৫৯ সেনার হতাহত (১৭ নিহত, ৪২ আহত) হওয়ার তথ্য প্রকাশ করেছিলাম। সর্বশেষ মুজাহিদগণ উক্ত অভিযান থেকে প্রাপ্ত ৭টি গাড়িসহ বেশ কিছু গনিমতের ছবিও প্রকাশ করেছেন।

উভয় অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/08/24/51867/

মেক্সিকোতে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

নিজ বাড়ির সামনে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয়েছে মেক্সিকোর এক সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার ভেরাক্রুজ প্রদেশে হত্যা করা হয় জাসিন্তো রোমেরো নামের ওই সাংবাদিককে।

গণমাধ্যম জানায়, গাড়ি নিয়ে বের হবার সময় হামলা হয় তার ওপর। স্থানীয় একটি রেডিওতে রাজনীতি ও ক্রাইম বিটে কর্মরত ছিল রোমেরো।

সহকর্মীদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছিল। পেশাগত কারণেই রোমেরোকে হত্যা করা হয়েছে বলেও ধারণা তাদের। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে সাংবাদিকরা।

মেক্সিকোয় চলতি বছরই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন পাঁচ সংবাদকর্মী। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০০ সাল থেকে দেশটিতে হত্যা করা হয়েছে ১৪১ সাংবাদিককে।

ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচারে গুলি

গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে আবারও সন্ত্রাসী ইসরায়েল গুলি চালিয়েছে। দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনীর দাবি, ফিলিস্তিনিদের পাথর হামলার জবাব দিতেই গুলি চালিয়েছে তারা।

ফিলিস্তিনিরা বলছে, ১৯৬৯ সালে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদের হামলার দিনটিকে স্মরণে বিক্ষোভ করলে হামলা চালায় বর্বর ইসরায়েলি সেনারা।

শনিবার গাজার ইসরাইল সীমান্তে জড়ো হয় শত শত ফিলিস্তিনি। দখলদার ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্বের প্রতিবাদে স্লোগান দেন তারা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সীমান্তের ওপর থেকে রাবার বুলেট ছুড়ে ইসরায়েলি বাহিনী।

বিক্ষোভকারীরাও পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে নিরীহ ফিলিস্তিনদের লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালায় সন্ত্রাসী সেনারা। এতে আহত হন অনেকে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১৯৬৯ সালে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ভয়াবহ হামলার বর্ষপূর্তি সাধারণ ফিলিস্তিনরা বিক্ষোভ শুরু করলে কোনও ধরনের উসকানি ছাড়াই গুলি চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়। এদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সী এক শিশুর মাথায় গুলি করা হয়েছে।

২০১৮ সালের শুরু থেকেই ইসরাইলি দখলদারিত্বের প্রতিবাদে প্রতি সপ্তাহে সীমান্তে বিক্ষোভ করে আসছে সাধারণ ফিলিস্তিনরা। এ বিক্ষোভে এ পর্যন্ত সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে তিনশ'র বেশি ফিলিস্তিনি।

২৩শে আগস্ট, ২০২১

বুর্কিনা-ফাসো | মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১০ মুরতাদ সেনা নিহত

বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলার উপর হামলা চালিয়েছেন "জিএনআইএম" এর জানবায মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১০ সেনা নিহত এবং আরও অনেক সেনা আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুর সংখ্যাক গনিমত পেয়েছেন।

আঞ্চলিক সূত্র অনুসারে, গত ১৮ আগস্ট আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলিয় দেশ বুর্কিনা-ফাসোর "সুউম" অঞ্চলের লিকি এলাকায় দেশটির মুরতাদ জেন্ডারমেস ও বিডিপির একটি যৌথ সামরিক কাফেলা মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের শিকার হয়েছে। যাতে সামরিক কাফেলায় থাকা মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেক।

সূত্র আরও জানায় যে, আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সবচাইতে সক্রিয় শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (JNIM) এই হামলাটি চালিয়েছে। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ১টি গাড়ি, ১৭টি মোটরবাইক সহ প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত পেয়েছেন।

গনিমতের একটি স্থির চিত্র...

https://alfirdaws.org/2021/08/23/51856/

পাকিস্তান | সামরিক কনভয়ে পাক-তালিবানের হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, যাতে কমপক্ষে ৩ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ আগস্ট রবিবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের জাঙ্গারা এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর টহলরত একটি কাফেলায় সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। সূত্রটি আরও জানায়, উক্ত বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা হতাহত হয়েছে।

হামলার পর তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় এই হামলার সুসংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/08/23/51853/

তল্লাশির নামে নারী ক্যান্সার রোগীর টাকা হাতিয়ে নিলো পুলিশ

চোরাই মোবাইল তল্লাশির নামে পুলিশের এক এসআই (উপ-পরিদর্শক) নারী ক্যান্সার রোগীর টাকা আত্মসাৎ করেছে।

জানা যায়, গত ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাজধানীর রূপনগরে টিনশেড ৬ নম্বর রোডের ৪৪/৫ নম্বর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

গত ২১ আগষ্ট শনিবার ওই এসআইয়ের বিরুদ্ধে ডিএমপি কমিশনার ও মহাপুলিশ পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন রাশিদা নামের ঐ ভুক্তভোগী নারী।

টাকা আত্মসাতকারী ওই এসআইয়ের নাম মাসুদুর রহমান। সে রূপনগর থানার পুলিশের এসআই (উপ-পরিদর্শক) হিসেবে কর্মরত। ঘটনার দিন শুধু টাকা নিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি এসআই মাসুদুর রহমান। সে রাশিদাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনেও (পাচানি) চালান দেয়।

অভিযোগে রাশিদা উল্লেখ করেন, মৌসুমি ব্যবসায়ী হিসেবে রূপনগর টিনশেড এলাকায় আমি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি। গত ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় পুলিশের সোর্স অপুসহ রূপনগর থানার এসআই মাসুদুর রহমান আমার বাসায় আসে। তারা অভিযোগ করে আমার বাসায় ৩০ -৩৫ টি চোরাই মোবাইল রয়েছে। এ কথা বলে তারা তল্লাশি শুরু করে বাসার সব আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলে। তল্লাশি শেষে তারা কোন কিছুই পায়নি। এক পর্যায়ে আমার জমানো আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে এসআই মাসুদ তার পকেটে ঢুকায়। এরপর সে আমাকে বলে এ টাকার কথা কাউকে ঘুণাক্ষরে বললে ৫০ পিস ইয়াবাসহ কোর্টে চালান দেয়া হবে। এরপর পুলিশ আমাকে থানায় নিয়ে যায়। আমি অনুনয় বিনয় করে তাকে বলি আমি ক্যান্সারের রোগী, আমাকে মাদক মামলায় চালান দেবেন না। এরপর টাকা ফেরৎ না দিয়ে আমাকে ১ দিনের জন্য পাচানি মামলা দেয়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রাশিদা বলেন, আমি ক্যান্সারের রোগী। প্রতি সপ্তাহে আমাকে থেরাপি দিতে হয়, আমি ছোটখাটো ব্যবসা করে সংসার চালাই। থানায় আমার নামে কোনো অভিযোগ কিংবা কোনো মাদক মামলা নাই। কোরবানীর গরু বিক্রির আড়াই লক্ষ টাকা বাসায় গচ্ছিত ছিল। ওই দিন এসআই মাসুদসহ পুলিশের সোর্স অপু তাও নিয়ে গেছে। এখন ২ দিন পর যে, থেরাপি দিবো সে টাকাও আমার কাছে নেই।

তিনি আরো বলেন, আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। আমি আমার টাকা ফেরৎ চাই।

খারাপ ব্যবহার নয়, তালেবান নিরাপত্তা দিয়েছে; ভারতীয় নাগরিক তমাল ভট্টাচার্য

আফগানিস্তানের কাবুল থেকে দেশে ফিরে তালেবান সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য জানান ভারতীয় নাগরিক। দেশটির একটি আন্তর্জাতিক স্কুলে শিক্ষকতা করতে গিয়ে সেদেশে আটকে পড়েন বলে জানিয়েছেন তমাল নামে ফেরত আসা একজন।

বিমান সেনাদের বিমানে দিল্লি হয়ে কলকাতায় ফিরেছে আফগানিস্তানে আটকে থাকা মোট ২ বাঙালি। তারা হল- স্থানীয় নিমতার বাসিন্দা তমাল ভট্টাচার্য এবং লেক ভিউয়ের বাসিন্দা স্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়।

আফগানিস্তানে একটি আন্তর্জাতিক স্কুলে শিক্ষকতা করতে গিয়ে সেদেশে আটকে পড়ে বলে জানিয়েছে তমাল ভট্টাচার্য। তবে, কী কারণে আফগানিস্তানে ছিল, সে ব্যাপারে মুখ খোলেনি লেক ভিউয়ের বাসিন্দা সরজিৎ মুখোপাধ্যায়।

এদিকে, কলকাতায় ফিরে তমাল জানায়, তালিবান তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। ভাল খেতে দিয়েছে। এমনকী, ক্রিকেটও খেলেছে।

তমাল বলেছে, কাবুলে কোনো যুদ্ধ হয় নি। তালেবান একটি গুলিও ছুঁড়েনি। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা পরিবর্তন হয়েছে। তবে আমেরিকানরা সেদিন এয়ারপোর্ট নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল তাদের নিজেদের ও সহযোগীদের নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমেরিকানরাই সেদিন গুলিটুলি কিছু করেছে। তালেবানরা কাউকে ডিস্টার্ব করেনি, কাউকে টাচও করেনি।

তালেবান নাগরিকদের নিরাপত্তা দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, তালেবানরা আমাদেরকে বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, কোনো চিন্তা করবেন না, আপনারা সবাই নিরাপদ। আমরা আপনাদের খেদমতে আছি। তবে তৃতীয় পক্ষ যেন কোনো অঘটন ঘটিয়ে তালেবানের বদনাম না করতে পারে সেজন্য তারা সজাগ।

তিনি বলেন, তালেবানরা আমাদের ভরসা জুগিয়েছে। রাত্রিবেলা পাহারা দিয়েছে। বিশেষ করে খেয়াল রেখেছে আমাদের সাথে যেসব নারীরা ছিলেন, তাদের যেন কোনোরুপ সমস্যা না হয়। তারা সব রকমের সহযোগিতা করেছেন। আমাদের কোনো রকম সমস্যা হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয়দের যে শঙ্কা ছিল, সেরকম কিছু হয়নি। তারা স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন।

নিজেদের চোখে দেখা কাবুলের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে তমাল বলেন, আত্মীয়-স্বজনরা টেনশনে ছিলেন। মিডিয়াতে শুনছেন কাবুলে বোম ফুটছে, কিন্তু আমরা যারা ওখানে ছিলাম তারা জানি কাবুলের বাস্তব অবস্থা কী।

"তালেবান আসার পরে কাবুলের দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পুরো স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। বরং আমরা সেখানে কাবাব খেতাম ১৫০ টাকা দিয়ে নান কাবাব। তা মাংসের পরিমাণ ডাবল হয়ে গেছে তালেবান

আসার পরে। কারণ স্ট্রিক্ট শরীয়া আইন যেহেতু ওরা ফলো করে, তাই কাউকে ঠকানো যাবেনা। সব জিনিসের সমান মাপ দিতে হবে।”

তমাল আরও বলেন, অনেক ধরনের ল অ্যান্ড অর্ডার চেইঞ্জ হয়ে যায় আমি দেখেছি। যেহেতু ওরা একটা ধর্মালম্বী মানুষ এবং তাদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তারা আমাদের সাথে চমৎকার আচরণ করেছে। এমনকি ওরা আমাদের ভারতীয় অ্যাম্বাসীকে নিরাপত্তা দিয়েছে।”

তালিবানরা বন্ধু

শনিবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় তালিবানরা প্রায় দেড়শোজনকে অপহৃত করেছে। সেই দলে তমাল ভট্টাচার্যও ছিলেন। তিনি বলেছেন, কোনওভাবেই সেই ঘটনাকে অপহরণ বলা যাবে না। তাদের নিয়ে গিয়ে পাসপোর্ট-সহ সব নথি পরীক্ষার করা হয়েছে। তালিবানরা তাঁদের সঙ্গে ক্রিকেট পর্যন্ত খেলেছে। দলে থাকা মহিলাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার তালিবানরা করেনি বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, কাবুলে কোনও সমস্যা নেই। সব দোকান-বাজার খোলা। তালিবানদের আন্তরিকতা, ভালবাসা, সহযোগিতায় তিনি কিংবা তাঁদের অন্য সহকর্মীরা আশ্বস্ত বলে জানিয়েছে তমাল। তবে তিনি সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় দেশে ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তালিবানরা কি নারী বিদ্বেষী? তমালের স্পষ্ট কথা, তালিবানরা ইসলামি শরিয়তি আইন মেনে চলে। সেখানে কোথাও বলা নেই মেয়েরা স্কুলে যেতে পারবে না। আফগানিস্তানে প্রচুর শিক্ষিত মহিলা আছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় কাজও করেন। প্রচুর মহিলা শিক্ষকতা করেন, তাঁরা তালিবান কাবুলে আসার পরে কাজ করে চলেছেন।

তালিবানদের সাহায্যেই দেশে ফেরা

তমাল জানিয়েছে, তালিবানদের তিনরকমের পদ রয়েছে। তালিবান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তালিবান ফাইটার্স এবং তালিবান ল অ্যান্ড ফোর্সেস। এদের সাহায্যেই দেশে ফেরা বলে জানিয়েছেন তিনি। যাঁদের কাছে পাসপোর্ট নেই, হারিয়ে গিয়েছে, তাঁদেরকেও বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে তালিবানরা। তাঁদেরকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে বাড়তি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তালিবানদের তরফে। খাবার থেকে জল সবই দেওয়া হয়েছে। তালিবানদের সম্পর্কে যা প্রচার করা হয়, তা একেবারেই ঠিক নয় বলেই দাবি করেছেন তিনি। তালিবানদের গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগ প্রসঙ্গ তমাল বলেছেন, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা একেবারে অন্য কারণে। তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বারবারই বলতে চেয়েছেন, তালিবানদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা তৈরি করা হয়েছে। কেননা তাঁরা তালিবানদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন, অন্য কিছু নয়।

কোলকাতা বিমানবন্দরে প্রশ্নবানে জর্জরিত, কাবুল থেকে ফিরে আসা এক বাঙ্গালী বিজ্ঞান শিক্ষক তমাল ভট্টাচার্য। এর সাথে মিলিয়ে দেখুন মুসলিম বিদ্বেষী পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের অনুবাদভৃত্য বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার তরজমাজীবীরা আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কি লিখছে ও বলছে?

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=818973795449230

হিন্দু পাড়ায় চুড়ি বিক্রি করায় এক মুসলিম বিক্রেতাকে গণপিটুনি

কখনও গরু চুরির অপবাদ তো কখনও গো মাংস ভক্ষণ, ২০১৪ সালে মোদী ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই সংখ্যালঘু মুসলিমদেরদের গণপিটুনির ঘটনা অনেকটাই বেড়েছে গোটা দেশে। সংখ্যালঘু অধিকার সবথেকে বেশি প্রশ্নের মুখে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার হিন্দু পাড়ায় চুড়ি বিক্রির অপরাধে এক মুসলিম চুড়ি বিক্রেতা বেধড়ক মার খেতে হল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। যা নিয়ে বর্তমানে উত্তাল সে রাজ্যের রাজ্য-রাজনীতি।

https://twitter.com/ShayarImran/status/1429488328429080579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1429505315955904514%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fbengali.oneindia.com%2Fnews%2Findia%2Fmuslim-bangle-seller-was-beaten-up-for-selling-bangles-in-hindu-area-congress-slams-bjp-142616.html

সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোরের গোবিন্দ নগরে। ওই চুড়ি বিক্রেতাকে মারধরের একটা ঘটনা ইতিমধ্যেই ভাইরালও হয়েছে টুইটার ফেসবুক সহ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। যা দেখা যাচ্ছে উত্তেজিত হিন্দু জনতা কার্যত ঘিরে ধরে ওই যুবকের পরিচয় জানতে চাইছে। পরিচয় জানার পরেই শুরু হয় মারধর। চলে কিল, চড়, ঘুঁষি। এমনকী মাটিতে ফেলে লাথিও মারা হতে থাকে তাকে। পাশাপাশি এও হুমকি দেওয়া হয় আগামীতে আর কোনও হিন্দু এলাকায় যদি সে চুড়ি বিক্রির জন্য যায় তাহলে তার খেসারত আবার তাকে দিতে হবে।

ওই যুবককে মারতে মারতেই একজনকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের মা-বোনেরা আফগানিস্তানে এত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মুসলমানরা এখানে চুড়ি বিক্রি করছে?" সেই সময়েই অন্য একজন বাকিদেরকেও ওই মুসলিম যুবককে মারতে এগিয়ে আসতে বলে। চলতে থাকে হুমকি। এদিকে উত্তেজিত জনতার মুখে পরে কার্যত হাতজোড় করে বারবার প্রাণ ভিক্ষা করতে দেখা যায় ওই চুড়ি বিক্রেতাকে। কিন্তু তারপরেও থামেনি মার। একইসঙ্গে তার ব্যাগে থাকা সমস্ত সামগ্রীর পাশাপাশি তার কাছে থাকা সমস্ত টাকাও হাতিয়ে নেয় মারমুখী জনতা।

এদিকে এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেই মধ্যপ্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও নতুন করে উঠেছে প্রশ্ন। কারণ "ইন্দোরে প্রকাশ্যেই গণপিটুনি চলছে। নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে শিবরাজ প্রশাসন।"

ভারতে বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ৪

ভারতের উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চার জন নিহত ও ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রোববার দুটি আলাদা ঘটনায় হতাহতের এ খবর পাওয়া যায়। এনডিটিভি

মধ্যপ্রদেশে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হন তাজউদ্দিন (৪০), শেখ ইসমাইল (৭০) এবং গীতা দেবী (৪০) ও লালা (৩০) উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। আহতরা হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, বেলুন বিক্রেতারা বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ফটো রিপোর্ট | কাবুল প্রশাসনের ৪৯০ জন কমান্ডো এবং নিরাপত্তা কর্মীকে মুক্তি দিয়েছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমিরুল মু'মিনিন শাইখুল-হাদিস মৌলভী হিবাতুল্লাহ আখন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ্ কাবুল প্রশাসনের ৪৯০ জন কমান্ডো এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মুক্তি দিয়েছেন। তালিবান মুজাহিদন নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের হেরাত ও ফারাহ প্রদেশের ২টি কারাগার থেকে এসব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনদের ভালো আচরণের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যরা প্রশংসা করে এবং তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে।

মুক্তি অনুষ্ঠানে, হেরাত প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর মৌলভী শের আহম্মদ আম্মার (হাঃ) আশ্বাস দিয়েছেন যে, কাবুল প্রশাসনের প্রাক্তন সেনা ও সৈন্যদের জন্য ইমারতের পক্ষ থেকে কোনো হুমকি থাকবে না, বরং তারা ইমারতে ইসলামিয়া'র অধীনে স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে।

হেরাতের ডেপুটি গভর্নর জনগণকে তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/photo-reportkabul1

https://alfirdaws.org/2021/08/23/51834/

যশোরে ফেনসিডিল ও ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্য আটক

যশোরের ফেনসিডিল ও ইয়াবাসহ দুই পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের মোমিননগর সমবায় সমিতি ভবনের যশোর আবাসিক হোটেল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত কনেস্টবল আজম মোল্য যশোর চাঁচড়া ফাঁড়িতে কর্মরত (কং ১৭৩৪) বাগেরহাট সদর উপজেলার জয়গাছি গ্রামের মৃত আব্দুল জব্বার মোল্যার ছেলে।

যশোর কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. তাজুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশ কনস্টেবল মুজাহিদ ও আজম মোল্যা (বরখাস্ত) যশোর আবাসিক হোটেলের ৪১০ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছিল। সেখানে তাদের হেফাজত থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল ও ১০ পিস ইয়াবা এবং ইয়াবা সেবনের যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মারা গেছে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়কার উত্তরপ্রদেশের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী

প্রায় পাঁচশ' বছরের ঐতিহাসিক মুসলিমদের বাবরি মসজিদ উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভিএইচপি, বিজেপি এবং শিবসেনাদের হাতে শহীদ হওয়ার সময় ভারতের উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির মালাউন কল্যাণ সিং (৮৯) মারা গেছে।

শনিবার (২১ আগস্ট) লাখনৌয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল হিন্দুত্ববাদী এই নেতা। দিল্লির সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালে গত জুলাই মাস থেকে ভর্তি ছিল কল্যাণ সিং।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজ-এর তথ্যমতে, বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিল কল্যাণ সিং।

২২শে আগস্ট, ২০২১

আলোচনা আর যুদ্ধই নয়; বরং ই'লমি ময়দানেও সমানভাবে অবদান রাখছেন মুজাহিদ উমারাগণ

গত ৯০ দশক থেকে আফগানিস্তানসহ বিশ্বের একাধিক যুদ্ধের ময়দানে কুফ্ফার আর মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা ও তালিবান মুজাহিদিনরা। যুদ্ধ আর রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও তারা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ইলমি মাশগালাহ কখনোই 'জিহাদের প্রতিবন্ধক নয়, কিংবা বরকতময় এই জিহাদী মাশগালাহ কখনোই ইলমচর্চার প্রতিবন্ধক হয় না।

যার দৃষ্টান্ত তাঁরা মালি, সোমালিয়া ও বরকতময় খোরাসানের ভূমিতে দিয়ে যাচ্ছেন। বামাকো নিউজের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সাহেল অঞ্চলের মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজার সীমান্তেই আল-কায়েদা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে প্রায় ৬ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। তারা সেখানে নতুন সিলেবাস তৈরি করে শিক্ষাকার্যক্রম চালাচ্ছেন। অনুরূপ পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনও তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক ভূমিতে নিজস্ব সিলেবাস দিয়ে প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও শরিয়াহ্ বিভাগের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাদের এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছরই শত শত ছাত্র বিভিন্ন বিভাগ থেকে সনদ গ্রহন করছেন।

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ্ বিভিন্ন সময় তাঁর আলোচানায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে ছাত্রদের দ্বীনি-ইলম শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

অপরদিকে খোরাসানের ভূমি আফগানিস্তানেও থেমে নেই তালিবান মুজাহিদগণ। তাঁরাও নিজস্ব সিলেবাসেই ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। গত বছরও তাঁরা সারাদেশে নতুন করে ৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মুজাহিদগণ নিজস্ব সিলেবাসের কিতাব লিখার পাশাপাশি বিভিন্ন ফনের উপরেও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী রচনা করছেন। যেমন, কাতারভিত্তিক তালিবানদের আলোচনাকারী দলের প্রধান এবং আফগানিস্তানে 'মাজলিসে উলামা আদ্ব- দীন ও বিচারবিভাগের প্রধান শাইখ আবদুল হাকিম হাফিজাহুল্লাহ্ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন, যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

শাইখ আবদুল হাকিম এই বিষয়ে কিতাব লিখার অন্যতম কারণ হল তিনি তালিবানদের বিচারক ছিলেন।

তাঁর রচিত কিতাবগুলো হল- "ইসলামের ইতিহাসে বিচারের সম্পূর্ণ পদ্ধতি", "যাদুল-মুহতায ফী তাহকিক আল-মিনহাজ", "যাদুশ-শারীই ফি তাওযিহ জামিউত-তিরমিযী", "যাদুল-মাহাফিল ফি শারহিশ-শামাইল ”এবং“ রওজাতুল-ক্বাজা”।

তালিবানদের আলোচক দলের অন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং সম্মানিত আলেম শাইখ মাওলানা শিহাবুদ্দিন দিলাওয়ার হাফিজাহুল্লাহ্'ও "শিহাবুল-বুখারী" নামে ৬ খন্ডে (ভলিউম) বুখারী শরীফের একটি শরাহ্ লিখেছেন। তিনি ৯০ দশকে ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে পাকিস্তান ও সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। পেশোয়ারে আফগান কনস্যুলেটেও তিনি কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও, তালিবান ও আল-কায়েদার বড় বড় উমারাগণও বিভিন্ন ফনের উপর এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই লিখেছেন।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের পৃথক হামলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ১৮ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এতে গোয়েন্দা অফিসার ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ১৮ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, দক্ষিণ সোমালিয়ার জানালী ও আফজাওয়ী শহরে দুটি পৃথক বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ২১ আগস্ট মুরতাদ সেনাদের একটি বেস এবং একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় কমপক্ষে ৮ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর ৩টি এলাকায় মুরতাদ সরকারী বাহিনীর সপ্তম ব্যাটালিয়নের উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ জন আহত হয়েছে।

এমনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম জিযু রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহরেও এদিন একটি সফল বোমা হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এই হামলায় অল্পের জন্য বেঁচে যায় আইলওয়াক শহরের ডেপুটি মেয়র, তবে এসময় তার এক দেহরক্ষী নিহত এবং অন্য দুই প্রহরী আহত হয়।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায় হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা ইউনিটের সদস্যরা একটি টার্গেট কিলিং পরিচালনা করেন, যাতে মুরতাদ সোমালি সরকারের এক গোয়েন্দা অফিসার নিহত হয়।

একই সময় রাজধানীর দিনালী শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। তবে হামলায় ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য এখনো জানা যায় নি।

ফিলিস্তিনিদের ওপর ফের ইসরায়েল সন্ত্রাসীদের গুলি, ১০ শিশুসহ কয়েক ডজন আহত

নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর ফের গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৬ জন, যাদের মধ্যে অন্তত ১০ জনই শিশু। এদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সী এক শিশুর মাথায় গুলি লেগেছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আল জাজিরার খবর অনুসারে, ৫২ বছর আগে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগানোর প্রতিবাদে গাজায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল হামাস। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত ফিলিস্তিনি মালাক্কা শরণার্থী ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা দেন।

পরে তাদের ওপর গুলি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ১০ শিশুসহ অন্তত ২৬ জন আহন হন। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বার্তা সংস্থা এএফপি'কে বলেছে, সীমান্ত দেয়ালের কাছে কয়েকশ বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিল।

গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধের পর ইসরায়েল-হামাস সমঝোতায় পৌঁছানোর ঠিক তিন মাসের মাথায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ফের গুলিবর্ষণের এই ঘটনা ঘটল। গত মে মাসে টানা ১১ দিনের ওই যুদ্ধে গাজায় ক্রমাগত বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে ৬৭ শিশুসহ প্রাণ হারায় অন্তত ২৬০ ফিলিস্তিনি। জবাবে ইসরায়েলের দিকে কয়েক হাজার রকেট নিক্ষেপ করে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো। এতে এক শিশুসহ মারা যায় অন্তত ১৩ জন।

মিয়ানমার সন্ত্রাসী জান্তার হাতে বন্দি আরও ২ সাংবাদিক

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলায় আরও দুই সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। শনিবার (২১ আগস্ট) দেশটির সেনা-পরিচালিত টেলিভিশন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এ নিয়ে মিয়ানমারে গত ১ ফেব্রুয়ারি সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রায় একশ সাংবাদিক জান্তার হাতে বন্দি হলেন। খবর রয়টার্সের।

শনিবার মায়াবতী টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, ফ্রন্টিয়ার মিয়ানমার নামে একটি সংবাদমাধ্যমের কলামিস্ট ও ভয়েস অব আমেরিকা রেডিওর ভাষ্যকার সিথু অং মিন্ট এবং থেট থেট খাইন নামে বিবিসি বার্মিজের এক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে গত ১৫ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিয়ানমার জান্তা সাংবাদিকদের সঙ্গে যে বর্বর আচরণ করছে, এটি তারই প্রতিচ্ছবি।

স্থানীয় একটি সামাজিক সংগঠনের হিসাবে, গত ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে জান্তানিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে এক হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, গ্রেফতার হয়েছেন কয়েক হাজার।

দেশটির সামরিক সরকার মুখে গণমাধ্যমকে সম্মান জানানোর কথা বললেও এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের নিবন্ধন বাতিল করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের হিসাবে, মিয়ানমার জান্তার হাতে এ পর্যন্ত ৯৮ জন সাংবাদিক গ্রেফতার হয়েছেন। এদের মধ্যে অন্তত ৪৬ জন জুলাইয়ের শেষেও বন্দি অবস্থায় ছিলেন।

প্রয়োজনে তালিবানের সঙ্গেও কাজ করবে বরিস, কাবুল-প্রশ্নে আরও নিঃসঙ্গ দিল্লি

আফগানিস্তানের সমস্যা কূটনৈতিক ভাবেই মেটানোর চেষ্টা করা হবে। প্রয়োজনে তালিবানের সঙ্গে কাজ করতেও রাজি সরকার, শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ কথাই বলেছে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। আফগানিস্তানে তালিবান কর্তৃত্বকে আগেই প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে রেখেছে রাশিয়া এবং চীন। সমর্থন করেছে পাকিস্তান। রবিবারই পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি কাবুল পৌঁছেছে। ব্রিটেনও তালিবান-প্রশ্নে আগের অবস্থান থেকে সুর 'নরম' করায় নয়াদিল্লি আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে বলেই মনে করছেন ভূ-রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে তালিবান-প্রশ্নে মাথা না-ঘামানোর বার্তাই দিয়েছে চীন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও সম্প্রতি বলেছে, "তালিবান আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের মতামত আফগানিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।" মোদ্দাকথা, তালিবান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবে না।

ফটো রিপোর্ট | ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে কাবুল বাসীর জীবন-যাত্রা

গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালিবান মুজাহিদিন। দিনভর রাজধানী অবরোধের পর সন্ধ্যায় কোন যুদ্ধ ছাড়াই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেন তালিবান মুজাহিদগন। কেননা আমেরিকার গোলাম কাবুল প্রশাসনের কর্মকর্তারা আগেই শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কোন যুদ্ধ ছাড়াই তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক রাজধানী নিয়ন্ত্রণ সারা বিশ্বকে অবক করে দিয়েছিল।

তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক রাজধানী কাবুল বিজয়ের পর ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে রাজধানীবাসী তাদের জীবন-যাত্রা কেমন কাটাচ্ছেন, সেসব মহুর্ত নিয়েই তালিবানদের অফিসিয়াল মানবা-উল-জিহাদ স্টুডিও একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন-https://archive.org/details/photo-report--kabul-_2021

https://alfirdaws.org/2021/08/22/51810/

কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্তিতে ডকুমেন্টারি ভিডিও রিলিজ করেছে টিটিপি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত ১৫ আগস্ট রবিবার বিনা যুদ্ধে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন. এসময় তাঁরা কাবুলের বাগরাম ও পুল-ই-চারখির কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৬ হাজারেরও বেশি কারাবন্দী মুজাহিদ ও জনসাধারণকে মুক্ত করেছেন।

সূত্র অনুযায়ী, তালিবান মুজাহিদগণ এসময় খুবই গুরুত্ব এবং সতর্কতার সাথে প্রথমে কয়েক হাজার মুজাহিদদের চিহ্নিত করে করে কারামুক্ত করেন। যাদের মাঝে তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি) পাকিস্তানের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা ফকির মোহাম্মদ সহ টিটিপির কয়েক শতাধিক মুজাহিদ রয়েছেন। এছাড়াও সারাদেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে অনুরূপ আরও শত শত টিটিপির মুজাহিদকে মুক্ত করেছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের এসব মুজাহিদদের মুক্তকরণ ও তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নেওয়ার দৃশ্যসমূহ নিয়ে সম্প্রতি ১১ মিনিট ২৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওটি টিটিপির অফিসিয়াল মিডিয়া ‘উমর মিডিয়া’ থেকে রিলিজ করা হয়েছে।

ভিডিওটির শুরুতেই তালিবান মুজাহিদদের কাবুলে প্রবেশ, প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজাহিদদের ব্রিফিং, কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের সংবাদ সম্মেলনের দৃশ্য দেখানো হয়। এরপর বাগরাম কারাগার থেকে শাইখ ফকির মোহাম্মদ হাফিজাহুল্লাহ্'কে মুক্ত কারার পরে শাইখের সাথে মুজাহিদ কামান্ডারদের কুশল বিনিময়, সাক্ষাৎকার এবং শত শত মুজাহিদদের উপস্থিতীতে আমীরুল মু'মিনিন শাইখ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিজাহুল্লাহ ও তালিবান উমারাদের প্রতি শাইখ ফকির মোহাম্মদ হাফিজাহুল্লাহ্'র শুভেচ্ছা বার্তার দৃশ্য ধারণ করা হয়।

এরপর ভিডিওটিতে তালিবান মুজাহিদদের নিরাপত্তায় শাইখকে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী কোনার প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এবং মুজাহিদদের উদ্দ্যেশ্যে শাইখকে নসিহত ও বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। সর্বশেষ আফগানিস্তানে অবস্থানরত টিটিপির একজন সিনিয়র কমান্ডারকেও বক্তব্য দিতে দেখা যায়।

ভিডিও দেখুন-

https://alfirdaws.org/2021/08/22/51805/

মার্কিন কারাগারে বোন আফিয়া সিদ্দিকির উপর চলছে নির্যাতনের স্টিমরোলার, মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনা

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট ওর্থ এর কারাগারে এক বন্দির হঠাৎ আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত নিউরো সাইন্টিস্ট মুসলিম বোন আফিয়া সিদ্দিকি। আহত হবার পর তিনি মুসলিমদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

আমেরিকার কথিত ওয়ার অন টেরর এর আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে গড়ে তোলা এনজিও CAGE জানায়, আফিয়া সিদ্দিকির সেলে থাকা এক (কথিত) বন্দি তার উপর নির্যাতন চালাচ্ছে - এমন একাধিক রিপোর্ট CAGE এর কাছে আসে।

রিপোর্টগুলো থেকে জানা যায়, উক্ত বন্দি আফিয়া সিদ্দিকিকে অনেক দিন যাবত বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে আসছে। এক পর্যায়ে সে মগভর্তি গরম কফি সরাসরি বোন আফিয়ার মুখে নিক্ষেপ করে। আক্রমণের তীব্রতায় অসহায় আফিয়া আত্মরক্ষা করতে গোল হয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। আক্রমণ করার পর তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। পরিস্থিতি সামাল দিতে একটি হুইলচেয়ারে করে ক্রুসেডার কারারক্ষীরা তাকে অন্য একটি কুঠুরিতে নিয়ে যায়।

"গ্রে লেডি অফ বাগরাম" নামে পরিচিত বোন আফিয়া সিদ্দিকিকে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার ক্রুসেডার আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল, এরপর ক্রুসেডার আমেরিকা মুজাহিদীনদের সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ এনে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেয় আফিয়া সিদ্দিকিকে।

পাকিস্তানের করাচি থেকে তাকে অপহরণ করে আফগানিস্তানের বাগরাম কারাগারে দীর্ঘ ৫ বছর তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। ২০০৮ সালে তাঁকে নিউইয়র্কের একটি গোপন কারাগারে নিয়ে আসা হয়। আফগানিস্তানে বন্দিত্বকালীন সময়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁর উপর অমানবিক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। এমনকি তাঁর সাথে যেসব বন্দি থাকতেন তারা আফিয়ার আর্তনাদ সহ্য করতে না পেরে তাঁর মুক্তির জন্য অনশন করতেন।

আফিয়া সিদ্দিকীর আইনজীবি মারওয়া এলবিয়ালি এবছরের জানুয়ারির পর একাধিকবার তাঁর সাথে মুখোমুখি দেখা করেন। তিনি জানান, "আমার সাথে ডক্টর সিদ্দিকীর সম্প্রতি হওয়া সাক্ষাতে তার চোখের চারপাশে দৃশ্যমান পোড়া দাগ দেখে আমি আঁতকে উঠি। তার বাম চোখের কাছে প্রায় ৩ ইঞ্চি ক্ষত ছিল, ডান গালে একটি ক্ষতকে টুথপেস্ট ও ছোট এক টুকরো কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তার ডান হাত ও দুই পায়ে

অনেক কাটা-ছেঁড়া দেখা যাচ্ছিল। এতকিছুর পরও তাকে অন্য সব বন্দিদের মত কমলা রংয়ের জাম্প সুট পরিয়ে রাখা হয়েছে।"

আর আফিয়া সিদ্দিকী তার আইনজীবিকে বলেন, "আমি যে এখনো অন্ধ হয়ে যাইনি এটিই আল্লাহর এক কারামত"

সাংবাদিক ইভন রিডলি আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে বলেন, "এটি মারাত্মক অবিচার। আফগানিস্তানে তার সাথে অনেক অন্যায় করা হয়েছে, তার ব্যাপারে আমেরিকার কোনো এখতিয়ারই নেই। আফিয়া পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত নারী"

CAGE এর আউটরিচ ডিরেক্টর মোয়াযযাম বেগ জানান, "ওয়ার অন টেরর এর নোংরা ইতিহাসে আফিয়া সিদ্দিকির ব্যাপারটি সবচেয়ে জটিল।" "আফিয়া সিদ্দিকীর অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি টানা উচিত। তাঁকে বাড়ি যেতে হবে এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গ দিতে হবে - যাদের তিনি কখনোই চোখের সামনে বড় হতে দেখেননি"

ফটো রিপোর্ট | নুসাইরীদের অবস্থানে মুজাহিদদের ভারী আর্টিলারি ও মিসাইল হামলার কিছু দৃশ্য

আল-কায়েদা সমর্থক সিরিয়ান জিহাদী গ্রুপ "আনসার আত-তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর উপর গত ২০ ও ২১ আগস্ট কয়েক দফা মিসাইল ও ভারী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন। যাতে শত্রু বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

এসব হামলার কিছু মুহুর্ত ক্যামেরা বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ...

https://alfirdaws.org/2021/08/22/51799/

সিরিয়া | নুসাইরীদের অবস্থানে মুজাহিদদের ভারী আর্টিলারি হামলা

আল-কায়েদা সমর্থক সিরিয়ান জিহাদী গ্রুপ "আনসার আত-তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর উপর দুই দফায় মিসাইল ও ভারী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আত-তাওহীদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, গত ২০ আগস্ট শুক্রবার, সিরিয়ার ইদলিব সিটির হাযারিন গ্রামে শিয়া বাশার আল আসাদের কুখ্যাত নুসাইরি সেনাদের ফিফথ কর্পস বাহিনীর উপর হামলা ভারী চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সূত্রটি জানায়, মুজাহিদগণ নুসাইরী সৈন্যদের টার্গেট করে "আল-

হামিম" মিসাইল দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। যাতে বেশ কিছু নুসাইরী সৈন্য হতাহত হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান মুজাহিদগণ।

এই হামলার একদিন পর, অর্থাৎ গত ২২ আগস্ট শনিবার, সিরিয়ার উত্তর হামা সিটির আল-জাইয়্যিদ গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরি শাবিহা বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-তাওহীদের মুজাহিদিনরা।

সংবাদ সূত্রটি জানায়, আল-তাওহীদের মুজাহিদিনরা ১৩০ মিলিমিটার আর্টিলারি দ্বারা এসব হামলা চালিয়েছেন। যা শত্রুদের অবস্থানে সফলভাবে আঘাত হানছে।

সূত্রটি আরও জানায় যে, সিরিয়ার মুক্ত অঞ্চলে মুসলিম ভাইদের উপর নুসাইরীদের বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায় এসব হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

২১শে আগস্ট, ২০২১

তালেবানকে সমর্থন করে পোস্ট; আসামে মালাউন পুলিশের হাতে গ্রেফতার ১৪ মুসলিম

তালেবানকে সমর্থন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেয়ায় ভারতের আসাম রাজ্যের ১১ জেলা থেকে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আসাম পুলিশের একটি সাইবার সেল তাদের গ্রেফতার করে। যারা সব সময় সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নজরদারি করে। সূত্র: এনডিটিভি
আসাম পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) এই অভিযানের তদারকি করছে।
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ভায়োলেট বারুয়া বলেছে, আসাম পুলিশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তালেবানপন্থী মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।
সে টুইটে আরও বলেছে, আমরা এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করছি।
পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে তালেবানকে সমর্থন করা ১৭-২০টি আইডি চিহ্নিত করা হয়েছে। আসামের ১১টি জেলা ছাড়াও রাজ্যের বাইরে থেকে তিনটি, দুবাই, সৌদি-আরব এবং মুম্বাই থেকে যথাক্রমে একটি করে পোস্ট দেয়া হয়েছে। তারা সবাই আসামের নাগরিক। বাইরের তিন জনের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কাছে বিস্তারিত তথ্য হস্তান্তর করা হবে।

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বায়াতকে নবায়ন করেছে পাক-তালিবান

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সম্মানিত আমীর শাইখ মুফতী নুর ওয়ালি মেহসুদ (হাফিঃ) ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিজয়ে সম্প্রতি তালিবান উমারাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে করা তাদের বায়াতকে (আনুগত্য) পুনরায় নবায়ন করেছেন।

হামদ ও সালাতের পর তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) পক্ষ থেকে আমীর মুফতী নুর ওয়ালি মেহসুদ (হাফিঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া যে, ইমারতে ইসলামিয়ার দক্ষ নেতৃত্ব এবং মহান মুজাহিদিন, আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তায়, এই দুর্দান্ত ও মহান যুদ্ধে অধ্যবসায় দৃঢ়পদ ছিলেন, যার ফলে বিশ বছর যাবত মহান আল্লাহ্ তা'আলা বড় ত্বাগুত, অত্যাচারী এবং তার গোলামদের পরাজিত করেছেন। সেই সাথে সমগ্র ইসলামী উম্মাহ, বিশেষ করে মুজাহিদিন এবং আফগান গাজী জনগণের মাথায় বিজয়ের মুকুট পরিয়েছেন।

এসময় তিনি বলেন: আমি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদিন এবং গাজীদের পক্ষহতে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দময় মুহুর্তে আমীরুল মু'মিনিন শাইখ হেবাতুল্লাহ, মৌলভী ইয়াকুব, মোল্লা আবদুল গনি বারাদার এবং খলিফা সিরাজউদ্দিন হাক্কানি (হাফিজাহুমুল্লাহ্), তাদের নেতৃত্ব, আফগান মুজাহিদিন এবং মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন: "এই বিজয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিজয় এবং সমগ্র ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করে।"

সর্বশেষ তিনি বলেন: আজ এই শুভ দিনে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি তার বায়াত (আনুগত্য) নবায়ন করছে এবং অঙ্গীকার করছে যে, ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও ইমারতে ইসলামিয়ার স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তত থাকবে, আর আমরা এই প্রশংসনীয় কাজকে ইসলামী ও শরয়ী দায়িত্ব হিসাবে গ্রহন করি।

আফগান নারীদের নিয়ে হলুদ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা

দীর্ঘ ২০ বছর পর মার্কিন বাহিনীকে পরাজিত করে পুরো আফগানিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান মুজাহিদরা। গত রোববার (১৫ আগস্ট) রাজধানী কাবুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। এদিকে কাবুলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা দিয়েছে তালেবান। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার বিষয়টি তারা বারবার নিশ্চিত করেছে। নিশ্চিত করেছে ইসলামী শরীয়ার আলোকে সংবাদমাধ্যম ও নারী অধিকারে বিষয়টিও।

কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া তালিবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তালেবানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার চালাচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া। সাথে কম যাচ্ছেনা ভারতীয়দের একনিষ্ঠ দালাল বাংলাদেশের মিডিয়া। ভারতীয় মিডিয়া যেখানে রাতকে করছে দিন আর দিনকে করছে রাত সেখানে বাংলাদেশি মিডিয়া একধাপ এগিয়ে আকাশকে করছে জমিন আর জমিনকে করছে আকাশ। বিবিসি, ডয়েচেভেলের মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোও পিছিয়ে নেয় তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যান্ডা চালানোর ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল ২৪' এর এক খবরে দেখা যায় একজন বিদেশি সাংবাদিক এক আফগানির সাথে কথা বলছেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি উত্তর দিচ্ছেন। তালেবান সম্পর্কে আফগানি ব্যক্তির প্রথম কথাটা ছিল 'দ্যা পিপল ইজ গুড উইথ দেম' আর শেষ কথাটি ছিল 'লাইফ ইজ নরমাল'। চ্যানেল ২৪ এর সাংবাদিক এ ব্যক্তির কথা অনুবাদ করেছে এভাবে 'The people is good with them' আগামীতে কি হয় তা নিয়ে সবাই চিন্তিত। 'Life is normal' এখানে কি হয় তা নিয়ে সবাই ভয়ে দিন পার করছে। এই হচ্ছে আমাদের দেশের ভারতীয় দালাল মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার নমুনা।

এসব হলুদ মিডিয়া আফগানের নারীরা মানবাধিকার, বা শিক্ষার অধিকার পাবে না কিনা সে ব্যাপারে উৎকণ্ঠামূলক একের পর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। অথচ মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলায় হাজার-হাজার আফগান নারী-শিশু নিহত হয়েছেন। আহত হয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। মাদ্রাসায় হামলা করে শত-শত ছোট মাসুম বাচ্চাদের হত্যা করা হয়েছে। অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে বছরের পর বছর বন্দী করে রেখেছে। তখন মিডিয়া মানবতাবিরোধী এসব কাজের বিরুদ্ধে খুব বেশী সরব ছিলনা। দেশটিতে মার্কিন ন্যাটো জোটের হামলার বিরুদ্ধেও কাউকে তেমন কথা বলতে শোনা যায়নি। আমেরিকার পুতুল আশরাফ গনি সরকারের আমলে আফগান নারী কর্মকর্তা ,কর্মচারীদের উপর যৌন নিপীড়নের ব্যাপারেও মিডিয়া তেমন সরব ছিল না।

অথচ তালেবান মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকেই নারী শিক্ষা ও নারী অধিকারে বিষয়ে স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন। রাজধানী কাবুল বিজয়ের পরেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিদেশি কূটনীতিক ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সব চাকরিজীবী কোনো ধরনের শঙ্কা ছাড়াই নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এমনকি হিজাব রক্ষা করে নারী চাকরিজীবীদেরও কর্মস্থলে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত সোমবার (১৬ আগস্ট) কাতারের দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক দপ্তরের উপপ্রধান আব্দুস সালাম হানাফি বলেছেন, সাবেক আফগান সরকারের হয়ে কাজ করতেন বলে কাউকে হেনস্তা করা যাবে না। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না এবং নারীরা তাদের হিজাব রক্ষা করে কর্মস্থলসহ সব কাজ স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন।

গত মঙ্গলবার (১৭ আগস্ট) প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলন হাজির হয়ে পুনরায় এ ঘোষণা দিয়েছেন তালেবানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, রাজধানী কাবুলে এই সংবাদ সম্মেলন শুরু করেছেন জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

তিনি বলেন, আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

তিনি জানান, আমরা শরিয়া ব্যবস্থার অধীনে নারীর অধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতীবদ্ধ। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, এখানে কোনো ধরনের বৈষম্য হবে না।

দেশটিতে ইতিমধ্যে এটা প্রমানিতও হয়েছে। গত (১৭ আগস্ট) আফগান টিভি স্টেশন শামশাদ নেটওয়ার্কে আফগান মেয়েদের স্কুলে পাঠরত ও স্কুলে যাওয়ার ছবি প্রকাশ করেছে।

এর আগে কয়েকজন আফগান বালিকার 'স্কুলে যাওয়ার' ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে।

ছবিতে দেখা যায়, সাত বালিকা স্কুলের ইউনিফর্ম ও স্কার্ফ পরে নির্জন সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছে। ছবিটি সোমবার (১৬ আগস্ট) টুইটারে পোস্ট করা হয়। পরে তা ফেইসবুকেও ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়, মুজাহিদরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণের পর নারীদের একটি ছোট দল তাদের অধিকারের জন্য প্লেকার্ড হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করে যেন তালেবান তাদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার রক্ষা করেন। এসব নারীদের উপর তালেবান হামলা করবে কিনা এ ব্যাপারেও উৎকণ্ঠা জানায় নিউ ইয়র্ক টাইমস। অথচ এ সময় বিক্ষোভরত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলেন মুজাহিদরা।

এছাড়াও কাবুলের মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা গত ১৭ আগস্ট তালিবান কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন। তালেবানের পক্ষে আব্দুল হামিদ হামাসি সকল নারী শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা স্বাধীনভাবে তাদের পেশায় দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং তালেবানরা নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য নিরাপত্তা দেবে।

বার্তা সংস্থা 'ডকুমেন্টস অপরেশন এগেইন্সট মুসলিম ' এ প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় দেখা যায়, আফগান নারী অধিকার কর্মী 'জার্গুনা বালুচ' সকল আফগান নারী ও মেয়েদের তাদের শিক্ষা, কাজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তালেবান তাদের জন্য কোন হুমকি নয়। এ সময় তিনি সকল আফগান মেয়েদের স্কুলে যেতে আহ্বান জানান। তালেবানদের সাথে মেয়েদের জোরপূর্বক বিয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, এটা গুজব ও মিথ্যাচার। আফগানিস্তানে এমন কিছুই ঘটছে না।

টাঙ্গাইলে মাস না পেরুতেই ধ্বসে পড়েছে ৭০ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মিত সড়ক

টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার কাঞ্চনপুর ইউনিয়নে হালুয়াপাড়া-কর্মকারপাড়ায় গত জুন মাসে ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি সড়ক নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সড়ক নির্মাণের এক মাসের মধ্যে সড়কের বিভিন্ন অংশ ধসে পড়েছে।

নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

জানা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাঞ্চনপুর হালুয়াপাড়া সেতু এলাকা থেকে কর্মকারপাড়া সেতু পর্যন্ত সড়কটির মাটি ভরাটসহ পাকাকরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদফতর (এলজিইডি)। ৯৫০ মিটারের সড়কটি নির্মাণে কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নাইস এন্টারপ্রাইস।

সড়কটির মাটি ভরাটসহ পাকাকরণের কাজ ২০২০ সালের মধ্যে শেষ হওয়ায় কথা থাকলেও, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সেটা করতে ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ দিন পর গত জুন মাসে সড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কিন্তু সড়ক নির্মাণের এক মাস না পেরুতেই সড়কের দুই পাশের বিভিন্ন স্থান ধসে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সড়ক নির্মাণে মাটির পরিবর্তে নিম্নমানের বালু ব্যবহার করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

রাস্তার সোল্ডারের জন্য মাটি বরাদ্দ থাকলেও এক ফিট সোল্ডারও করা হয়নি। সাফবেস ও ম্যাকাডামেও নিম্নমানের কাজ করেছে। সড়কে বালু ভরাটের সঙ্গে সঙ্গেই পাকাকরণের কাজ করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। রোলার দিয়েও পিটানো হয়নি সড়ক। ঐ সময় স্থানীয়রা বাঁধা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারা নিজেদের মতো কাজ চালিয়ে গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা হাজী আব্দুর রহমান বলেন, একদিক দিয়ে বালু ফেলেছে অন্যদিক দিয়ে পাকাকরণের কাজ করেছে। সাইটে মাটি না ফেলেই পাকাকরণের কাজ করেছে তারা। আলগা মাটির উপর পাকা করায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে। আমরা বাঁধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোক কোনও কথা শোনেনি। এখন সড়কটি বাঁশ দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। পুরো সড়কের দুই পাশ ভেঙে গেছে।

কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ খান বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সড়কের সাইটে মাটিগুলো সঠিকভাবে দেয়নি। এছাড়া রোলার দিয়ে মাটিগুলো ভালোভাবে শক্তও করেনি। একদিকে মাটি ফেলেছে অন্যদিক দিয়ে পাকা করেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ধসে গেছে সড়কের দুই পাশ।

সোমালিয়া | দুর্দান্ত অভিযানে ৩৪ সেনাকে হত্যার পর সামরিক ঘাঁটি ও শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বৃহদাকার একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যার মাধ্যমে মুজাহিদগণ একটি ঘাঁটি ও শহর বিজয়ের পাশাপাশি অনেক মুসলিমকেও শত্রু কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২০ আগস্ট শুক্রবার সকালে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু থেকে ৩৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম 'জাবিদ" শহরে একটি মিলিশিয়া সামরিক ঘাঁটিতে বৃহদাকার একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের ব্যাপক তীব্র হামলায় সোমালি মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ২৩ মিলিশিয়া সদস্য নিহত এবং আরও ১১ সেনা আহত হয়েছে।

অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে অনেক সেনা সদস্য নদীতে ঝাঁপ দেয়। এতে আরও বেশ কিছু মুরতাদ সেনা নিহত হয়, যাদের মাঝে ৩ সেনার মৃতদেহ মুজাহিদগণ নদী থেকে উদ্ধার করেন।

অপরদিকে বেঁচে যাওয়া মুরতাদ সেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদগণ একটি সামরিক ঘাঁটি ও জাবিদ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন। এসময় মুজাহিদগণ বীজিত ঘাঁটি ও শহরটিতে মুরতাদ বাহিনীর রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পান মুজাহিদগণ।

সূত্র আরও জানায়, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ শহরটি বিজয়ের পর শহরের কারাগার থেকে নারীসহ বেশ কয়েকজন বন্দীকে মুক্ত করেন।

মালি | আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ এক হামলায় ৫৯ সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা (JNIM) মুজাহিদিন। এতে ১৫ মুরতাদ সেনা নিহত এবং দশ সেনা গুরুতর সহ আরও ৩৪ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিক এক বিবৃতিতে অনুযায়ী, গত ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার ভোরে সেনাদের কনভয়ে প্রথমে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এরপর পজিশন নিয়ে থাকা মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালান। এতে দেশটির মুরতাদ জেন্ডারমেস ও সেনাবাহিনীর ১৫ সদস্য নিহত এবং আরও ৩৪ সদস্য আহত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে একটি স্থানীয় সূত্র যোগ করে যে, মুজাহিদদের হামলায় প্রথম দিকে গুরুতর আহত হওয়া ১০ সেনা আঘাত সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। এছাড়াও ৮ সেনা বন্দী এবং ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়।

সূত্র আরও জানায়, অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ৪টি গাড়ি গনিমত পেয়েছেন, যার ২টির মধ্যে 12.7-mm মেশিনগান যুক্ত ছিল। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুরসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায় যে, মালির কেন্দ্রীয় মোপ্তি অঞ্চলের ডাউন্টজা, বনি এবং হম্বোরি শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বীরত্বপূর্ণ এই হামলাটি চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবায মুজাহিদিন। এই অঞ্চলে আল-কায়েদা মুজাহিদিন বর্তমানে মালিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে, যা গত বছরের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোমালিয়া | আশ-শাবাব মুজাহিদদের পৃথক হামলায় ৩৪ এরও বেশি কুফফার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ২টিতেই ৩৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে গুরুত্বপূর্ণ এক অফিসারসহ কমপক্ষে ১৭ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত হামলায় অনেক সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্র জানায়, রাজধানীতে অবস্থিত গোয়েন্দা সংস্থার একটি ভবনে এই হামলাটি চালানো হয়েছে। যখন সেনারা মিটিং করতে একত্রিত হয়েছিল। তখনই আশ-শাবাব মুজাহিদিনরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভবনটিতে হামলা চালান। আর এতেই এই বিপুল সংখ্যাক সেনা সদস্যের হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দিনালী, কারান এবং বে-বুকুল রাজ্যের ওয়াজিদ ও কেনিয়ার কালবায়ু শহরে আরও ৪টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে কেনিয়ায় পরিচালিত মুজাহিদদের একটি শক্তিশালী হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক পুরোপুরি ধ্বংস হয়, যাতে ট্রাকে থাকা সকল সৈন্য নিহত হয়। অপরদিকে মোগাদিশুর কারান শহরে পরিচালিত হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। তবে বাকি ২টি হামলায় মুরতাদ সেনাদের হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানা যায় নি।

এই হামলাগুলোর এক দিন পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বায়দাওয়ে শহরে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন। সূত্র জানায় উক্ত হামলায় কমপক্ষে ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। যাদের মাঝে ৬ সেনার মৃতদেহ ময়দানে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় মুরতাদ সেনারা।

ভারতীয় মিডিয়ার কারসাজি

আফগানিস্তানে তালেবানরা কাবুল বিজয়ের পর থেকেই ভারতীয় হলুদ মিডিয়াগুলো বিভিন্ন তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা, ন্যাটো জোট পরাজিত হলেও হলুদ মিডিয়াগুলো রীতিমত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তালেবানরা বিজয়ের পর সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও কিছু আফগান দালাল ও সুযোগ সন্ধানীরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। যেহেতু এখন টিকেট ভিসাসহ কোন কিছুরই খরচ লাগছে না। তাই বিনা খরচে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমাতে চাচ্ছে। এ বিষয়টিকে মিডিয়াগুলো তালেবানদের ভয়ে আফগান নাগরিকরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হিসেবে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় ইডিট করা অবান্তর ভিডিও পোস্ট করছে। এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যাতে দেখানো হয়েছে, তালিবানের আতঙ্কে প্লেনের টারবাইন ইঞ্জিনের উপরিতলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে, মাথায় বালিশ রেখে, উপুড় হয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আমেরিকায় পালিয়ে যাচ্ছে জনৈক আতঙ্কগ্রস্ত আফগান নাগরিক। এমনই অদ্ভুত ভিডিয়ো সম্প্রচার করলো আম্বানি মালিকানাধীন মিডিয়া নিউজ ১৮ । আর এই খবরের পেছনে সঞ্চালিকার উৎকণ্ঠিত ধারাভাষ্যও বেশ বিদ্বেষপূর্ণ।

প্রশ্ন আসে হাজার ফুট উঁচুতে উড্ডয়নকালে প্লেনের গতিপথের বিপরীতমুখী বাতাসের গতিবেগে কোন মানুষ শুয়ে থাকা সম্ভব?
থাকলেও প্লেনের টারবাইন ইঞ্জিনের উপরিভাগের তাপমাত্রায় মানুষ ভাজা হয়ে যাওয়া কথা।
আর ভিডিওটি যিনি শুট করেছেন তিনি ঠিক কোথায় বসে শুট করেছেন!
ভারতীয় মিডিয়ায় প্রচারিত এসব খবরের তথ্যের কোন যৌক্তিকতা আছে!?

ধর্মীয় গোষ্ঠীকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার হুমকি ও আসিফ নজরুলকে 'কুকুর' সম্বোধন লেখক ভট্টাচার্যের

সন্ত্রাস, মাদকবাণিজ্য, জমিদখল, চাঁদাবাজি, হত্যা ও ধর্ষণের মত একের পর এক অপরাধ ঘটিয়ে সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। তাদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ ইতিহাসও তাদের মতোই কলঙ্কময়। কখনো শিবিরের নামে ইসলাম পালনকারী ছাত্রদের মারধর, কখনোবা আলেম ওলামাদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আর কখনো জাতির রাহবার আলেমদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করা - এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বরাবরই তাদের জাত চিনিয়েছে ছাত্রলীগ নামক এই সন্ত্রাসী সংগঠনটি।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার হিন্দুত্ববাদী ছাত্রলীগের গোপূজারী সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে 'উগ্র সাম্প্রদায়িক' সম্বোধন করে বলেছে, "বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী রাজনীতি করার ক্ষমতা রাখে না। কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না। বাংলাদেশ ছাত্রলীগই তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে যথেষ্ট।"

এই গোমূত্র পানকারী আরও বলে, "শিবির হলেই তাকে মারতে হবে।" খবর - যুগান্তর।

৯০% মুসলিমের দেশে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রকাশ্যে মারার হুমকি দেওয়াকে ভারতের উগ্রবাদী কার্নি সেনার প্রধান সুরজ পাল আমুর প্রকাশ্যে মুসলিম হত্যার ডাকের সাথে তুলনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এছাড়া ভারত ও এর দালাল আওয়ামী সরকারের সমালোচনা করে কাবুলের ছবি সম্বলিত পোস্ট দেওয়ায় অধ্যাপক আসিফ নজরুল সম্পর্কে ছাত্রলীগের এই গুণ্ডা বলে, " আমরা জানি কিভাবে এদের শায়েস্তা করতে হয়। ইতোপূর্বে তার চাইতে 'বড় কুকুর' লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে।" এছাড়াও আসিফ নজরুলকে 'গণপিটুনি' দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতারিত করার হুমকিও দেয় সে।

কোটাসংস্কার আন্দোলন চলাকালীন সময় সহ আগেও বহুবার পিতৃসম শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এমন উদ্ধত কর্মকাণ্ড করেছে ছাত্রলীগ। হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা কোন আদব-লেহাজের ধার ধারেনা - এসব ঘটনায় এটাই প্রমাণ হয় বলে মনে করেন অনেকে।

এই ঘটনার পাশাপাশি, দেশের প্রসাশনের আদলে ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে হিন্দুদের ব্যাপকভিত্তিক পদায়ন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে অনেক সচেতন মুসলিমকে।

২০শে আগস্ট, ২০২১

নারায়ণগঞ্জের তল্লা মসজিদ বছর পার হলেও খুলে দেয়া হয়নি : মুসুল্লিদের ক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার তল্লা এলাকার বাইতুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর এক বছর কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত নামাজের জন্য খুলে না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জুমার নামাজের পর মসজিদের সামনে স্থানীয় মুসুল্লি ও এলাকাবাসী আয়োজিত এক মানববন্ধনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে মসজিদটি বন্ধ রাখায় ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে পানি জমে মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে ও জরাজীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত সংস্কার করা না হলে মসজিদটি নামাজের জন্য অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। এছাড়া এলাকার মুসল্লিদের নামাজ আদায়েও ব্যাঘাত ঘটছে।

তাই আগামী মঙ্গলবারের (২৪ আগস্ট) মধ্যে তিতাসের তদন্ত কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলসহ শুক্রবারের (২৭ আগস্ট) মধ্যে মসজিদটি মুসল্লিদের নামাজের জন্য খুলে দিতে জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতাও কামনা করেন। অন্যথায় তিতাস অফিস ঘেরাওসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও এলাকাবাসী হুঁশিয়ারি দেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মসজিদের নিহত ইমাম আব্দুল মালেক নেছারির দুই ছেলেসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। মানববন্ধন শেষে দুর্ঘটনায় নিহতদের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। স্থানীয় এক হাজারের বেশি মুসল্লি মানববন্ধনে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এশার নামাজ চলাকালে গ্যাস পাইপ লাইনের লিকেজ ও বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার তল্লা এলাকার বাইতুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

এতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ ৩৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তিতাসের আট কর্মকর্তা-কর্মচারী, মসজিদ কমিটির সভাপতি, ডিপিডিসির মিটার রিডার ও স্থানীয় এক বিদ্যুৎ মিস্ত্রিসহ সংশ্লিষ্ট আরও বেশ কয়েকজনকে অভিযুক্ত করে ফতুল্লা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তবে এখনো নিহতের পরিবাররা বিচার পাননি।

কথিত উন্নয়নের মহাসড়কে একটি এলইডি বাতির দাম ৭০ হাজার টাকা

কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাগুলোতে এলইডি সড়ক বাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক দামের প্রস্তাব করা হয়েছে এলইডি সড়ক বাতি কেমার ক্ষেত্রে। একটি ১০০ ওয়াটের এলইডি সড়ক বাতির দাম ধরা হয়েছে ৬৯,৬৯০ টাকা! এছাড়া একেকটি ৪০ ওয়াটের লাইটের দাম ৩১,৯৭১ টাকা, ৬০ ওয়াট বাতি ৫৫,৩২১ টাকা এবং ৮০ ওয়াট লাইটের দাম ধরা হয়েছে ৬৬,৬৯৭ টাকা। খবর - যুগান্তর।

প্রকল্পটির শুরুতেই রয়েছে বিশাল গলদ, যেনতেনভাবে দায়সারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। রূপপুর বালিশকাণ্ড আর আইসিএউ এর পর্দাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী দুর্নীতিবাজ প্রসাশনের আরেকটি পুকুরচুরির নমুনা এটি। তবে এদের বিরুদ্ধে কখনোই কোন শক্ত পদক্ষেপ না নেওয়ায় নির্বিঘ্নেই এসব দুর্নীতি চলতে থাকে বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) মামুন-আল-রশীদও জানিয়েছে, প্রস্তাবিত মূল্য অবশ্যই বাজারের চেয়ে বেশি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যারা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের একাংশ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসাবে এমন প্রস্তাব দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে অনিয়ম ও দুর্নীতি করা যায়। কিন্তু যেসব কর্মকর্তা এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের

জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা হয় না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এমন প্রবণতা অব্যাহত আছে। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এমন অনিয়ম বন্ধ হবে না।

সিলেটে পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৪ তরুণীর আত্মহত্যার চেষ্টা

সিলেটে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৪ তরুণী আত্মহত্যা চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আশ্রয় কেন্দ্রে দুই মাসের শিশু হত্যার রহস্য উদঘাটনের এক সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকালে এই ঘটনা ঘটে।

পুনর্বাসন কেন্দ্রের স্টোরের দায়িত্বে থাকা প্রশিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও অফিস সহকারী আনোয়ারা বেগম দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর নির্যাতন করছে। এতে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ওই চার তরুণী।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ জনের অভিযোগ, প্রশিক্ষক দেলোয়ার ও অফিস সহকারী আনোয়ারা তাদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। আনোয়ারা বিভিন্ন সময় তাদের জুতা পেটাও করেছেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে দেলোয়ার তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন; অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। দীর্ঘদিন ধরে দুইজনের নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে না পেরে তারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।

আত্মহত্যা চেষ্টাকারী চার তরুণী জানান, বর্তমানে কেন্দ্রে ৪০ জন বাসিন্দার মধ্যে দুইজন শিশু ছাড়া বাকি সকলে কিশোরী-তরুণী। সম্প্রতি কেন্দ্রের বাসিন্দা এক তরুণী বিষপানে আত্মহত্যা করেন; যার জন্য শুক্রবার শিরণী অনুষ্ঠান হবে। বৃহস্পতিবার এই শিরনী নিয়ে দেলোয়ারের খারাপ ব্যবহারের পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন চারজন।

প্রসঙ্গত, গত ২২ জুলাই নগরীর বাগবাড়িতে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ছোটমণি নিবাসে দুই মাস ১১ দিন বয়সী এক শিশুকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে ১২ আগষ্ট নিবাসের আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অবুঝ শিশুর কান্নায় অতিষ্ট হয়ে আয়া সুলতানা প্রথমে বিছানায় আছাড় মেরে ও বালিশ দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা আদালতে স্বীকার করেন অভিযুক্ত আয়া।

পাকিস্তানে আশুরার মিছিলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৩, আহত ৩০

পাকিস্তানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে তিনজন নিহত এবং আরও ৩০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশের বাহাওয়ালনগর জেলায় বৃহস্পতিবার ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজা বাশারাত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার আশুরার মিছিলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বাহাওয়ালনগরে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় আশুরার একটি মিছিলে গ্রেনেড ছুরে মারে এক ব্যক্তি।

রাজা বাশারাত জানিয়েছেন, হামলায় আহত দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের বাহাওয়ালপুরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা হামলায় আহত অন্যান্যরাও ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বোমা হামলার ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গেছে পুলিশ সদস্য এবং অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলের দিকে ছোটাছুটি করছে। রাস্তার পাশে আহত লোকজনকেও পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

১৯শে আগস্ট, ২০২১

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের গ্রেনেড হামলায় এক পুলিশ সদস্য আহত

পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের উপর পরিচালিত এক গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দেশটির এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে বলা জানা গেছে।

বিবরণ অনুসারে, গত মঙ্গলবার রাত ৮ টায় খাইবার পাখতুনখাওয়ার বান্নু জেলার বেসাখেল থানায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন মুজাহিদগণ, এতে এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বরকতময় হামলার সুসংবাদ দেন।

সোমালিয়া | আশ-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১২ মুরতাদ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১২ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়ছে।

হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, গত ১৮ আগস্ট বুধবার, রাজধানী মোগাদিসুর দার্কিনালি, দিনালি এবং হারওয়া জেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ৩ টি ভিন্ন আক্রমন চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদগণ। হামলায় সরকারি মিলিশিয়াদের ৩ সদস্য নিহত আরেকজন আহত হয়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ২টি ক্লাশিনকোভও গনিমত লাভ করেন।

একইদিনে কিসমায়ো শহরের বারসাঞ্জুনি এলাকায় এবং দক্ষিণ যুবা রাজ্যের কোকানি শহরে মুরতাদ মিলিশিয়াদের ২টি সামরিক ঘাঁটিতে পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে কমপক্ষে ৩ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

একইভাবে মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও এদিন তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলশ্রুতিতে ৫ মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | ইমারতে ইসলামিয়ার ছায়াতলে জনসাধারণের জীবন-যাত্রা, নানগারহার প্রদেশ

গত ১৫ আগস্ট কাবুল বিজয়ের দিন নানগারহার প্রদেশ বিজয় করেন তালিবান মুজাহিদগণ। কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুজাহিদগণ কান্দাহারে ইমারতে ইসলামিয়ার ব্যবহৃত তাওহীদের ঝান্ডা উত্তলন করেন। মুজাহিদদের পক্ষহতে সাধারন ক্ষমা ঘোষণার পর কাবুল সরকারের নিয়োজিত গভর্নর শান্তিপূর্ণভাবে প্রদেশের কর্তৃত্ব মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেন।

যদিও এর আগে প্রদেশটিতে ত্রিপাক্ষিক অনেক লড়াই হয়েছে। কিন্তু তালিবান মুজাহিদগণ প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর পাল্টে যায় এর দৃশ্যপট। বর্তমান অবস্থা দেখে মনেই হয়না যে, এখানে কিছুদিন আগেও ত্রিপাক্ষিক লড়াই হয়েছে।

তালিবানদের অফিসিয়াল মানবা-উল-জিহাদ স্টুডিও ইমারতে ইসলামিয়ার ছায়াতলে নানগারহার প্রদেশে প্রশান্তচিত্তে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/after-victory-of-nangerhar

https://alfirdaws.org/2021/08/19/51725/

---

৪০ ভাগ নারী পুলিশ পুরুষ সহকর্মীদের যৌন হয়রানির শিকার

৪০ ভাগ নারী পুলিশ সদস্য পুরুষ সহকর্মীদের যৌন হয়রানির শিকার হোন বলে এক জরিপে দেখা গেছে।

কর্মক্ষেত্রে নারী পুলিশ সদস্য যৌন হয়রানির শিকার হয় কি না, এ নিয়ে জরিপ চালায় পুলিশ সদর দপ্তর। এতে অংশ নেন ৪৪১ জন পুলিশ সদস্য। এদের মধ্যে ৩৪৬ জন এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। ১৩৮ জন স্বীকার করেছে, হয়রানির শিকার হন নারী পুলিশেরা।

সম্প্রতি পিবিআইয়ের এসপি মোক্তার হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন পুলিশের এক নারী সদস্য। এরকম বেশকিছু অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর। পরিস্থিতি বুঝতে চালায় জরিপ। ৪০ শতাংশ সদস্য স্বীকার করেছে, নারী পুলিশ সদস্যদের হয়রানি করেন পুরুষ সহকর্মীরা।-ইন্ডিপেনডেন্ট

অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, শুধু যৌন হয়রানি নয়, অনৈতিক প্রস্তাবে সাড়া না দিলে বদলি ও বিভাগীয় মামলার হুমকি, অশ্লীল গালিগালাজ ও পোশাক নিয়েও বাজে মন্তব্য করে অনেকে।

১৯৭৪ সালে প্রথম পুলিশে যোগ দেয় ১৩ জন নারী কনস্টেবল ও উপ-পরিদর্শক। এখন এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫ হাজারে।

ইন্তেকাল করেছেন আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী

হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ আলেম শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ জুনাইদ বাবুনগরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি। হাটহাজারী মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০ মিনিটে আল্লামা বাবুনগরী শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে চট্টগ্রামের সিএসসিআর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। বাবুনগরীর খাদেম মাওলানা জুনায়েদ জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বাবুনগরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। পরে তড়িঘড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হন সঙ্গীরা।

৭৩ বছর বয়সি দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, কিডনি ও ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। তার ইন্তেকালের খবরে হাটহাজারীসহ সকল স্থানে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার শত শত ছাত্র কান্নায় ভেঙে পড়েন।

১৮ই আগস্ট, ২০২১

মালি | ডোজো মিলিশিয়াদের উপর আল-কায়দার হামলা, নিহত ২২, আহত অনেক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যার ধারাবাহিতায় এবার ২২ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ।

আঞ্চলিক সূত্র অনুযায়ী, আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সবচেয়ে সক্রিয় শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদগণ, গত মাস থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে সাহেল দেশগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল অভিযান শুরু করেছেন। যার ধারাবাহিতায় মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত বেশ কিছু এলাকা থেকে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেই ধারাবাহিতায় মুজাহিদগণ এবার তাদের নিয়ন্ত্রিত মালির মোপ্তি রাজ্যে সন্ত্রাস নির্মূল অভিযান শুরু করেছেন। সূত্র জানায়, গত ১৬ আগস্ট, মুজাহিদগণ মালির মোপ্তি রাজ্যের ডানকৌসা অঞ্চলের মারুবাগ এলাকায় এই অভিযান চালান। যেখানে জাজনোর "ডোজো" নামক একটি সন্ত্রাসী মিলিশিয়া গ্রুপের অবস্থানে হামলা চালান মুজাহিদগণ। অভিযানের পূর্বে মুজাহিদগণ সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা আত্মসমর্পণ না করে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে মুজাহিদগণও সন্ত্রাসীদের টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান এবং ১৭ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেন।

এর আগে গত ১১ আগস্ট, টিনেনকো অঞ্চল থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে সিলামা এলাকায় "ডোজো" মিলিশিয়াদের অপর একটি আস্তানায় হামলা চালান আল-কায়েদা মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় কমপক্ষে ৫ ডোজো মিলিশিয়া সদস্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু মিলিশিয়া আহত হয়। অন্যরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান | টিটিপির সফল হামলায় অফিসারসহ ৩ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ আগস্ট রাতে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের ল্যাঙ্গারখেল গ্রামে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছেন পাক তালিবান।

মুজাহিদগণ মুরতাদ সেনাদের উপর গুলি চালালে এক অফিসার নিহত এবং দুই সেনা সদস্য আহত হয়। অপরদিকে মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে যান।

সূত্র জানায়, আহত সেনা সদস্যদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি (হাঃ) বরকতময় এই হামলার সুসংবাদ দেন।

সোমালিয়া | আশ-শাবাব মুজাহিদদের আক্রমণে উর্ধ্বতন অফিসারসহ ১৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় আশ-শাবাব মুজাহিদদের আক্রমণে এক উর্ধ্বতন অফিসারসহ পাঁচ সোমালি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে কমপক্ষে দশ সৈন্য।

স্থানীয় মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার উত্তর-মধ্যাঞ্চলীয় মাদাক রাজ্যের শিবিলো উপকণ্ঠে জালমাদাক প্যারামিলিটারি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী আক্রমণ চালান আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ সরকারি বাহিনীর এক উর্ধ্বতন অফিসারসহ পাঁচ সৈন্য খতম করেছেন। এতে আহত হয়েছে কমপক্ষে আরও দশ সোমালি মুরতাদ সৈন্য।

উক্ত হামলায় জালমাদাক দারউইশ বাহিনীর হরসিড ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর মেহমেদ আলি সালাদ নিহত হয়েছে।

রাজ্য আধিকারিক ওমর মুস্তাফ জানায়, আশ-শাবার মুজাহিদদের অতর্কিত আক্রমণে জালমাদাক রাজ্যে সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মসজিদে ঢুকে হিন্দুত্ববাদী কায়দায় নামাজরত ৩ বৃদ্ধকে পেটাল যুবলীগ নেতা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে নামাজরত তিন বৃদ্ধকে মসজিদে ভিতরেই বেধড়ক পিটিয়েছে পদ্মপুকুর ইউনিয়ন যুবলীগের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মিজানুর রহমান। খবর - ইত্তেফাক।

আহত সাত্তারের ছেলে মাসুম বিল্লাহর বয়ান মতে, প্রতিবেশী আবুল কাশেমের সঙ্গে তাদের জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এ নিয়ে সোমবার (১৬ আগস্ট) আসরের নামাজের পর তার বাবা এসএম আব্দুস সাত্তার ও আবুল কাশেম বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হন। এই আবুল কাসেমেরি ছেলে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান।

পরবর্তীতে এই ঘটনার জের ধরে মাগরিবের ওয়াক্তে মিজানুর রহমান, তার বাবা আবুল কাশেম ও ছোট ভাই জালাল উদ্দিন সংঘবদ্ধ হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে; এরপর হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-এর কায়দায় নামাজরত অবস্থায়ই সাত্তারের পর হামলা করে। এসময় বাধা দিতে গেলে তারা প্রতিবেশী মোসলেম মোল্লা ও সাবুদ আলীকেও বেধড়ক পিটায়।

মারপিটে রক্তাক্ত জখম হওয়া এই তিন জনকে পরে উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যুবলীগ নেতা হওয়ায় শ্যামনগর থানার ওসি দায়সারাভাবে মন্তব্য করে যে, তারা কেবলমাত্র লিখিত অভিযোগ পেলেই আইনগত ব্যবস্থা নিবে।

মসজিদে যাওয়ার একমাত্র পথে কালভার্ট ভেঙ্গে মরণফাঁদ; সংস্কারের কেউ নেই

দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার বোয়ালদাড় ইউনিয়নের বৈগ্রামের দক্ষিণপাড়া নতুন মসজিদে যাওয়ার একমাত্র রাস্তার কালভার্ট প্রায় ভেঙ্গে গেছে। সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পরে আছে বহুদিন ধরেই, তবে সংস্কারে নেই কোন দৃশ্যমান উদ্যোগ।

গ্রামের শত শত মানুষের মসজিদে যাওয়ার পথে ভাঙা কালভার্টটি এক বিরাট বাঁধা হয়ে দাড়িয়ে আছে, বয়স্করা আহতও হচ্ছে, তবুও স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যান বা ইউ.এন.ও - কারো কাছ থেকেই আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। খবর - কালের কণ্ঠ।

বৈগ্রামের বাসিন্দা মবিনুর ইসলাম বলেন, "এই রাস্তা দিয়ে আমরা চলাচল করি। অনেক দিন থেকে এটি ভেঙে পড়ে আছে, কেউ দেখার নেই। আমাদের চলাচলে অনেক সমস্যা হয়। রাতের আঁধারে চলার সময় অনেকে গাড়ি নিয়ে পড়েও যায়। অনেকের ক্ষতিও হয়েছে।"

৯০% মুসলিমের দেশে মসজিদে যাওয়ার রাস্তা কেন দিনের পর দিন অকেজো হয়ে পরে থাকবে সামান্য একটি কালভার্টের জন্য - এ নিয়েও এলাকাবাসির মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

---

৩ বছরের প্রকল্পে এক দশকে অগ্রগতি মাত্র ২৮ শতাংশ

এক দশকের বেশি সময়ে কাজ এগিয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ। অথচ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়ালসড়ক প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল সাড়ে তিন বছরে। বেড়েছে প্রকল্প ব্যয়ও; শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১১ হাজার ৯২০ কোটি টাকা, যা ১ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা বেড়েছে। পুরো কাজ কবে শেষ হবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। জানা গেছে, আগামী বছর বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশ চালুর লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে।

উড়ালসড়কের দুর্গতি

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, উড়ালসড়কটি চালু হলে যানবাহন ৮০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে। এ হিসাবে বিমানবন্দর এলাকা থেকে কুতুবখালী যেতে মোটামুটি ২০ মিনিট সময় লাগার কথা। পুরো পথে মোট ১৫টি ওঠার ও ১৬টি নামার জায়গা থাকবে।

এর পাশাপাশি ফার্মগেট হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এবং কাঁটাবন হয়ে পলাশী মোড় পর্যন্ত উড়ালপথে দুটি সংযোগ সড়কও থাকবে। ফলে সুফল পাবেন ওই এলাকাগামী মানুষেরাও। তবে এই সমস্ত কিছুই খাতা-কলমে আটকে আছে। সুবিধা আর সুযোগের বদলে রাজধানীবাসীর হতাশা আর প্রতিনিয়ত দুর্গতির কারণ এখন এই উড়ালসড়ক।

উড়ালসড়কের শুরু ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। বনানী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ হয়ে এটি যাবে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটারের মতো। আশা করা হয়েছিল রাজধানীর যানজট কমাতে উড়ালসড়ক ও মেট্রোরেল সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখব। তবে হয়েছে উল্টো; দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছে রাজধানীবাসীর।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে (পিপিপি) নেওয়া প্রকল্পগুলোর একটি উড়ালসড়ক। এটি বাস্তবায়ন করছে সেতু বিভাগ। ২০১১ সালের ৩০ এপ্রিল এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর আরও দুই দফা নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সেতু বিভাগের নথিপত্র অনুযায়ী, ১০ বছরে সার্বিক কাজ মাত্র ২৮ শতাংশ হলেও বিমানবন্দর থেকে বনানী পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৫ শতাংশের মতো। বনানী থেকে মগবাজার পর্যন্ত কাজ চলছে। বাকি অংশে শুরুই হয়নি কাজ।

উড়ালসড়কের কাজ হচ্ছে তিন ভাগে। প্রথম ভাগ বিমানবন্দর থেকে বনানী পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার। দ্বিতীয় ভাগ বনানী থেকে মগবাজার রেলক্রসিং পর্যন্ত ছয় কিলোমিটারের কিছু কম। তৃতীয় ভাগ মগবাজার থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হক এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে বলেন, সরকার পদ্মা সেতুর পরই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল উড়ালসড়ক প্রকল্পে। এর কারণ ছিল ঢাকায় তখন প্রস্তাবিত অন্য প্রকল্পের কারণে যে চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তা থেকে ঢাকাবাসীকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া। তিনি বলেন, সময়ক্ষেপণের কারণে আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। উল্টো ব্যয় বেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কতটা উপকার হবে, এখন সেই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে।

প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি

উড়ালসড়ক প্রকল্পের দুটি ভাগ। মূল কাঠামো নির্মাণ এবং সহযোগী প্রকল্প। চুক্তি অনুযায়ী, মূল কাঠামো নির্মাণ ব্যয়ের ২৭ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করবে সরকার। বাকি ৭৩ শতাংশ বিনিয়োগ করবে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। এ কাজে শুরুতে ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে তা ২৩৭ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা ধরা হয়।

সহযোগী প্রকল্পের পুরো ব্যয় সরকারের। জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, বিভিন্ন সেবা সংস্থার লাইন সরানো ও পরামর্শকদের ব্যয় মেটানোর জন্য এ প্রকল্প নেওয়া হয়। শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ হাজার ২১৭ কোটি টাকা। পরে তা ১ হাজার ৭০১ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

সেতু বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, ব্যয় এতটা বেড়ে যাওয়ার কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাড়তি সময় লাগা। সহযোগী প্রকল্পের ব্যয় যেহেতু পুরোটা সরকার বহন করছে, তাই এ খাতে ১ হাজার ৭০১ কোটি বাড়তি খরচের টাকা সরকারি কোষাগার থেকেই দিতে হবে। সব মিলিয়ে প্রকল্পটির সর্বশেষ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা, যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে বলে জানিয়েছে সেতু বিভাগ সূত্র।

এদিকে উড়ালসড়ক প্রকল্পের পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার বলেন, আগামী বছর জুনের মধ্যে বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত চালুর একটি লক্ষ্য রয়েছে। বাকিটা পরে হবে। তিনি বলেন, এখন কাজের গতি ভালো। টাকার সমস্যাও কেটেছে। করোনার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে।

নির্মাণকাজে বিলম্বের কারণ

থাইল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ইতাল-থাই) উড়ালসড়ক নির্মাণের কাজ করছে। ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে কাজের দায়িত্ব দেয় সরকার। কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৪ সালে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ২০১১ সালের শুরুতে চুক্তি করার পরও নকশা বদল ও জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় দুই বছরের মতো দেরি হয়। পরে ২০১৩ সালের মাঝামাঝিতে ইতাল-থাইয়ের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে সেতু বিভাগ।

২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর এবং ২০১৫ সালের ১৬ আগস্ট দুই দফা নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। কিন্তু কাজ চলে ঢিমেতালে।

উড়ালসড়ক প্রকল্পে দেরি হওয়ার জন্য বড় দায় ইতাল-থাইয়ের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ইতাল-থাইকে কাজ দেওয়া হয়েছিল নিজের টাকা বিনিয়োগ করার শর্তে। কিন্তু নির্মাণকাজের টাকা জোগাড় করতেই কোম্পানিটি লাগিয়ে দেয় ৯ বছর।

এদিকে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে অন্য একটি বিষয়। ইতাল-থাইয়ের সঙ্গে চুক্তির এক জায়গায় বলা হয়েছে, বিনিয়োগকারী যে বিদেশি ঋণ নেবে, এর সুদের জন্য কর দিতে হবে না। শর্তে না থাকলেও এর সঙ্গে বাড়তি হিসেবে প্রকল্পে ব্যবহৃত পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় কেনার দাবি করেছে ইতাল–থাই।

সূত্র মতে, গত বছরের ২৯ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জানিয়ে দিয়েছে, কর ও শুল্ক সুবিধার কোনোটাই দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর গত ফেব্রুয়ারিতে ইতাল–থাই আবার কর ছাড়ের আবেদন করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে এখনো দেনদরবার চলছে।

ব্রহ্মপুত্রে সেতু নির্মাণে শুধু পরামর্শক ব্যয়ই ৬০ কোটি টাকা

এক সেতু নির্মাণে পরামর্শক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০ কোটি টাকা। এ ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে 'ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ' প্রকল্পে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর একটি ব্রিজ, ওভারপাস ও ৬.২ কিলোমিটার সড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে নির্মিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি নির্মাণের শুরুতেই অস্বাভাবিক ব্যয় নজরে এসেছে। বর্তমানে প্রায় যেকোনো প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে হওয়া মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বারবার সমালোচনার কারণ হলেও থামানো যাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট মহলের এই পুকুরচুরি।

অস্বাভাবিক পরামর্শক ব্যয়

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩২০ মিটার স্টিল আর্চ ব্রিজ নির্মাণ, ৭৮০ মিটার অ্যাপ্রোচ সড়ক, ২৪০ মিটার রেলওয়ে ওভারপাস, ৫৫১ মিটার সড়ক ওভারপাস, ৬.২০ কিলোমিটার এসএমভিটিসহ ৪ লেনের মহাসড়ক নির্মাণ এবং একটি টোল প্লাজা নির্মাণ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ২৬৩ কোটি ৬৩ লাখ ১৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ১ হাজার ৩৫৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা এবং এশিয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবির) ঋণ থেকে ১ হাজার ৯০৯ কোটি ৭৯ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।

ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতুটি এই অঞ্চলের সাথে ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ রাজধানী ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। ফলে অসংখ্য যানবাহন সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম করে। বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতুর দৈর্ঘ্য ৪৫৫ মিটার এবং প্রস্থ ১১ মিটার।

সেতুর অ্যাপ্রাচে একটি চার রাস্তার মোড় রয়েছে। মোড় হতে সেতুটি মাত্র ২৫০ মিটার দূরে অবস্থিত। চার রাস্তা মোড়ের একপাশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ফলে শহরের বিভিন্ন দিক থেকে ট্রাফিক এসে

সেতুটিতে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি করে। ময়মনসিংহ শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্র অপর পাশে নতুন শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে এই এলাকা হতে ভবিষ্যতে অসংখ্য ট্রাফিক তৈরি হবে। এখানে বিকল্প একটি সেতু নির্মাণ করা না হলে শহরে বসবাস করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

কাশ্মীরে গেরিলা হামলায় সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতা নিহত

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে অজ্ঞাত গেরিলা হামলায় হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা জাভেদ আহমেদ দার নিহত হয়েছে।

গতকাল(মঙ্গলবার) বিকেলে দক্ষিণ কাশ্মীরে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে ওই বিজেপি নেতা নিহত হয়।

জানা যায়, গেলিলারা ওই বিজেপি নেতার বাড়ির বাইরে গুলিবর্ষণ করলে সে নিহত হয়। ওই ঘটনার পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

বিজেপি নেতার হত্যার বিষয়ে দলের মুখপাত্র আলতাফ ঠাকুর কুলগামে দলের নেতার হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সে বলেছে, জাভেদ আহমেদ দার দলের যুব নেতা এবং কুলগাম নির্বাচনী এলাকার দায়িত্বে ছিল।

তালিবানদের বিজয়ে সোমালিয়ায় মুজাহিদ ও জনসাধারণের আনন্দ উদযাপন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব সমর্থিত মিডিয়াগুলো, পশ্চিমা পা চাটা গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারের পতন ঘটিয়ে তালিবান মুজাহিদদের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে।

গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল বিজয় করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন। তালিবান মুজাহিদদের বিজয় সংবাদগুলো এদিন খুব জোরালো ভাবে প্রচার করে হারাকাতুশ শাবাব সমর্থক মিডিয়াগুলো।

এরমধ্যে হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল "আল-আন্দোলুস রেডিও" সবাচাইতে বেশি ভূমিকা রাখে। রেডিওটি সারাদিন তালিবান মুজাহিদদের আপডেট খবর সম্প্রচার করতে থাকে এবং কাবুল বিজয়ের পর রেডিওটি থেকে সোমালি ভাষায় সম্প্রচার হতে থাকে আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের কয়েকটি বক্তব্য। যার মধ্যে রয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন বিরুধী যুদ্ধের পূর্বে আফগান জনগণকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া ঐতিহাসিক বক্তব্য। যা আজও মু'মিনদের হৃদয়কে নাড়া দেয়।

এছাড়াও "আল-আন্দোলুস রেডিও" থেকে এদিন সম্প্রচার হতে থাকে ইমারতে ইসলামিয়ার প্রয়াত আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা ওমর ও শহিদ মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মানসূর রহিমাহুমুল্লাহ্'র সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা। যা মধ্যরাত পর্যন্ত সম্প্রচার হয়।

আশ-শাবাব সমর্থক সোমালী মিমো লিখেছে,"আল্লাহু আকবার, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদদের নিকট কাবুল সরকারের পতন হয়েছে! রাজধানী এখন তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে।

এমনিভাবে কালমাদা লিখেছে,"ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বিজয় উদযাপন করছে। রাজধানী কাবুলের রাজপথে কালেমা খচিত পতাকা শোভা পাচ্ছে! কাবুলে স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করতে তালেবান মুজাহিদরা টহল দিচ্ছেন।"

"দীর্ঘ ২০ বছর জিহাদের পর আফগান মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় এসেছে। তালিবান নেতারা মার্কিন সমরাস্ত্রগুলোতে চেপে বসেছেন। হাজার হাজার মুরতাদ সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

অপরদিকে শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মসজিদগুলো থেকেও এদিন তাকবীর ধ্বনি শুনা যায়। সাধারণ মানুষও এদিন আনন্দে রাস্তায় নেমে আসেন।

উল্লেখ্য, তালিবান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ের পর অনেক বিশ্লেষকরা লিখছেন যে, মালি ও সোমালি মুরতাদ সরকারকেও শীঘ্রই আফগানিস্তানের ভাগ্যবরণ করতে হবে।

বুর্কিনা-ফাসো | মুরতাদ বাহিনীর উপর আক্রমণের পর প্রচুর গনিমত পেলেন মুজাহিদগণ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে দেশটির কুফ্ফার বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত এবং মুজাহিদগণ প্রচুর গনিমত পান।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ আগস্ট পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোর দুইনী অঞ্চলের দু্গান এলাকায় দেশটির কুফ্ফার সেনাদের উপর একটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ, এতে বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এসময় অন্যান্য সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ কুফ্ফার বাহিননীর ফেলা যাওয়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকটি সাজোঁয়া যান গনিমত লাভ করেন। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলার কুফ্ফার বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান ও অনেক অস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর গত ১১ আগস্ট বুর্কিনা-ফাসো ও মালির সীমান্তবর্তী এলাকায় দেশটির কুফ্ফার সৈন্যদের টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এখানেও বেশ কিছু সেনা হতাহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। আর মুজাহিদগণ গনিমত পান অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

উভয় অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/08/18/51681/

বুর্কিনা-ফাসো | সন্ত্রাস নির্মূলে চলছে আল-কায়েদার অভিযান, নিহত ১০ আইএস সদস্য

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে সন্ত্রাসী আইএসদের গোপন আস্তানায় হামলা চালিয়েছেন JNIM এর মুজাহিদগণ, এতে কমপক্ষে ১০ আইএস সদস্য নিহত হয়েছে।

আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিবের সবচাইতে সক্রিয় শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদগণ বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাহেল অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে অভিযান চালিয়ে আসছেন। যার ধারাবাহিতায় গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট বুর্কিনা-ফাসোর ডিউ শহরে ব্যাপক অভিযান চালান আল-কায়েদা মুজাহিদগণ।

এসময় শহরটির আওয়ার্সী এলাকায় সন্ধান মিলে সন্ত্রাসী আইএসদের একটি গোপন আস্তানার। ফলে ১৫ আগস্ট সকাল বেলায় এলাকটিতে অবস্থিত আইএস সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। সূত্র অনুসারে সেখানে আল-কায়েদার অভিযানে অন্তত ১০ আইএস সদস্য নিহত হয়েছে।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে ৩০ সৈন্য নিহত ও সামরিক ঘাঁটি বিজয়

সোমালি মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এসময় সামরিক ঘাঁটিটি বিজয়সহ ৪ কমান্ডার ও ৩০ সৈন্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

শাহাদাহ্ নিউজের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে, গত ১৭ আগস্ট মঙ্গলবার, মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের ক্বাইয়াদ এলাকায় অবস্থিত সোমালি মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দুর্দান্ত এবটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

ফলশ্রুতিতে সোমালি মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের কমান্ডারসহ কমপক্ষে ৩০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, তাদের মাঝে ৪ কমান্ডারসহ ২০ সেনার মৃতদেহ আক্রমণস্থলে রেখেই বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মুরতাদ সেনাদের পলায়নের পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেন। এসময় মুজাহিদগণ ৩টি গাড়ি, একটি সাঁজোয়া যান (14.5) এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং পিকা মেশিনগান সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, হামলায় নিহত ও আহত মুরতাদ সেনাদের সংখ্যা আরও বেশি বলেও ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে আশ-শাবাব জানিয়েছে, অভিযান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

মুজাহিদদের বরকতময় এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর নিহত হওয়া উচ্চপদস্থ কিছু সামরিক কর্মকর্তা...

https://alfirdaws.org/2021/08/18/51675/

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দ্বিতীয় দফায় মুমূর্ষু সাংবাদিককে কোপালো ছাত্রলীগ

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাংবাদিক সোহেল রানা ডালিমের উপর চড়াও হয়েছে ত্বাগুত প্রশাসনের গোন্ডাবাহিনী ছাত্রলীগ।

হামলাকালে উগ্র ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ক্ষুরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন সাংবাদিক সোহেল। মৃতপ্রায় সোহেলকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসারত সাংবাদিক সোহেলকে সেখানে গিয়ে আরেক দফা এলোপাতাড়ি কোপায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ।

জানা যায়, গত ১৬ আগষ্ট সোমবার রাতে শহরের ইমার্জেন্সি রোডে প্রথম দফায় ও পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দ্বিতীয় দফায় সাংবাদিকের উপর ন্যাক্কারজনক হামলা করে কুখ্যাত ছাত্রলীগ।

সাংবাদিক সোহেল রানা ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক হিসাবে দায়িত্বপালন করছেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিঅ্যান্ডবিপাড়ার আবদুল করিমের ছেলে।

জানা যায়, সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে মোটরসাইকেলে রওনা দেন সোহেল রানা ডালিম। তিনি শহরের ইমার্জেন্সি রোডস্থ আবদুল্লাহ সিটি কমপ্লেক্সের সামনে পৌঁছলে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে আকস্মিকভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক স্কুল ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রাজু আহমেদের মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে।

এতে ছাত্রলীগ নেতা রাজু ও তার কর্মীরা ক্ষেপে গিয়ে সাংবাদিক সোহেলের উপর হামলা শুরু করে। হামলার এক পর্যায়ে ক্ষুর দিয়ে তারা রক্তাক্ত করে সাংবাদিক সোহেলকে। মুমূর্ষু সোহেলকে রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হলে সেখানেও দ্বিতীয় দফায় আবারো বর্বরোচিত হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এ সময় তাকে পুনরায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারা।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ডা. শাকিল আর সালান বলেন, সাংবাদিক সোহেলের পিঠ, হাত, পেট ও বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের ধারালো ছুরির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সাংবাদিকের

শরীরে দুই শতাধিক সেলাই দেওয়া হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাংবাদিক সোহেলকে সার্জারি ওয়ার্ডে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ্যে এলেন জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাঃ)

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সংবাদ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ্যে এলেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্। দীর্ঘদিন ধরে ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় স্বাক্ষাতকার দিলেও এর আগে কখনো তাকে কোন ভিডিও বা ছবিতে দেখা যায় নি।

অতঃপর তিনি গতকাল তাঁর ৩ লক্ষাধিক ফলোয়ার বিশিষ্ট টুইটারে অ্যাকাউন্ট থেকে ঘোষণা করেন যে, আজ আফগানিস্তানের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের সময় তিনি কাবুলের মিডিয়া সেন্টারে প্রথম কোন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন।

(সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য বাংলায় শীগ্রই আসছে, ইনশাআল্লাহ্)

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত মুখপাত্র- জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্...

https://alfirdaws.org/2021/08/18/51666/

১৭ই আগস্ট, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের দ্বিতীয় দিনের দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদগণ রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আজ দু'দিন। এরই মধ্যে ফিরতে শুরু করেছেন ঘানি সরকারের সময় রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা। রাস্তায় দেখা যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদেরকেও, যারা পূর্বে ঘানি সরকারের অধিনে কাবুলে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বরত ছিলেন। বালিকা স্কুল-কলেজেও ফিরছে ছাত্রীরা।

অপরদিকে রাজধানীতে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে শহরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে তালিবানদের মোতায়েনকৃত বদরী-৩১৩ ইউনিটের সদস্যদেরকেও।

দেখুন আজকের রাজধানী কাবুলের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/08/17/51664/

সিরিয়া । নুসাইরি ও রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের একের পর এক অভিযান, ৫ দিনে ৬ বার হামলা

সিরিয়ার ইদলিবের নিকটবর্তী অঞ্চলজুড়ে অবস্থান নেয়া বাশার আল আসাদের নুসাইরি শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী ও রাশিয়ান ক্রুসেডার সেনাদের উপর একের পর এক সফল অভিযানের ধারা অব্যাহত রেখেছেন একিউ সমর্থক আনসার আত তাওহীদের মুজাহিদীনগণ।

আনসার আত তাওহীদের মিডিয়া উইং ১২ই আগস্ট থেকে ১৭ই আগস্ট - এই ৫ দিনে ৬টি হামলার নিউজ রিপোর্ট করেছে এবং সবগুলো হামলায়ই কুফফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হবার কথা নিশ্চিত করেছে।

আনসার আত তাওহীদের মিডিয়া শাখা জানিয়েছে, ১২ই আগস্ট মুজাহিদীনরা ইদলিবের কাছে আল-মালাজা গ্রামে অবস্থান নেয়া নুসাইরি ও রুশ সেনাদের উপর B-9 শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন।

এর দুদিন পর ১৪ই আগস্ট একে একে ৪টি হামলা চালান মুজাহিদীনরা। দুটি হামলা চালানো হয় আল-মালাজা ও হাযারিন গ্রামে, B-9 ও মর্টার শেল দিয়ে এবং বাকি দুটি হামলা চালানো হয় দার উল কাবিরাহ গ্রামে, একবার B-9 শেল ও একবার স্নাইপার দিয়ে।

তার তিন দিন পর ১৭ই আগস্ট ইদলিবের কাছে জুবাস গ্রামে আর্টিলারি হামলা চালান মুজাহিদীনরা। হামলায় ব্যবহৃত আর্টিলারি শেল নির্ভুলভাবে এবং সরাসরি আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছেন মিডিয়ার ভাইয়েরা, অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কুফফার বাহিনী ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

নিজেদের তৈরি মিসাইল, রকেট এবং আর্টিলারি দিয়ে সফল হামলা চালিয়ে কুফফার সেনাদের চাপের মুখে রাখছেন আনসার আত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিনরা।

https://alfirdaws.org/2021/08/17/51656/

পাকিস্তান | মুরতাদ এলিট ফোর্সের ৪ সদস্যকে হত্যা করেছেন পাক-তালিবান মুজাহিদিন

পাকিস্তানের খাইবার অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ এলিট ফোর্সের ভ্যানে এক বোমা হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪ মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৫ আগস্ট রবিবার, পাকিস্তানের খাইবার প্রদেশের লোয়ারদার জেলার দারো জবগাই এলাকায় মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্যানে বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ এলিট ফোর্সের চার সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসনী হাফিজাহুল্লাহ্‌ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই বরকতময় সফল হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের পৃথক ৩ হামলা, হতাহত অনেক

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের বিরুদ্ধে ৩টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন "টিটিপির" মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুসারে, গত ১৬ আগস্ট সোমবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন-ওয়াম এলাকায় এক মুরতাদ সেনাকে টার্গেট করে স্নাইপার দ্বারা গুলি চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে উক্ত সেনা মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকারে পরিণত হয়।

এর একদিন আগে অর্থাৎ গত ১৫ আগস্ট, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর-আলী জেলায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাদের উপর ভারী ও হালকা অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনী ভারী ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সুনিশ্চিতভাবে এখনো জানা যায় নি।

একই সময়ে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তের মাদি-খেলা এলাকায় একজন স্নাইপার মুজাহিদ আরও এক মুরতাদ সেনাকে লক্ষ্য করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। যাতে উক্ত মুরতাদ সেনা আঘাত সহ্য করতে না পেরে হামলার কিছুক্ষণ পর মারা যায়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্‌ এক বিজ্ঞপ্তিতে হামলাগুলোর সংবাদ নিশ্চিত করেছেন।

আফগানে বালিকাদের স্কুলে যাওয়ার ছবি ভাইরাল, নারীসহ সব চাকরিজীবীকে কর্মস্থলে ফেরার আহ্বান তালেবানের

কাবুল এখন শান্ত। আর এই পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের জন্য আলোচনা চালাচ্ছে তালেবান। আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসতে চলেছে তালেবান। ইতিমধ্যে তারা নিয়ন্ত্রনে নিয়েছেন রাজধানী কাবুল। দেশটির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদও তাদের নিয়ন্ত্রণে। রোববার তালেবানরা কাবুলে প্রবেশের পর থেকেই দেশ ছাড়তে শুরু করে বিদেশিরা। সোমবার দেশটির বিমানবন্দরে দালাল আফগানদের দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়ে যায়।

অন্যদিকে কয়েকজন আফগান বালিকার ‘স্কুলে যাওয়ার’ ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে।

ছবিতে দেখা যায়, সাত বালিকা স্কুলের ইউনিফর্ম ও স্কার্ফ পরে নির্জন সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছে। ছবিটি সোমবার টুইটারে পোস্ট করা হয়। পরে তা ফেইসবুকেও ছড়িয়ে পড়ে।

এর আগে রবিবার আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার পর নারী অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হবে বলে জানিয়েছে তালেবান।

তালেবান এক মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে বিবৃতিতে জানান, যোদ্ধারা নারীর অধিকারের প্রতি সম্মান জানাবে।

রবিবার কাবুল দখলের পর ওই মুখপাত্র বলেন, নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে এবং কাজ ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে।

ফলে দেখা গেছে, কাঁধে ব্যাগপ্যাক ঝুলিয়ে মেয়েরা খুশি খুশি স্কুলে যাচ্ছে। তালিবানরা নিশ্চিত করেছে তারা অবশ্যই মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। তবে ছেলে মেয়েদের স্কুলগুলো সেপারেট হবে। যারা তালিবানরা ক্ষমতায় এলে মেয়েদের পড়াশোনা গেলো গেলো করে কান্নায় মাটিতে গড়াগড়ি করতেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি এদের মেয়েরা ঠিকই স্কুলে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা গত ৫১৮ দিন ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও যাচ্ছে না।

আমাদের পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ওদেরটা হয়নি। শিক্ষা বন্ধ থাকায় সন্তানেরা বিভিন্ন বাজে নেশায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে নিজের পাছায় কাপড় নাই, আবার ঘোমটা দেয় বড় করে।

এদিকে আফগানিস্তানের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাদের কর্মস্থলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে তালেবান। কাতারের দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক দফতরের উপ প্রধান আব্দুসসালাম হানাফি সোমবার বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিদেশী কূটনীতিক ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সব চাকরিজীবী কোনো ধরনের শঙ্কা ছাড়াই নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান।

কাবুলে বিমানে উঠতে গিয়ে পদদলিত হয়ে, আমেরিকান সৈন্যদের গুলিতে ও উড়ন্ত বিমানের চাকা থেকে পড়ে ১২ আফগানির মৃত্যু

তালিবানরা কাবুলের দখল নেওয়ার পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। তবুও যারা এতদিন মার্কিনিদের গোলামী করেছে তারা ভয়ে পালোচ্ছে। এর জন্য কাবুল বিমানবন্দরে দালালদের ভিড় তৈরী হয়েছে। একে অপরকে ঠেলে ফেলে যে ভাবেই হোক বিমানে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। দেশ ছাড়ার জন্য তারা এতই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বিমানের চাকার সাথে ঝুলে ঝুলে দেশ ছাড়তে চাচ্ছে তারা। উড়ন্ত বিমান থেকে ছিটকে পড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঠেলাঠেলি করে বিমানে উঠতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের এবং মার্কিনিরা তাদের গোলামদের ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কমপক্ষে ৫ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য, তালেবানরা কাবুল নিয়ন্ত্রণ নিলেও বিমানবন্দর ছিল আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তালেবান যোদ্ধারা ছিল না কিন্তু দূঃজনক হলেও সত্য হলুদ মিডিয়াগুলো এবিষয়টিকে তালেবানদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। দালাল মিডিয়াগুলো বলছে, কাবুল বিমানবন্দরের পাশে উড়ন্ত বিমান থেকে পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা বিমানের চাকার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে দেশ ছাড়তে চেয়েছিল। তালেবানদের অত্যাচারের ভয়েই তাদের এমন প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

এদিকে কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনো বিমান নামলে তা ভরে যাচ্ছে মুহূর্তেই। বিমানে তাড়াহুড়া করে উঠতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। গত রবিবার সকালে দক্ষিণের জালালাবাদ দখল নেওয়ার পর দুপুরের মধ্যে বিনা যুদ্ধে কাবুল বিজয় করেছে তালিবান। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে তালিবান প্রধান মোল্লা আবদুল গনি বরাদরের সঙ্গে ৪৫ মিনিট বৈঠকের পরই পদত্যাগ করেছিল প্রেসিডেন্ট গনি। তারপর সেও প্রচুর অর্থসম্পদ নিয়ে দেশ ছেড়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে এক মার্কিন সেনা জানায়, জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতেই গুলি করা হয়েছে।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অনেকগুলো ভিডিওতে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেকগুলো ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষজন রানওয়ের দিকে দৌড়ে বিমানে ওঠার চেষ্টা করছে। এই বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন সৈন্যরা।জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বিমানগুলোয় কূটনৈতিক কর্মীদের আগে সরিয়ে নিতে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে, যা বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে তালিবান কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সহযোগী দেশগুলোর কর্মীরা রাজধানী ছাড়তে শুরু করলেও চীন ও রাশিয়া ইঙ্গিত দিয়েছে যে, দূতাবাস বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। চীন তার নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তারা যেন ঘরের ভেতরে অবস্থান করে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। সেই সঙ্গে তারা জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন পক্ষকে চীন তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রবিবার সেদেশের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, তাদের আফগানিস্তান ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

উল্লেখ্য,তালিবানের একটি প্রতিনিধি দল গত জুলাই মাসে চীন সফর করেছেন, যেখানে তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং লির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই সময় ওই বৈঠককে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তালিবানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলে মনে করা হয়েছে।

গুমের শিকার হওয়া ৮৬ জনের আজও খোজ পাওয়া যায়নি : হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দাবি করেছে যে প্রতিবেদনটি তৈরি করার সময় তারা দেখেছে যে, সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের মত দাবিয়ে রাখতে গুম এবং গুমের হুমকিকে ব্যবহার করেছে।

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশে এখনো ৮৬ জন গুম হয়ে আছেন। সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে এইচআরডব্লিউ বলেছে, তারা মনে করে, জাতিসংঘের উচিত গুম নিয়ে একটি স্বাধীন তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিবেদনে গুমের জন্য বাংলাদেশের বাহিনীগুলোকে দায়ী করা হয়েছে।

জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ১১৫টি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এইচআরডব্লিউ ‘নো সান ক্যান এন্টার: আ ডিকেড অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এটি প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট। নিরাপত্তা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা, গুম বন্ধ করা ও ভবিষ্যতে নির্যাতন প্রতিরোধের নিশ্চয়তা আদায়ে জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে মানবাধিকার সংগঠনটি।

এইচআরডব্লিউর ৫৭ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ধারাবাহিকভাবে গুম করে আসছে এবং এর বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য–প্রমাণ আছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উন্নয়ন সহযোগিতা দিয়ে থাকে এমন দেশের সরকার, জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংগঠন ও সুশীল সমাজ বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধে আহ্বান জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার কখনোই এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো বহু বছর ধরেই নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। বিগত সরকারের আমলেও এমনটি ঘটেছে। কিন্তু গত এক দশকে ‘গুম’ এই সরকারের ‘হলমার্ক’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ গুম বা গুমের ভয় দেখানোর কাজটি করছে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবং বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করতে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাবে ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ পরে ফিরে এসেছেন। আবার কাউকে কাউকে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেউ কেউ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো গুমের বেশির ভাগ ঘটনায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) দায়ী করেছে। র‍্যাবকে 'ডেথ স্কোয়াড' হিসেবে উল্লেখ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং বিভিন্ন সময় একে ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

শান্তিপূর্ণ ভাবে তালেবানের কাবুল নিয়ন্ত্রণ, যা বললেন মুফতি তকি উসমানি

দীর্ঘ দুই দশক পর ফের আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করেছে তালেবনা। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট আবদুল গনি তাজিকিস্তান পাড়ি জমিয়েছেন। সেই সঙ্গে দেশটিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। তবে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেও সেখানে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেনি।

তালেবানের কাবুল দখল নিয়ে বিশ্বের ইসলামী স্কলারবৃন্দ নানা অভিমত প্রকাশ করছেন। পাকিস্তানের শীর্ষ আলেম ও সাবেক বিচারক মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি এক টুইট বার্তায় লেখেন, 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে তালেবানের কাবুল প্রবেশ, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা আমাদের মক্কা বিজয়ের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

টুইট বার্তায় তিনি আরো লিখেন, 'দুই দশকে তালেবানের ঘটনাগুলো প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় ভরপুর পৃথিবীকে এ কথা শিখিয়ে দিল যে ঈমানের দৃঢ়তার সামনে কোনো শক্তির দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই। তবে শর্ত হলো, তাদেরকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আহ, আমাদের মুসলিমবিশ্ব যদি এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত!'

https://twitter.com/muftitaqiusmani/status/1427134180744433664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427134180744433664%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kalerkantho.com%2Fonline%2Fmuslim-world%2F2021%2F08%2F16%2F1063972

https://twitter.com/muftitaqiusmani/status/1426999392867950593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1426999392867950593%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kalerkantho.com%2Fonline%2Fmuslim-world%2F2021%2F08%2F16%2F1063972

১৬ই আগস্ট, ২০২১

টিটিপির সাবেক উপ-প্রধানকে বাগরাম কারাগার থেকে মুক্ত করেছে তালিবান মুজাহিদগণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন সম্প্রতি মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে হটিয়ে বাগরাম কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এসময় তাঁরা কারাবন্দী পাক-তালিবানের সাবেক উপ-প্রধানকে মুক্ত করেছেন।

জানা যায়, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সাবেক উপ-প্রধানের নাম মাওলানা ফকির মুহাম্মাদ , যিনি একাধারে বাজোর এজেন্সিতে টিটিপির প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মার্কিন ও কাবুল বাহিনীর কাছে বাগরাম কারাগারে বন্দী ছিলেন। অতপর তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক বাগরাম কারাগার বিজয় হলে তালিবান মুজিহিদরা তাকে মুক্ত করেন।

গতকাল তালিবান মুজাহিদগণ কাবুলের পুল-ই-চারখি এবংবাগরামকারাগার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। এসময় কারাবন্দী প্রায় ৫ হাজার মানুষকে মুক্ত করেন মুজাহিদগণ। যাদের মাঝে মাওলানা ফকির মুহাম্মদও ছিলেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র, মাওলানা ফকির মুহাম্মদের মুক্তি নিশ্চিত করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জানা যায় যে, ২০১৩ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি পাক-আফগান সীমান্তে ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় মাওলানা ফকির মোহাম্মদ ও তাঁর চারজন সহকর্মী মুরতাদ কাবুল বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। তাঁর সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া ওমর হাফিজাহুল্লাহ্'কে সম্প্রতি বাজোর এজন্সীর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে টিটিপি।

তালিবান সূত্র বলছে, মাওলানা ফকির মোহাম্মদ টিটিপি-র সিনিয়র সদস্যদের একজন এবং শহিদ হাকিমুল্লাহ মেহসুদের ডেপুটি ছিলেন।

সূত্র আরও জানায়, মাওলানা ফকির মোহাম্মদ ছাড়াও সম্প্রতি আফগান-তালিবান মুজাহিদিনরা টিটিপির শত শত মুজাহিদকে কাবুল বাহিনীর বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। আর এই বিপুল পরিমান মুজাহিদদের মুক্তির ফলে টিটিপির শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।

কাবুল বিজয়ের দিন জেরুজালেমে ইহুদি শিবিরে আকস্মিক আগুন

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী কাফেলা যখন রাজধানী কাবুলে কালেমা খচিত ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছেন, ঠিক তখনই জেরুজালেমে দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদিদের বসতিগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গত ১৫ আগষ্ট রবিবার খোরাসানী মুজাহিদরা যখন রাজধানী কাবুলে ইসলামের ঝান্ডা উত্তোলন করেছেন, তখন মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা জেরুজালেম নগরীতে দখলদার ইহুদিদের শিবিরগুলোকে আগুন পুড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে।

জানা যায়, বাতাসের তীব্রতা অবরুদ্ধ শহরটিতে আগুনের ভয়াবহতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্রমশ অগ্রসরমান আগুনের লেলিহান শিখা অবরুদ্ধ নগরীর বেইত মেইর, কাসালন, রামাত রাজিয়েল ও গিভাত ইয়ারিম অঞ্চলে বসবাসকারী দখলদার ইহুদিদের বসতিগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইসরাইলি দমকলবাহিনী ১৩টি বিমান নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে।
সন্ত্রাসী ইসরাইল উক্ত এলাকার বসতিগুলো থেকে ইহুদিদের দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে।

https://i.ibb.co/92Gs8HB/IMG-20210816-195517-281.jpg

https://i.ibb.co/tCT4Z5y/IMG-20210816-195514-533.jpg

সোমালিয়ার মুরতাদ সরকারকে ২২টি সাঁজোয়াযান উপহার দিল তুরস্ক

মুরতাদ সোমালি সরকারকে আশ-শাবাবের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়তে ২২টি আর্মর্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (APC) উপহার দিয়েছে গাদ্দার তুরস্ক। গতকাল ১৫ আগস্ট রাজধানী মোগাদিশুর এক অনুষ্ঠানে সোমালিয়ায় তুরস্কের দূত মেহমেত ইলমায, সোমালি মুরতাদ প্রশাসনের চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ওদোয়া ইউসুফ রাগেহ এর কাছে এপিসিগুলো হস্তান্তর করে।

বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ২২টি এপিসির মধ্যে ১৪টি সেনা পরিবাহী এবং বাকি ৮টি "হেজহগ" মডেলের মাইন-প্রতিরোধী এপিসি। হেজহগ এপিসিগুলো বিশেষভাবে আশ-শাবাবের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তুরস্কের প্রশিক্ষিত মুরতাদ "গরগর" বাহিনীর কমান্ডোদের ব্যবহার করতে দেয়া হবে। বাকিগুলো অন্যান্য মুরতাদ আর্মি ইউনিটগুলোর মাঝে বন্টন করা হবে।

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়েই যাচ্ছে তুরস্ক। আগস্টের শুরুর দিকেও তুরস্ক মুরতাদ সরকারকে ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। এর আগেও অনেকবার তুরস্ক ও কাতার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়তে সামরিক সরঞ্জাম অনুদান দিয়েছে সোমালিয়াকে, যদিও তার অধিকাংশই গণিমত হিসেবে মুজাহিদদের হাতে চলে গেছে। এখন আশ শাবাবের মুজাহিদদের হাতে তুরস্কের নির্মিত রাইফেল অহরহ দেখা যায়।

এদিকে সোমালিয়ায় কুফফাদের সংগঠন জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষা মিশন সমাপ্তির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। ২০ হাজার সেনা নিয়েও অল্পসংখ্যক মুজাহিদদের হাতে অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে এ বছরের ডিসেম্বরে সোমালিয়া ছাড়ছে তারা।

ফটো রিপোর্ট | তালিবান কর্তৃক কাবুল বিজয়ের প্রথম দিন।

গত ১৫ আগস্ট সন্ধার পর থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেন তালিবান মুজাহিদিন। এরপর পর থেকে সেখানে জনগণের জান-মাল, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয় ইমরাতে ইসলামিয়া বদরী-৩১৩ সামরিক ফোর্সকে। যারা খুবই দক্ষতার সাথে রাজধানী কাবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে তালিবানদের প্রথম দিনের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/08/16/51619/

পদ্মার চরে পানিবন্দি সাড়ে ৩ হাজার পরিবার; নেই কোনো ত্রাণ সহায়তা

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নে পদ্মার ১৫টি চরের প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় প্রায় তিন শতাধিক পরিবার চকরাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এখন পর্যন্ত পানিবন্দি মানুষকে সরকারি বা বেসরকারিভাবে কোনো ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়নি।

সেখানে দিয়াড়কাদিরপুর চরের ২৩টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে আছেন। তাদের মতো আরও ১৪টি চরের একই অবস্থা। তাদের বের হওয়ার কোনো পথ নেই। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে টিন দিয়ে তৈরি করা ডিঙি নৌকা। এসব এলাকার আশপাশে বাজার না থাকায় দূরে বাজার করতে যেতে হয় একইভাবে। এভাবেই চলছেন তারা।

এখানকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। এমন পরিস্থিতিতে চারদিকে পানি উঠে জমির ফসল ডুবে গেছে তাদের। তবে তাদের অনেকেই মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন।

এসব চরের মধ্যে দিয়াড়কাদিরপুর চরটির প্রায় প্রতিটি পরিবারই অন্যের জমি বার্ষিক ভাড়া নিয়ে বাড়ি করে বসবাস করেন। সেখানকার বাসিন্দা সাবিরুল ইসলাম জানান, স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে জমি ভাড়ায় দুটি ঘর তৈরি করে থাকেন তিনি। পদ্মার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাগল ও গরু নিয়ে বিপদে পড়েছেন তিনি। তার স্ত্রী

সালমা বেগম জানান, কৃষিকাজ না থাকায় জাল দিয়ে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়েই কোনো রকমে সংসার চলছে তাদের। সরকারি বা বেসরকারি কোনো ত্রাণ তাদের দেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি।

চকরাজাপুর ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার জালাল উদ্দিন জানান, চরকালীদাসখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙনের ফলে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চকরাজাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক পদ্মার ভাঙনে হুমকির মধ্যে রয়েছে।

চকরাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আজিজুল আজম জানান, পদ্মার চরের মানুষের ৫০ শতাংশ জমির ফসল পানির নিচে তলিয়েছে। আর ভাঙনের কারণে চরের শতাধিক পরিবার গৃহহারা হয়ে পড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তারা গরু-ছাগল নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এখন পর্যন্ত তাদের সরকারি বা বেসরকারি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়নি।

হাইতি ভূমিকম্প: মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তেরশো, নিখোঁজ আরো অনেক

হাইতির কর্মকর্তারা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, শনিবার ক্যারিবীয় দেশটিতে ৭.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২৯৭ জনে দাঁড়িয়েছে। জীবিত কাউকে খুঁজে পেতে ধ্বংস্তুপের মধ্যেই তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারীরা।

ভূমিকম্পের কবলে পড়ে গুড়িয়ে গেছে বসত-বাড়ি, গির্জা এবং স্কুল। অনেক হাসপাতাল রোগীতে ভরে গেছে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের প্রয়োজন ছিল।

কর্মকর্তারা বলছেন, প্রায় পাঁচ হাজার ৭০০ মানুষ আহত হয়েছে এবং অনেক মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

দরিদ্র দেশটিতে গত মাসে প্রেসিডেন্টের হত্যার পর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে থাকার সময়েই নতুন করে আবার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়লো।

হাইতির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে লি কায়ে শহরটির আশেপাশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বাসিন্দারা মরিয়া হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে আহতদের টেনে বের করার চেষ্টা করছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে স্থানীয় একটি গির্জা অ্যাংলিকান চার্চের প্রধান আর্চডিকন আবিয়াদে লোজামা বলেন, "রাস্তাগুলি চিৎকারে ভরে গেছে"।

"মানুষ তাদের প্রিয়জন কিংবা কোন সম্পত্তি, চিকিৎসা সহায়তা এবং খাবার পানি খুঁজছে।"

মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা- ইউএসজিএস জানিয়েছে যে, শনিবারের ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল সেন্ট লুই ডু সুড শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে।

তবে কম্পন এর থেকে আরো প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরের জনবহুল রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্স এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতেও অনুভূত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল অঁরি মাসব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে জনগণকে "সংহতি দেখানোর" আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার তিনি বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে যতজনকে সম্ভব জীবিতদের উদ্ধার করা।"

"আমরা জানতে পেরেছি যে, স্থানীয় হাসপাতালগুলি, বিশেষ করে লি কায়ের হাসপাতালগুলো আহত রোগী দিয়ে ভরে গেছে।"

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যে, তিনি ইউএসএআইডি- এর মাধ্যমে "জরুরি মার্কিন সহায়তা" অনুমোদন দিয়েছেন।

জাতিসংঘও বলেছে যে তারা উদ্ধার কাজে সহায়তা করছে।

প্রতিবেশী দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিক খাদ্য এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে। কিউবাও ২৫০ জনের বেশি ডাক্তার নিয়োগ করেছে।

হাইতির বেসামরিক সুরক্ষা সংস্থার প্রধান জেরি চ্যান্ডলার রবিবার বলেছিলেন যে, দক্ষিণের লি কায়ে শহরে থাকা প্রায় ১৫০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো প্রায় ৩০০০ বাড়ি-ঘর।

তিনি বলেন, "নিপসে ৮৯৯টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে এবং ৭২৩টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্র্যান্ডেআন্সে ৪৬৯টি বাড়ি ধ্বংস এবং ১৬৮৭টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, দেশটির দিকে ধেয়ে আসা গ্রীষ্মকালীন ঝড় "এই পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ করবে।"

রোববারের ভাষণের সময় পোপ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, শীঘ্রই সাহায্য আসবে।

ভূমিকম্পের পর আরো বেশ কয়েকটি আফটারশক অনুভূতি হয়েছে। ইউএসজিএস সতর্ক করেছে যে, ভূমিকম্পটিতে হাজার হাজার প্রাণহানি এবং আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২০১০ সালে হাইতিতে একটি ভূমিকম্পে দুই লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল এবং দেশের অবকাঠামো এবং অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

ফটো রিপোর্ট | কাবুলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত তালিবান মুজাহিদিন

কাবুলে আমেরিকার পুতুল সরকারের পদত্যাগ ও পলায়নের পর একে একে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সামরিক স্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যালয়গুলো খালি করে পালিয়ে যায় কাবুল বাহিনী।

পরে রাজধানীতে লুটতরাজ বন্ধ করতে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাবুলের গেটে অপেক্ষমান মুজাহিদদের রাজধানী কাবুলে প্রবেশের নির্দেশ দেন তালিবান মুখপাত্র। এরপর মুজাহিদগণ দলে দলে রাজধানীতে প্রবেশ করতে থাকেন এবং শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন।

https://alfirdaws.org/2021/08/16/51608/

তিস্তার পাড় ভেঙে শত শত ঘরবাড়ি নদীর বুকে বিলীন; চরম আতঙ্ক পুরো এলাকাজুড়ে

টানা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে তিস্তার আশেপাশের এলাকা। ভারী বৃষ্টিপাত আর উজানে পানি বৃদ্ধির ফলে তিস্তা নদী রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। তিস্তার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে শত শত বিঘা আবাদি জমি, গাছপালাসহ শতাধিক বাড়ি ঘর। ভেঙে গেছে মূল সড়কের ৪০ মিটার।

অবিরাম বৃষ্টি আর ভারতের উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি রংপুরের গঙ্গাচড়া পয়েন্টে বিপৎসীমার আট সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শনিবার রাতে প্রবল স্রোতে গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের সাউদপাড়ায় তিস্তা নদীর ডান তীর রক্ষা বাঁধের ৫০ মিটার অংশের ব্লক পিচিং নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে দেড় শতাধিক বাড়িঘর ও ফসলি জমি বিলীন হয়ে গেছে।

তিস্তার ডান তীর রক্ষা বাঁধ হুমকির মুখে পড়ায় ওই এলাকার সাউদপাড়া ইসলামিয়া বহুমুখী আলিম মাদ্রাসা, সাউদপাড়া পোস্ট অফিসসহ প্রায় শতাধিক বাড়িঘর যেকোনও সময় নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় আশঙ্কায় এলাকাবাসী তাদের মালামাল অনত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে পুরো এলাকাজুড়ে।

অপরদিকে, কোলকোন্দ ইউনিয়নের বিনবিনা চর থেকে লালমনিরহাটের তুষভান্ডার যাওয়া পাকা সড়কের ৫০ মিটার ভেঙে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে।

সাউদপাড়া ইসলামিয়া বহুমুখী আলিম মাদরাসার সহকারী শিক্ষক এবং ওই এলাকার বাসিন্দা আসাদুল হক আনসারী জানান, শুক্রবার রাতে ডান তীর রক্ষা বাঁধের মার্জিনাল ডাইকের ব্লক পিচিংয়ের প্রায় ৫০ মিটার ধসে যায়। দ্রুত ভাঙন ঠেকানো না গেলে মাদ্রাসাসহ আশেপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। একই কথা জানান ওই এলাকার বাসিন্দা হাফিজুল, মইনুল, রাশেদুজ্জামান, আলিফউদ্দিনসহ অনেকেই। তারা বলেন, 'ভাঙন আতঙ্কে তারা রাত জেগে বসে থাকছেন। দ্রুত ভাঙন ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তাদের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।'

কুড়িগ্রামে মেগা প্রকল্পের নামে তিস্তা নদীর ভাঙনরোধে জরুরি বরাদ্দ না থাকায় ক্ষুব্ধ তিস্তা পাড়ের মানুষ।

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার বিদ্যানন্দ ইউনিয়নের তৈয়ব খাঁ এলাকার ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধা বখত জামালের অশ্রুসিক্ত আর্তনাদের শেষ নেই। মাত্র এক যুগে তিস্তা নদীর কড়াল গ্রাসে ৪ বার ভাঙনে বসতভিটেসহ প্রায় আড়াই বিঘা ফসলি জমি বিলীন হয়েছে। বর্তমানে নদীর তীরেই মাথা গোঁজার শেষ সম্বল জমিটুকুও পড়েছে হুমকির মুখে। এটি বিলীন হয়ে গেলে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বখত জামালের আশ্রয় হবে খোলা আকাশের নিচে। সন্তানরাও থাকে তাদের পরিবার নিয়ে আলাদা।

কুড়িগ্রামে উজানে ভারতীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলার নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন। বিশেষ করে তিস্তা নদীর পানি হু-হু করে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। হঠাৎ করে পানিবৃদ্ধি এবং তীব্র স্রোতে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার বজরা, রাজারহাটের বিদ্যানন্দ এবং পার্শ্ববর্তী গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের কাসিম বাজার এলাকায় তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে। বিলীন হয়েছে পুকুর, ফসলি জমিসহ বাগান।

হুমকির মুখে রয়েছে ঐতিহাসিক কাসিম বাজার হাটসহ সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তীব্র ভাঙনে বসতবাড়ি বিলিন হয়ে গেলেও জনপ্রতিনিধি ও পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় সংশ্লিষ্টদের প্রতি হতাশ ও ক্ষুব্ধ এলাকার ভাঙন কবলিতরা।

পশ্চিমা বিশ্বে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম নিপীড়ন

পশ্চিমা বিশ্বে প্রতিনিয়ত ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম নিপীড়ন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলছে।

বর্ণবাদী ইউরোপ-আমেরিকায় শান্তির ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়মিত টার্গেট করে বিদ্বেষী আক্রমণের পেছনে ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর উগ্রবাদী রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিকেই প্রধান কারণ হিসাবে বিশ্লেষকরা দায়ী করেন।

সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ড ও ওয়েলস রাজ্যে ধর্মীয় কারণে শতকরা ৫০% জঘন্য আক্রমণ মুসলিম ও ইসলামকে টার্গেট করে করা হয়েছে।

তাছাড়াও দেশটির স্কটল্যান্ড রাজ্যে পার্লামেন্টারি পার্টি গ্রুপের গবেষণায় ৭৫% মুসলিমই চরম ইসলাম বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

ফ্রান্সে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি আক্রমণ ৫৫% বেড়েছে।

তাছাড়াও জার্মানিতে ২০২০ সালে ১,০২৬ টি ইসলাম বিরোধী হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী ২০১৯ সালের তুলনায় ৮% বেশি।

ইতালিতে ২০১৯ সালে ১,১১৯ টি বিদ্বেষী আক্রমণ রোম কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত করেছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইতালিতে জঘন্যতম আক্রমণ শতকরা ১০০% এরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডেনমার্কে ২০১৯ সালে শতকরা ২৫% সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বেড়েছে; যার মধ্যে ৬১% আক্রমণই সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের টার্গেট করে করা হয়।

স্পেনে ২০১৯ সালে ৯২% আক্রমণই ধর্মীয় কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

অস্ট্রিয়ায় গত ২০২০ সালে ১,৪০২ টি ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হামলা রেকর্ড করা হয়, যা পূর্ববর্তী ২০১৯ সালের তুলনায় ৩৪% বেশি।

তাছাড়াও ফিনল্যান্ডে ২০১৯ সালে ৪০% জঘন্যতম আক্রমণই ধর্মীয় কারণে ইসলাম ও মুসলিমদের টার্গেট করে করা হয়েছে।

খোরাসান | রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিল তালিবান, পালিয়েছে আশরাফ গনি

দীর্ঘ ২০ বছর ক্রুসেড বিরুধী যুদ্ধের পর প্রথমবারের মত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

১৫ আগস্ট রবিবার দুপুরের আগেই তালিবানরা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকা ৯টি প্রদেশ বিজয় করে নিয়েছেন, এরপর থেকেই রাজধানী কাবুলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন মুজাহিদরা। এসময় তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক বার্তায় ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক বিভাগের সকল সদস্যদেরকে রাজধানীর গেটগুলোতে অবস্থান নেওয়ার এবং ভিতরে প্রবেশ না করার আদেশ জারি করেন।

কেননা এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে বিরুধী দলগুলোকে আত্মসমর্পণ এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাজধানী কাবুল তালিবানদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে মুজাহিদগণ দিনভর রাজধানী কাবুল চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে রাখেন।

এই নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের পর কাবুলের পুতুল সরকারি কর্মকর্তারা প্রশাসনিক এলাকাগুলো ও মন্ত্রণালয় খালি করে দেয়। পরে পুলিশ ও কাবুল প্রশাসনের নিরাপত্তা কর্মীরা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এরপর সন্ধ্যায় ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে কাবুলের গেটে অবস্থানরত তালিবানদের সব সামরিক ইউনিটকে রাজধানী কাবুলে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সাথে অবিলম্বে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কাবুলে যেন কেউ কোন প্রকারে লুটপাট করতে না পারে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই নির্দেশনার পর কাবুলের গেটে অবস্থান নেওয়া হাজার হাজার মুজাহিদ দলে দলে সাঁজোয়া যান নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করতে থাকেন।

অপরদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে কাবুলবাসীকে মুজাহিদিনদের ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, আমাদের বাহিনী শান্তির বার্তা নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করবে। আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি করবে না। কেননা কোন মুজাহিদকে কারও বাড়িতে প্রবেশ কিংবা কাউকে হয়রানি করার বা কারো ক্ষতি করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

https://ibb.co/5vV45sh

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তালিবান রাজধানী কাবুল পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন এবং মুজাহিদগণ কাবুলের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে বর্তমানে তালিবানদের সামরিক কমিশনের নেতারা রয়েছেন। খুব শীগ্রই ইসলামিক ইমারাত অফ আফগানিস্তান ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তালিবান মুখপাত্র।

অপরদিকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তার নিশ্চিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তালিবানদের বদরী-৩১৩ কমান্ডো বাহিনীকে।

https://ibb.co/QQPVw2n

এদিকে ক্রুসেডার আমেরিকার পালিত কাবুলের পুতুল সরকার আশরাফ গনি তালিবান মুজাহিদদের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখে প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করে এবং এদিনই রাজধানী কাবুল ছেড়ে প্রতিবেশি দেশ তাজিকিস্তানে পালিয়ে যায়। আফগান ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কাউন্সিলের প্রধান আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ অনলাইনে প্রকাশিক এক ভিডিওতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

রাতের রাজধানী কাবুলে তালিবান....

https://alfirdaws.org/2021/08/16/51596/

১৫ই আগস্ট, ২০২১

কঙ্গোতে ভারতবিরোধী বিক্ষোভ, শতাধিক দোকান-ঘরবাড়িতে আগুন

ভারতবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে আফ্রিকার দেশ কঙ্গো। রাজধানী কিনশাসার বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয়দের খোঁজে খোঁজে চালানো হচ্ছে ভয়াবহ হামলা।

জানা যায়, লিমেট এলাকায় শতাধিক দোকান এবং ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় স্থানীয় অধিবাসীরা। হামলা চালানো হয় ভারতীয়দের গাড়ি, বাস এবং ট্রাকেও। এ ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কঙ্গোতে বসবাসরত ভারতীয়দের মধ্যে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, সম্প্রতি ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে পুলিশি হেফাজতে কঙ্গোর এক নাগরিকের মৃত্যু হয়। জোয়েল মালু নামের ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিল ভারত। গ্রেফতারের পুলিশি নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পরলে হাসপাতালে মারা যান জোয়েল মালু। ওই ঘটনার প্রতিবাদে কঙ্গোতে বসবাসরত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়।

জানা যায়, গত ২০১৬ সালেও একজন কঙ্গো নাগরিককে পিটিয়েছিল ভারত। এ ঘটনায় কঙ্গোরা ভারতের প্রতি বর্ণবাদের অভিযোগ এনেছিল। এসব ঘটনার প্রতিবাদে কঙ্গোরা গেলো এক সপ্তাহ ধরে ভারতীয়দের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশকে ‘অখণ্ড ভারত’ ম্যাপে যুক্ত করে সন্ত্রাসী বিজেপি নেতার পোস্ট

মালাউনদের কথিত ‘অখণ্ড ভারত’র মানচিত্রে বাংলাদেশকেও একীভূত করে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেছে। তার এই পোস্টে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

শনিবার (১৪ আগস্ট) দিলীপ তার ভেরিফায়েড পেজে এ পোস্ট দেয়।

সেখানে অদ্ভুত ধারণাপ্রসূত ১৪ আগস্ট অখণ্ড ভারতের সংকল্প দিবস, শপথ গ্রহণের দিন’ উল্লেখ করে কথিত ‘অখণ্ড ভারত’র একটি চিত্র দেয় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির এই সভাপতি।

মানচিত্রের ওপরে লেখা, ‘কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী, গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ, এই তো মোদের ভারতবর্ষ এই তো মোদের পূণ্যদেশ।’

দিলীপের এই পোস্টের পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছে।

তালেবানের আহ্বানে ‘হিজরত’ ও ভারতে আটকের দাবি ডিএমপি কমিশনারের : নতুন জঙ্গি-নাটকের মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে কি.?!

বাংলাদেশী কিছু মানুষ তালেবান কর্তৃপক্ষের ডাকে আফগানিস্তানে হিজরেতের চেষ্টা করার এক কাল্পনিক দাবি উত্থাপন করেছে ডি.এম.পি. কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। এমন উদ্যোগ নিয়ে কিছু লোক নাকি ভারতে গ্রেফতারও হয়েছে বলে জানিয়েছে সে। [১]

তবে এমন হাস্যকর দাবির পিছনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেনি সে।

গত পরশু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ আটকের নাটকের কথাও উল্লেখ করে সে আরও বলে, "যারা জঙ্গি হামলাগুলো করে, তারা এখনও হামলা করার চেষ্টা করছে, তাদের প্রধান কাজই হলো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আসা। ... এ ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের ক্ষেত্রে। ১৫ আগস্টের ভেন্যুর আশপাশে না হোক, এর থেকে দুই কিলোমিটার দূরেও যদি বোমা ফাটাতে পারে, তাতেও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ হবে।... কিন্তু যে গ্রুপ ডেভেলপ করে উঠছিল, সেই পুরো ট্র্যাক ধরা পড়ে গেছে। আমাদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু সর্বোচ্চ মেধা ও চেষ্টা দিয়ে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটার জন্য তৎপর আছি।’

ডিএমপি কমিশনার তার এমন ভারসাম্যহীন আলাপের সময় যখন কথার কোন মিল ছাড়াই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে থাকে, জনগণ তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করে যে সে হয়তো আবার নতুন কোন জঙ্গি নাটক সাজাতে যাচ্ছে।

কারণ, দুর্নীতিবাজ-অথর্ব এই গুন্ডাবাহিনী আগেও যতবার এমন জঙ্গি-নাটক মঞ্চায়ন করেছে, ততবারই ঘটনার আগের কিছুদিন তারা নিজেদের গুণকীর্তন করে এমন অসংলগ্ন কথা-বার্তা চালিয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র :

----

[১] তালেবানের আহ্বানে কিছু বাংলাদেশী ‘হিজরতে’ বেরিয়েছে : ডিএমপি কমিশনার - https://tinyurl.com/4tvuth6m

খোরাসান | রাজধানী কাবুল ব্যাতিত পুরো আফগান এখন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে

একে একে আফগানিস্তানের সমস্ত প্রদেশ ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করেছেন তালিবান মুজিহিদিন।

গতকাল আফগানিস্তানের ৬টি প্রদেশ বিজয়ের পর তালিবানরা আজ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে অবস্থান করছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ দিনের তীব্র লড়াই আর কাবুল সরকারি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ২৪টি উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর বাকি থাকে রাজধানী কাবুল সহ খোস্ত, দাইকুন্দী, ময়দানে ওয়ার্দাক, নানগারহার, নুরিস্তান, বামিয়ান, পারওয়ান, পাঞ্জাশীর ও কাপিসা সহ মোট ১০টি প্রদেশ।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আজ ১৫ আগস্ট, তালিবান মুজাহিদগণ উপরুক্ত প্রদেশগুলোর অধিকাংশেরই নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বিনা যুদ্ধে, তবে কিছু কিছু স্থানে হালকা সংঘর্ষ হলেও শেষ পর্যন্ত কাবুল সৈন্যরা পলায়ন ও অনেকেই মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণের পথ ধরে। ফলে এই ১০ দিনের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ৩৩টি প্রদেশের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করলেন।

বাকি থাকে রাজধানী কাবুল। জানা যায়, তালিবান মুজাহিদগণ আজ রাজধানীর কাবুলেরও অধিকাংশ জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। এখন কেন্দ্রীয় রাজধানীর ফটকগুলোতে অপেক্ষা করছেন মুজাহিদগণ। কেননা কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, রাজধানীতে যেন অভিযান চালানো না হয় বরং মুজাহিদগণ যেন কাবুলের গেটে দাঁড়ান।

এবিষয়ে তালিবান মুখপাত্র- জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র সহায়তায় এবং আমাদের জনগণের ব্যাপক সহায়তায় দেশের সমস্ত অংশ এখন ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

এরপর বলা হয়, যেহেতু রাজধানী কাবুল একটি বড় এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর, তাই ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনরা জোর করে বা যুদ্ধের মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করতে চান না, বরং তারা বিরুধী পক্ষগুলোর ঐক্যমতে শান্তিপূর্ণভাবে কাবুলে প্রবেশ করতে চান। তিনি বলেন এই লক্ষ্যে বিরুধী পক্ষগুলোর সাথে আলোচনা চলছে।

তিনি জানসাধারণকে আশ্বস্ত করে বলেন যে "তাদের সম্মান, জীবন এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না", কেননা যুদ্ধ ছাড়াই শহর হস্তান্তরের জন্য আলোচনা চলছে।

তাই ইমারতে ইসলামিয়া তার সকল সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, তাঁরা যেন কাবুলের ফটকে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং শহরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন।

তিনি বিবৃতিতে আরও বলেছেন, আমরা পুনরাবৃত্তি করছি যে ইমারতে ইসলামিয়া কারও থেকে প্রতিশোধ নিতে চায় না, যারা কাবুল প্রশাসনে সামরিক ও বেসামরিক সেক্টরে কাজ করেছেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কারও কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, সবাই নিরাপদে থাকবে আর শহরে কোনো সংঘাতও হবে না।

নিউজ করা পর্যন্ত সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে আশরাফ ঘানি পদত্যাগ করেছে।

https://ibb.co/dKgPGwr

ভারতকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিল তালেবান

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে হুঁশিয়ারি দেন তালেবান নেতা। এএনআইকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সোহেল শাহিন বলেন, যদি ভারত আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠায় তাহলে তা তাদের জন্য ভালো হবে না। আগে যারা সামরিক শক্তি নিয়ে আমাদেরকে দমাতে এসেছে তাদের নিয়তি অজানা নয়। ভারতেরও জানা কথা এসব।

সাক্ষাৎকারে সোহেল শাহিন নিশ্চিত করেন যে তালেবানদের পক্ষ থেকে কোনো দূতাবাস বা রাষ্ট্রদূতের ক্ষতি করা হবে না।

আসামে পাস হয়ে গেল মুসলিম বিদ্বেষী গো-সংরক্ষণ বিল

ভারতের আসাম রাজ্যের বিধান সভায় শুক্রবার পাস হয়ে গেল বিতর্কিত গো সংরক্ষণ বিল। এই বিল অনুসারে গরু নিয়ে যাওয়া, গো হত্যা, গরুর গোশত বিক্রির ক্ষেত্রে নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে বলে হিন্দুস্তান টাইমস সূত্রে জানা গেছে।

তবে অনেকের মতে এটি খাতায় কলমে না করলেও গরুর গোশত বিক্রিতে ব্যাপক কড়াকড়ি করা হবে আসামে। মন্দির, সাত্রা এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গরু জবাই দেওয়া যাবে না।

নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাছুর থেকে শুরু করে ১৪ বছরের কম বয়সী গরু জবাই। বিলটিতে পুরুষ ও স্ত্রী ষাঁড় ও মহিষ, গরু, গাভী, বাছুর, বকনা বাছুর ইত্যাদিকে গরু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এছাড়া এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গরু পরিবহন করা যাবে না। গরু পরিবহন করতে হলে আগে থেকে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে অনুমতিপত্র সঙ্গে নিয়ে গরু পরিবহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ভারতে যেহেতু হিন্দুদের সংখ্যা বেশি সে হিসেবে মন্দিরও বেশি। এছাড়াও বলতে গেলে যে কেউ চাইলেই যেকোন জায়গায় কিছু পাথর,মাটির মূর্তি রেখে মন্দির নামে চালিয়ে দিতে পারে। তাই ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ হওয়ার মানেই হল মুসলিমদের জন্য পুরোপুরি গরু জবাই নিষেধ। অন্যথায় পড়তে হবে মালাউনদের রোষানলে।

খোরাসান | ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬টি প্রদেশ বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন তাদের অভূতপূর্ব বিজয় অভিযানের ধারাবাহিতায় গত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানের আরও ৬টি প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। যেখানে উড়ছে এখন তাওহিদের ঝাণ্ডা। আল্লাহু আকবার কাবীরা

https://ibb.co/ZmyJhPq

ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদি হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, তালিবান মুজাহিদগণ (১৪ আগস্ট শনিবার) সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ ফারিয়াবের রাজধানী মাইমানা শহর, গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

https://ibb.co/848pk9L

এর আগে বিকাল বেলায় ফারয়াব প্রদেশের সর্বশেষ জেলা "পশতুন কোট" বিনা যুদ্ধে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। কেননা এদিন কাবুল সেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং শহরের নিয়ন্ত্রণ মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

https://ibb.co/n0Y3t29

অপরদিকে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁর টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন, তালিবান মুজাহিদগণ পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশের রাজধানী আসাদাবাদ, গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর এবং সরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এসময় বেশ কিছু সরকারি সৈন্য তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

https://ibb.co/CbDpG6x

তিনি এদিন পৃথক বার্তায় বলেছেন যে, তালিবান মুজাহিদগণ পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী গার্দিজের নিয়ন্ত্রণও নিয়েছেন। যেখান থেকে মুজাহিদগণ অনেক অস্ত্র, যানবাহন এবং সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/nf8GKwL

তিনি পৃথক কয়েকটি বার্তায় জানান যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত মুজাহিদগণ পাকতিকা প্রদেশের সর্বশেষ ৪টি জেলা কেন্দ্র এবং তার সাথে আনুষাঙ্গিক সকল স্থান সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ। যেগুলো দীর্যদিন মুজাহিদদের অবরোধের মধ্যে ছিল। তবে অধিকাংশ স্থানেই কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্যরা যুদ্ধ না করে এদিন তাদের সমস্ত অস্ত্র ও যানবাহন ও সরঞ্জাম তালিবান মুজাহিদিনদের হাতে তুলে দিয়েছে।

https://ibb.co/pJbbBTf

সর্বশেষ গতাকাল রাতে তালিবান মুজাহিদগণ বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরিফ ও লাগমান প্রদেশের রাজধানী মেহতারলাম বিজয় করে নেন।

https://ibb.co/X4GsBPL

এরমধ্যে মাজার-ই-শরিফে গত কয়েকদিন যাবৎ কুখ্যাত জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তম ও তার মিলিশিয়াদের সাথে তীব্র লড়াই চলছিল তালিবান মুজাহিদদের। তবে গতকাল সকালে মুজাহিদগণ কাবুল সেনা ও মিলিশিয়াদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালে তারা এতে সাড়া দেয়নি, ফলে সকাল থেকেই মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শহর অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন এবং সন্ধ্যার পর মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

https://ibb.co/6RLY5YH

স্থানীয় সূত্রমতে, আবদুর রশিদ দোস্তম ও তার শত শত মিলিশিয়া এবং কাবুল সৈন্যরা উজবেকিস্তানে প্রবেশের জন্য হায়রতান ব্রিজ হয়ে পালাতে শুরু করছে। যার কিছু দৃশ্য ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এদিন মধ্যরাতে এক বিবৃতিতে গত ২৪ ঘন্টায় ৬টি প্রদেশের রাজধানী বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন, এদিন শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য, পুলিশ এবং অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী তাদের অস্ত্র রেখে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়াও বীজিত প্রদেশগুলো থেকে হাজার হাজার হালকা ও ভারী অস্ত্র, লক্ষ লক্ষ গোলাবারুদ, হাজার হাজার সামরিক ও অ-সামরিক যানবাহন এবং সরঞ্জামাদি মুজাহিদগন গনিমত পেয়েছেন।

তিনি বলেন, ইমারতে ইসলামিয়ার সকল মুজাহিদিন এবং সাধারণ জনগণের এই মহান বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

উল্লেখ্য যে, গত ৯ দিনে এনিয়ে তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্য থেকে ২৪টি প্রদেশ সম্পূর্ণভাবে বিজয় করে নিয়েছেন। বর্তমানে রাজধানী কাবুল সহ ৪টি প্রাদেশিক রাজধানী ব্যাতিত বাকি সবগুলো প্রাদেশিক রাজধানী এখন মুজাহিদদের অবরোধের মধ্য রয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/08/15/51562/

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের দূর্দান্ত হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ৩১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের দূর্দান্ত এক হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত "দানব" বাহিনীর ১৪ সেনা নিহত এবং ১৭ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, দক্ষিণ সোমালিয়ার কাসমায়ো শহরের জানি-আবদালী এলাকায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সোমালি "দানব" নামক স্পেশাল ফোর্সের উপর বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৭ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। আহতদের মাঝে দানব ফোর্সের কমান্ডার মাহমুদ আদমও ছিল বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, স্পেশাল ফোর্সের সেনারা যখন ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর বিমান পাহারার জন্য জানী-আবদালী এলাকার দিকে যাচ্ছিল তখনই বরকতময় এই হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। এই হামলায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা তাদের আহত সেনা এবং মৃতদেহ বহন করে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে।

উল্লেখ্য যে, একই এলাকায় এক বছর আগে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত একটি ইস্তেশহাদী হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর ৪ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা আহত হয়েছিল। একই হামলায় দানব ফোর্সের ১৬ সেনা নিহত এবং ১২ সেনা আহত হয়।

১৪ই আগস্ট, ২০২১

তালিবানদের বিনা যুদ্ধে একের পর এক প্রদেশ বিজয় আমাদেরকে কীসের বার্তা দেয়?

ইমারাতে ইসলামিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানের অন্তত বিশটি জেলা বিজিত হওয়ার পর, প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে বিজয়ের যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে, তা কাবুল সরকারের এই অবৈধ শাসনের পরিসমাপ্তি এবং সমগ্র দেশজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার একটি শুভক্ষণ বলে ধারণা করছেন জ্ঞানী মহল। আল্লাহ তা'আলার অপার সাহায্য এবং সদ্য বিজিত প্রদেশগুলোর অধিবাসীদের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার ফলে কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই মুজাহিদগণ নিমরোজ,জাউজান,সার-ই-পুল,তাখার,কুন্দুয এবং সামঙ্গান ইত্যাদি প্রদেশের রাজধানী বিজয় করে নিয়েছেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে সেসব প্রদেশে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

এ সকল প্রাদেশিক রাজধানীগুলো কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই বিজয় করে নেওয়ার মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটি হলো, কাবুল সরকার জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে এবং কাবুলের সরকারি বাহিনী এই অবৈধ শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে।

কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই বিভিন্ন জেলা বিজয় করার যে অভিজ্ঞতা ইমারাতে ইসলামিয়া অর্জন করেছে, সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তারা প্রাদেশিক রাজধানীগুলোও বিজয় করতে আগ্রহী। এটি একটি সফল পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে শহরের অধিকাংশ স্থাপনা ও ঘরবাড়ী ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে।

কিন্তু, প্রাদেশিক রাজধানীর অধিবাসীরা নিরাপত্তার নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যবান হোক, এবং শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে জীবন-যাপন করুক, তা কাবুল সরকারের যুদ্ধাগ্রহী বাহিনী চায় না। কাবুল বাহিনী যারনাজ এবং কুন্দুযের মত বড় বড় শহরগুলোতে বোম্বিং করেছে, যার ফলে সেখানকার অধিবাসীদের যেমন বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তেমনি বহু প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে বোম্বিং করা এক ধরণের গণহত্যার নামান্তর। এ জন্য দেশীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অপরিহার্য দায়িত্ব হবে, তারা যেন বিজিত প্রদেশগুলোতে কাবুল প্রশাসনের এই নৃশংস বোম্বিংয়ের প্রতিবাদ করে।এবং সেখানকার অধিবাসীদের এই গণহত্যার কবল থেকে উদ্ধার করে।

ভাষান্তরঃ আব্দুল্লাহ মুনতাসির

প্রথমবারের মতো দখলদার ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মরক্কো সফর

দখলদার ইসরাইলের সুযোগসন্ধানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমবারের মতো মরক্কো ভ্রমণ করেছে।

গত ১১ আগষ্ট বুধবার অবৈধ ও দখলদার ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ায়ির লাপিদ উত্তর আফ্রিকার মরক্কোয় পৌঁছেছে।

উক্ত সরকারি সফরে ইয়ায়ির মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাসের বৌরিতার সাথে রাজনৈতিক শলা-পরামর্শ, দ্বিপাক্ষিক বিমান চালনা, সংস্কৃতি বিনিময় বিষয়ে একাধিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

তাছাড়াও পরদিন ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ায়ির রাজধানী রাবাতে ইসরাইলের কূটনৈতিক অফিস উদ্বোধন করে।

দখলদার ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানায়,"মরক্কোর সাথে করা চুক্তিগুলো ভবিষ্যতে আমাদের শিশু ও নাতিপুতিদের অত্র অঞ্চলে নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিবে।"

উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের গডফাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্ততায় দখলদার ইসরাইল আরব রাষ্ট্র মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও সুদানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকরণে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৩ সেনা নিহত, আহত অনেক

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাদের পোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৩ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গত মঙ্গলবার রাতে বিপুল সংখ্যক টিটিপি যোদ্ধারা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরালি তহসিলের পাকিস্তান সেনা পোস্টে হামলা চালায়।

বিবরণ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার ও বুধবার মধ্য রাতে, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মির-আলী সীমান্তের হিসোখেল এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ সেনাদের একটি চৌকিতে হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবানের জানবায মুজাহিদগণ। এসময় টিটিপির সশস্ত্র মুজাহিদগণ মুরতাদ সেনাদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে হত্যা ও আহত করেন।

পরে মৃত ও আহত সেনাদের নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আহত সেনাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় এই হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করে জানান যে, হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আবারো ফিলিস্তিনি পরিবারকে নিজ বাড়ি নিজে ভাঙতে বাধ্য করলো সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী দখলকৃত জেরুজালেমে এক ফিলিস্তিনিকে নিজ বাড়ি নিজেকেই ভাঙতে বাধ্য করেছে। দখলকৃত জেরুজালেমের বেইত হানিয়া শহরে (১২ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইসরায়েলি পৌরসভার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় আগামী ২০ দিনের মধ্যে বাড়িটি ভেঙে ফেলতে। নতুবা অতিরিক্ত জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। অতিরিক্ত জরিমানা এড়াতে বাড়ির মালিক আল-খাদের ভয়ে নিজেই বাড়ি ধ্বংস করেন।

আল-খাদের এ বাড়িতে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছিলেন। তাঁর পরিবারে ২৫ জন সদস্য এবং বাড়িটিতে ৫ টি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। সন্ত্রাসী ইসরায়েল বাহিনী ২০১৩ সাল থেকে এ বাড়িটি ধ্বংস করতে চেষ্টা করে আসছিল।

দখলকৃত জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ করতে অবৈধ ভবনের অজুহাত দেখিয়ে নিয়মিতই ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এছাড়াও আরও শত শত ফিলিস্তিনি পরিবারকে নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

বিপরীতে, ইসরায়েল দখলকৃত পশ্চিম তীরসহ জেরুজালেমে ইহুদিদের জন্য বসতি নির্মাণ ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্যতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে হাজার হাজার আবাসন ইউনিট তৈরি করেছে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শরনার্থী ইহুদিদের ফিলিস্তিনে নিয়ে আসছে।

জেরুজালেমসহ অধিকৃত পশ্চিম তীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২৫৬ টি অবৈধ বসতিতে প্রায় ৭ লক্ষ ইসরায়েলি রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক কুফরী আইনেও অবৈধ।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক।

১৩ই আগস্ট, ২০২১

খোরাসান | লোঘার, জাবুল, উরুজগান ও ঘোর প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন আজ লোঘার, জাবুল, উরুজগান ও ঘোর প্রদেশগুলোর রাজধানীর উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তালিবান মুখপাত্র- ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তালিবান মুজাহিদগণ আজ ১৩ আগস্ট শুক্রবার সকালে ঘোর প্রদেশের রাজধানী "ফিরোজ-কুহ" শহর বিজয় করে নিয়েছেন।

https://ibb.co/Gpcpt2g

তিনি আরও জানান, গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর এবং সরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা সম্পূর্ণরূপে মুজাহিদিনদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কাবুল সরকারের সকল সদস্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা প্রদেশের সমস্ত সরঞ্জাম, অস্ত্র, যানবাহন মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়েছে।

https://ibb.co/n091TkM

একই সময়ে, উরুজগানের প্রাদেশিক রাজধানী তিরিনকোট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন মুজাহিদগণ। এখানেও সরকারি বাহিনী তাদের অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

https://ibb.co/xsMS2MF

অপরদিকে তালিবান মুজাহিদিনরা এদিন কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে জাবুল প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

তালিবানরা জানিয়েছেন যে, মুজাহিদগণ গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনডিএস) এবং জাবুল প্রদেশের রাজধানী কালাতে সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এসময় কাবুল সৈন্যরা তাদের সমস্ত যানবাহন, অস্ত্র ও সরঞ্জাম সহ মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

একইভাবে এদিন তালিবান মুজাহিদিনরা লোগার প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী পুল-ই-আলম, গভর্নর কার্যালয়, নিয়োগ কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

https://ibb.co/HKDsL4D

এক বিবৃতিতে তালিবানরা জানিয়েছেন, লোগারের গভর্নর আবদুল কাইয়ুম তার সকল কর্মী, যানবাহন ও অস্ত্রসহ মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

খোরাসান | বিনা যুদ্ধে হেলমান্দ ও ঘোর প্রদেশ বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের মধ্যমে ঐতিহাসিক ৩টি প্রদেশ (গজনী, হেরাত এবং কান্দাহার) বিজয়ের পর তালিবানরা দক্ষিণ হেলমান্দ প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী লস্করগাহ এবং দক্ষিণের ঘোর প্রদেশের রাজধানী ঘোর শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

এরমধ্যে হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড লড়াই এবং "নির্বিচারে" কাবুল বাহিনীর বোমা হামলার সাক্ষী হয়েছে। এসময় কাবুল বাহিনী স্থল অভিযান ছাড়াও বিমান ও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে। যাতে বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরেই প্রদেশটির পুলিশ সদর দপ্তর, বিশেষ ইউনিট, পুলিশ একাডেমি, পাবলিক অর্ডার ব্যাটালিয়ন এবং আরও কিছু সরকারি ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তালিবান মুজাহিদিন ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু গতকাল বিকেল থেকে, লস্করগাহের বেশিরভাগ অংশ বিনা লড়াইয়ে তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবং কাল (১২ আগস্ট) রাতে গভর্নর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নেন তালিবান মুজাহিদিন।

হেলমান্দের তালিবান মুখপাত্র হাফিজ রশিদ হেলমান্দী এই খবর নিশ্চিত করেছেন, তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

তবে তালিবানদের কেন্দ্রীয় দু'জন মুখপাত্রই জানিয়েছেন যে, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় তালিবান মুজাহিদগণ বৃহত্তম হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ সম্পূর্ণরূপে বিজয় করে নিয়েছেন।

হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ এবং আশেপাশের ব্রিগেড থেকে শত শত কাবুল সরকারী সৈন্য গতকাল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া এখনও চলমান রয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা ভারী হতাহতের শিকার হয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অপরদিকে ঘোর প্রদেশের রাজধানী ঘোরের স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে, উপজাতীয় প্রবীণদের মধ্যস্থতায় বিনা লড়াইয়ে ফিরোজকোহ শহরটি তালিবানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গভর্নর এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য নেই। কিন্তু কিছু সূত্র বলছে যে, তারা বিমানবন্দর হয়ে কাবুল পালিয়ে গেছে।

আর এটি গত আট দিনে তালেবানদের দখল করা ১৫ তম প্রদেশ।

তালিবানরা এর আগে নিমরোজ, জাউজান, কুন্দুজ, সার-ই-পুল, তাখার, সামঙ্গান, ফারাহ, বাঘলান, বদখশান, গজনী, হেরাত, বাদগিস, কান্দাহার ও হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

ভারতে ছোট্ট মেয়ের সামনে মুসলিম বাবাকে 'জয় শ্রীরাম' বলানোর জন্য বেদম মারধর

ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করেছে। কয়েকদিন আগে দিল্লির মিছিলে ‘ভারতে থাকতে হলে জয় শ্রীরাম বলতে হবে’ স্লোগানের পর ভারতে এবার মুসলিম নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র উঠে এলো আরেক ঘটনায়। এক মুসলিম ব্যক্তিকে তার ছোট্ট মেয়ের সামনে শহরের রাস্তাজুড়ে নির্যাতন করা হয়েছে এবং তাকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করা হয়েছে। ছোট্ট মেয়েটির কান্নায়ও বাবাকে নির্যাতন থেকে দমেনি মালাউন পাষণ্ডরা। এমনকি পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার পরও নির্যাতন করা হয়েছে ৪৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিটিকে। খবর এনডিটিভি

ঘটনাটি বুধবার ঘটেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। স্থানীয়দের করা ভিডিওতে দেখা যায়, ছোট্ট শিশুটি তার বাবাকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং বাবাকে আর না মারতে আক্রমণকারীদের কাছে অনুরোধ করছে।

ভিডিওতে এটাও দেখা যায়, পুলিশ ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয়ার সময়ও আক্রমণকারীরা তাকে মারধর করতে থাকে।

বুধবার একটি মোড়ে সমাবেশ করছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দল। তাদের অভিযোগ ছিল, মুসলমানরা একটি হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। বৈঠকটি শেষ হওয়ার পরপরই সমাবেশস্থলের ৫০ গজের মধ্যেই মারধরের ঘটনাটি ঘটায় তারা।

স্থানীয়দের করা ভিডিওতে দেখা যায়, ছোট্ট শিশুটি তার বাবাকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং বাবাকে আর না মারতে আক্রমণকারীদের কাছে অনুরোধ করছে।

নির্যাতনের শিকার পেশায় রিকশা ড্রাইভার ওই ব্যক্তি বলেন, ‘আমি বিকেল ৩টার দিকে আমার ব্যাটারিচালিত রিকশাটি চালাচ্ছিলাম। তখনই তারা আমাকে হেনস্থা ও নির্যাতন করা শুরু করে এবং পরিবারসহ আমাকে হত্যার হুমকি দেয়। পরে আমি পুলিশী হস্তক্ষেপে বাঁচতে পারি।’

জানা যায়, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিটি একটি পরিবারের আত্মীয়, যাদের পার্শ্ববর্তী একটি হিন্দু পরিবারের সাথে আইনি দ্বন্দ্বে রয়েছে। বিবদমান পরিবার দুটি একে অপরের বিপক্ষে মামলা করেছে।

মুসলিম পরিবারটি প্রথমে নির্যাতন ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করে। পরে হিন্দু পরিবারটি ‘এক নারীকে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা’র অভিযোগ করে একটি মামলা দায়ের করে।

সম্প্রতি বজরং দল বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে এবং মুসলিম পরিবারটির বিরুদ্ধে জোর করে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ তোলে।

এর আগে গত রোববার সংসদ ভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে যন্তরমন্তরের কাছে একটি বিক্ষোভ মিছিলে ‘ভারতে থাকতে হলে জয় শ্রীরাম বলতে হবে’ তোলা হয়েছে এমন ‘সাম্প্রদায়িক’ স্লোগান। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও দিল্লি বিজেপির সাবেক মুখপাত্র অশ্বিনী উপাধ্যায় এ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, মিছিলে স্লোগান দেয়া হচ্ছে ‘হিন্দুস্তান মে রেহনা হোগা, জয় শ্রী রাম কেহনা হোগা’ অর্থাৎ ‘ভারতে থাকতে হলে জয় শ্রীরাম বলতে হবে।’

এদিকে সম্প্রতি ফেডারেল এজেন্সির দ্য ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের বার্ষিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ‘ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা ভারতে ক্রমাগত নিচের দিকে যাচ্ছে। দেশটিতে হিন্দুত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।’

গত বছর নয়াদিল্লিতে মারাত্মক দাঙ্গার সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও পুলিশের নির্যাতনের দিকে ইঙ্গিত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার হিন্দু জাতীয়তাবাদী নীতিগুলি প্রচার করেছে যার ফলে নিয়মতান্ত্রিক, চলমান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন হয়েছে। এ ছাড়াও মোদি সরকারের পরিচালিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, এই আইনের ফলে ভারতের মুসলিমরা নাগরিকত্ব হারাতে পারেন। প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশসহ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে আন্তঃবিশ্বাস বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ভারত সরকার ভিন্নমত দমনের চেষ্টা করছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৮ মুরতাদ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ৫ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুসারে, গত ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় জুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে দেশটির মুরতাদ সেনাদের বিরুদ্ধে একটি ভারী অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর ১০ সেনা সদস্য নিহত এবং অন্যরা আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক যান ধ্বংস এবং অন্যগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিন একই অঞ্চলের বার্সাঞ্জোনী এলাকার কাছে মুরতাদ বাহিনীর উপর আরও একটি হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ২ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ৩ সেনা আহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিসুর ইয়াকশেদ জেলার আরাফাত পাড়ায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সমাবেশস্থলে ২টি পৃথক বিস্ফোরণ ঘটান শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ৩ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

খোরাসান | বাদগিস প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন গজনী এবং হেরাতের পর উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ বাদগিসের প্রাদেশিক রাজধানী কালা-ই-নাও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

তালিবান মুখপাত্র কারি ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্‌ বলেন, তালিবান মুজাহিদগণ বাদগিসের প্রাদেশিক রাজধানী কালা-ই-নাও, গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা কেন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাগুলোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

https://ibb.co/fXgH2rX

তিনি আরও বলেন, তালিবান মুজাহিদিনরা বেশ কয়েক ডজন কাবুল সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন, বাকিরা পালিয়ে গেছে। যাদেরকে ধরতে ফলো-আপ অভিযান চলছে। অপরদিকে মুজাহিদগণ বেশ কিছু যানবাহন ও প্রচুরসংখ্যক অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

গত ৭ দিনে তালিবান মুজাহিদদের হাতে বীজিত এটি ১২ তম প্রদেশ, এবং গত ১২ আগস্ট বীজিত ৩য় প্রদেশ। এর আগে মুজাহিদগণ নিমরোজ, জাউজান, সার-ই-পুল, কুন্দুজ, তাখার, সামঙ্গান, ফারাহ, বাঘলান, বাদাখশান, গজনী এবং হেরাতের প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। যেখানে হাজার হাজার সৈন্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছু সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, তালিবান মুজাহিদিনরা হেলমান্দ এবং কান্দাহার প্রদেশের নিয়ন্ত্রণও নিয়েছেন।

খোরাসান | ঐতিহাসিক হেরাত প্রদেশ বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান, পালিয়েছে কমান্ডার ইসমাইল খান

বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পালা শেষে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক ও তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ হেরাতের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এসময় ইসমাইল খান, তার নেতৃত্বাধীন মিলিশিয়া এবং কাবুল সরকারি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

গত এক সপ্তাহ ধরে, তালিবানরা বারবার হেরাতের সরকারি কর্মকর্তাদের সতর্ক করে আসছিলেন যে, তারা যেনো বিনা লড়াইয়ে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করে, যাতে সরকারি প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও পাবলিক সম্পত্তি ধ্বংস ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। কিন্তু কাবুল সেনারা লড়াই চালিয়ে যায় এবং প্রতিরোধের উপর জোর দেয়।

https://ibb.co/CzDSBtS

ফলে তালিবানরা বাধ্য হয়ে সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন দিক থেকে কাবুল বাহিনী ও কমান্ডার ইসমাইল খানের মিলিশিয়াদের টার্গেট করে একযোগে ব্যাপক আক্রমণ চালান। আক্রমণ শুরু হওয়ার পর সকাল বেলায় তালিবানরা প্রদেশটির কেন্দ্রীয় কারাগার, দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন।

এরপর কয়েক ঘন্টার আরও তীব্র লড়াইয়ের পর দুপুররের পর গভর্নর কার্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যান মুজাহিদগণ। এসময় একে একে ইখতিয়ার-উদ-দ্বীন, কালা-ই-আরগ সহ সরকারী সমস্ত ভবন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সর্বশেষ এদিন বিকাল বেলায় মুজাহিদগণ হেরাতের গভর্নর কার্যালয়, গোয়েন্দা অধিদপ্তর সহ অন্য সরকারি স্থাপনার উপরও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

https://ibb.co/f8mxWkN

এদিকে তালিবানদের একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে প্রদেশটি বিজয়ের সংবাদ নিশ্চিত করে বলেন, "সম্প্রতি প্রাদেশিক ভবন, পুলিশ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং অন্যান্য অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।" সেই সাথে কাবুল সৈন্যরা তাদের অস্ত্র ফেলে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে, যার প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

হেরাত প্রদেশের বাসিন্দারা জানান, তালিবান মুজাহিদিনরা আজ (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় হেরাতের কেন্দ্রীয় শহরে প্রবেশ করেন এবং গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর এবং কারাগার নিয়ন্ত্রণে নেন।

https://ibb.co/gPByqF8

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তালিবান সমর্থক অ্যাকাউন্টগুলি হেরাতের প্রাদেশিক পুলিশ সদর দফতরে তালিবান মুজাহিদদের টহল দেওয়ার এবং হেরাতের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছেন। এসব পোস্টে জানানো হয় যে, প্রদেশটির কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুজাহিদগণ ৪০০০ (চার হাজার) কারাবন্দীকে মুক্ত করেছেন।

এদিকে হেরাতের প্রাক্তন গভর্নর এবং জমিয়তে ইসলামীর কমান্ডার ইসমাইল খান হেরাতে তালিবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, এবং বিগত দিনগুলোতে কাবুল সেনা ও তার মিলিশিয়াদের তালিবানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছিল। কিন্তু আজ সে নিজেই তালিবান মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণ দেখে সবার আগে হেরাত ছেড়ে পালিয়েছে।

https://ibb.co/wcY88zv

স্থানীয় একজন বাসিন্দা "টলোনিউজ" কেও এই সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন যে, ইসমাইল খান তার মিলিশিয়াদের যুদ্ধের ময়দানে তালিবানদের সামনে রেখেই হেরাত ছেড়ে পালিয়েছে।

বর্তমানে কান্দাহার ও হেলমান্দ প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহরে প্রবেশ করেছেন তালিবান মুজাহিদগ। উভয় প্রদেশের কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কয়েক হাজার বন্দীকে মুক্ত করেছেন তাঁরা। প্রদেশ দু'টিতে তালিবানদের অগ্রগতি এখনো অব্যাহত আছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের হামলা, নিহত ৪

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে দুটি বোমা বিস্ফোরণ করেছেন পাক-তালিবান (টিটিপি)। এতে চার পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১২ আগস্ট) পাকিস্তানের উপজাতীয় জেলা উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপর দুটি ভিন্ন বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, জেলাটির গারিওম সীমান্তের ডাকি গ্রামে পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা টহলরত একটি পদাতিক দল মুজাহিদদের রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়, এতে ঘটনাস্থলেই এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়।

এরপর বিস্ফোরণে নিহত সেনার লাশ সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থলে আরো একটি সৈন্য দল আসে, যেখানে মুজাহিদদের অন্য একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয় নতুন এই সেনা দলটিও। যার ফলে ঘটনাস্থলে আরও ৩ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিজ্ঞপ্তিতে বরকতময় এই হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

১২ই আগস্ট, ২০২১

পাকিস্তান | সেনা পোস্টে পাক-তালিবানের হামলা; নিহত ৩, বেশ কিছু সেনা আহত

গত রাতে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর পোস্টে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৩ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

বিবরণ অনুসারে, গত ১১ আগস্ট রাতে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ার উপজাতীয় জেলা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে। হামলার পর মুজাহিদগণ সহজেই রাতের আধারে লুকিয়ে যান এবং নিরাপদে আপন ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এই বরকতময় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হামলায় মুজাহিদগণ ভারী ও হালকা অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, যার ফলে তিন এফসি সদস্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

https://ibb.co/T8f0tLT

খোরাসান | দশম প্রদেশ গজনীও এখন তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে

তালিবান মুজাহিদিনরা তাদের অভূতপূর্ব অগ্রগতির অংশ হিসেবে আজ গজনী প্রদেশের রাজধানী শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

তালিবান মুজাহিদদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গজনী প্রদেশের রাজধানী গজনির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তাঁরা। রাজধানীর ভেতরে নিজেদের অবস্থানের ভিডিওচিত্রও প্রকাশ করেছেন মুজাহিদগণ। বীজিত এই শহরটি রাজধানী কাবুল থেকে মাত্র ৮০ মাইল দূরে।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক টুইটে জানান যে, আজ সকালে তালিবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের দশম প্রাদেশিক রাজধানী গজনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

https://ibb.co/DR1N4Tn

তালিবানের অপর একজন সামরিক মুখপাত্র ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ আহমদি হাফিজাহুল্লাহ্ এক টুইট বার্তায় জানান, তালিবান মুজাহিদিনরা আজ সকালে গজনী শহরে প্রবেশ করেছেন এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনডিএস), কেন্দ্রীয় কারাগারসহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সামরিক স্থাপনা।

তালিবানরা বলছেন, তারা গজনী শহরে বহু কাবুল সৈন্যকে হত্যা ও আহত করেছেন এবং মুরতাদ বাহিনী থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জব্দ করেছেন।

https://ibb.co/D7ykqZQ

স্থানীয় কর্মকর্তারা তালিবানের দাবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তালিবানরা বৃহস্পতিবার গজনি প্রদেশের রাজধানী গজনী দখল করে নিয়েছে। গজনী শহরের কেন্দ্রে এখন তালিবানদের পতাকা উড়ছে এবং কয়েক ঘণ্টার তীব্র সংঘর্ষের পর যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে।

এদিকে তালিবানদের নিকট কাবুল প্রশাসনের যুদ্ধবাজ গজনী প্রদেশের গভর্নর শান্তিপূর্ণভাবে গজনী শহরের প্রধান কেন্দ্র তালিবানদের কাছে হস্তান্তর করায় তালিবানরা তাদেরকে নিরাপদে কাবুল চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যার ফলে শহরের প্রাণকেন্দ্রে কোন রক্তপাত হয়নি।

https://ibb.co/vqMCPGB

পরে গজনীর গভর্নর এবং পুলিশ প্রধান তারা উভয়ই বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে কাবুল দিকে যাত্রা করেছিল। কিন্তু আফগানদের রক্তে তৃষ্ণার্ত পশ্চিমাপন্থী কাবুল সরকার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। ফলে ওয়ার্দাক প্রদেশে মুরতাদ কাবুল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ গজনীর গভর্নর দাউদ লাঘমাণি, তার ডেপুটি, অফিস প্রধান, পুলিশ প্রধান এবং পুরো প্রতিনিধি দলকে গ্রেপ্তার করেছে।

https://ibb.co/KFMTxQw

এদিকে গজনির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মধ্যদিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তালিবানরা আফগানিস্তানের ১০টি প্রাদেশিক রাজধানীর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করেছেন।

এর আগে, তালিবানরা নিমরোজ, জাউজান, সার-ই-পুল, কুন্দুজ, তাখার, সামঙ্গান, ফারাহ, বাঘলান এবং বাদাখশান প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

https://ibb.co/t3tRSBG

এছাড়াও, বালখ, হেলমান্দ, হেরাত, এবং কান্দাহারের রাজধানীতেও এখন ভয়াবহ সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তালিবানরা ইতিমধ্যে কান্দাহার ও হেরাতের কেন্দ্রীয় কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এরমধ্যে কান্দাহার কারাগার থেকে ১৯০০ জন কারাবন্দী এবং হেরাত কারাগার থেকে ৪ হাজার কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/08/12/51511/

ফটো রিপোর্ট | কুন্দুজ বিজয়ের পর মুজাহিদদের প্রাপ্ত শত শত ট্যাংক ও যানবাহন...

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কুন্দুজ পুরোপুরি বিজয় করে নিয়েছেন। যেখান থেকে মুজাহিদগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলার সহায়তায় শত্রুদের কাছ থেকে শত শত ট্যাংক, যানবাহন, হেলিকপ্টার ও অগণিত যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

মানবা-উল-জিহাদ স্টুডিওর সহযোগী মুজাহিদিনরা এসব গনামতের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, যা আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

https://alfirdaws.org/2021/08/12/51499/

‘আপত্তিকর অবস্থায় পেলে ১০০ টাকা জরিমানা ছাড়া পুলিশের কিছু করার নেই’

দেশের প্রথাগত সামাজিক নিয়মে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ালে তা সমাজের চোখে নিন্দনীয় ও ইসলামি শরিয়াতে জঘন্য অপরাধ হলেও কুফরী আইনে তেমন কোন শাস্তির বিধান নেই বলে জানিয়েছে ত্বাগুত প্রশাসনের ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার (ডিএমপি) শফিকুল ইসলাম।

নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মঙ্গলবার (১০ আগস্ট) সে এসব কথা বলেছে। এ বিষয়ে আইনের কথা উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেছে, ‘১৮ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো নাগরিক পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পর্কে জড়াতে পারে। যদি তা প্রতারণামূলক না হয় তাহলে পুলিশের তেমন কিছু করার থাকে না।

কেউ যদি এমন সম্পর্কের পর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ না করে তাহলে সেটা দেশের আইনে বড় কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। এমনকি আপত্তিকর অবস্থায় কাউকে পেলে মাত্র একশ টাকা জরিমানা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

আরও বলেছে, ‘আমি কোথাও অভিযান করে প্রখ্যাত মডেল বা উঁচুদরের মানুষকে আপত্তিকর অবস্থায় পেলাম, তাহলে আমি কী করতে পারি? তাকে ২৯২ এর অধীনে প্রসিকিউশিন দিতে পারি জরিমানা ১০০ টাকা। তাও যদি হাতেনাতে ধরতে পারি।

আর হাতেনাতে ধরতে না পারলে তো আর কোনো সুযোগ নেই।’ ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেছে, কোনো মডেলকে সমাজের উঁচুদরের কারো সাথে আপত্তিকর অবস্থায় পেলে পুলিশের খুব বেশি কিছু করার নেই। কেননা আইনের চোখে এটি খুবই ছোট অপরাধ। এখানে আমাদের খুব বেশি কিছু করার নেই।

উল্লেখ্য, যিনা ব্যভিচারের মত জঘন্য কাজের শাস্তির ক্ষেত্রে তারা অক্ষম হলেও ১৮ বছরের নিচে বালেগ নারী পুরুষের শরিয়াহ সম্মত বিবাহের ক্ষেত্রে তারা দুঃসাহস দেখায়। এ ত্বাগুত প্রশাসন বাল্য বিবাহের নামে অসংখ্য হালাল বিয়েকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তাদের চোখে '১৮ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো নাগরিক পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পর্কে জড়াতে পারে' কিন্তু কেউ যদি হারামভাবে যিনা না করে বৈধভাবে একাধিক বিবাহ করে তাহলে তাদের সমস্যা। আসল কথা হল তারা চায় সমাজে যিনা ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ুক।

আর যিনার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

اَلزَّانِيَۃُ وَ الزَّانِیۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَۃَ جَلۡدَۃٍ ۪ وَّ لَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَۃٌ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ۚ وَ لۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَۃٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে(১), আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে(২), যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।(সূরা নুর; আয়াত: ০২)

যখন সূরা নূরের এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সাঃ) বললেন যে, 'আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই মত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা আমার কাছ হতে শিখে নাও। আর তা হল, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশত বেত ও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা।' (সহীহ মুসলিম, দন্ডবিধি অধ্যায়) অতঃপর বাস্তবে তিনি বিবাহিত (ব্যভিচারী)-দের শাস্তি দিয়েছেন পাথর মেরে, আর একশত বেত্রাঘাত (যা ছোট শাস্তি) বড় শাস্তির সাথে একত্রীভূত করে বিলুপ্ত করেছেন। অতএব এখন বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি পাথর মেরে শেষ করে ফেলা। নবী (সাঃ)-এর যুগের পর খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবাদের যুগেও উক্ত শাস্তিই দেওয়া হত। পরবর্তীকালের ফকীহগণ ও উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং এখনো একমত আছেন। শুধুমাত্র খাওয়ারিজ সম্প্রদায় পাথর ছুঁড়ে মারার এই শাস্তিকে অস্বীকার করে। ভারত উপমহাদেশেও আজকাল এমন কিছু মানুষ আছে, যারা উক্ত শাস্তির কথা মানতে অস্বীকার করে থাকে। এই অস্বীকার করার মূল কারণ হাদীস অস্বীকার করা। কারণ পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শাস্তি সহীহ ও শক্তিশালী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেই সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাও এত বেশি যে, উলামাবৃন্দ সেগুলোকে 'মুতাওয়াতির' (বর্ণনা-পরম্পরা-বহুল) হাদীস বলে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য, হাদীসের প্রামাণিকতা ও তা শরীয়তের একটি উৎস হওয়ার কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা উক্ত শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করতে পারেন না।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

এসমস্ত ত্বাগুতরা যিনার মত ভয়াবহ অপরাধকে মানুষের সামনে তুচ্ছভাবে তুলে ধরে অশ্লীলতাকেই প্রমোট করছে। যা মানুষের অপরাধ প্রবনতাকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেননা হাতেনাতে ধরা না পড়লে কোন শাস্তি নেই । ধরা পড়ে গেলেও ভয় নেই মাত্র ১০০ টাকা জরিমানা!!!!

১১ই আগস্ট, ২০২১

খোরাসান | কুন্দুজ বিমানবন্দরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান

কুন্দুজ বিমানবন্দরে দায়িত্বরত কাবুল সরকারের কয়েক ডজন সৈন্য ও সরকারী কর্মকর্তাদের আত্মসমর্পণের পর, তালিবান মুজিহিদিনরা আজ কুন্দুজ বিমানবন্দরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে বলা হয়েছে যে, তালিবান মুজাহিদিনরা আজ (১১ আগস্ট) বিকেলে কুন্দুজ বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন এবং আশপাশের সমস্ত সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নেন।

তালিবানের একজন মুখপাত্র জানান, কুন্দুজ অভিযানের সময় মুজাহিদিনরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, যানবাহন ও সামরিক সরঞ্জামের পাশাপাশি কাবুল বাহিনীকে দেওয়া হিন্দুত্ববাদী ভারতের ২টি আধুনিক MI-35 হেলিকপ্টারও মুজাহিদগণ গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/mztPGHS

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিমানবন্দরটি দখলের সঙ্গে সঙ্গে পুরো কুন্দুজ প্রদেশ তালিবানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

কাবুল সরকারের কমান্ডার আইনুল্লাহ সহ কয়েক ডজন সৈন্য আজ সকালে বিমানবন্দর থেকে শত শত হালকা ও ভারী অস্ত্র, বেশ কয়েকটি ট্যাংক ও যানবাহন, পাশাপাশি কুন্দুজের শেষ জেলা আলিয়াবাদ সহ তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এদিন ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশে ইরানের গোয়েন্দা নজরদারী একটি ড্রোনও আটক করেছেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

https://ibb.co/vqdnZcM

উল্লেখ্য যে, তালিবান মুজাহিদিনরা এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানের নয়টি প্রাদেশিক রাজধানী ও আড়াই শতাধিক জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

খোরাসান | বাদাখশানের রাজধানী ফৈজাবাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন

একমাস ব্যাপী অবরোধ এবং বেশ কয়েকদিনের তীব্র লড়াইয়ের পর তালিবানরা গত রাতে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত বাদাখশান প্রদেশের রাজধানী ফৈজাবাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদদের ধারাবাহিক আল-ফাতাহ অপারেশনের ফলে বাদাখশান প্রদেশের রাজধানী ফৈজাবাদ, গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনডিএস), কেন্দ্রীয় কারাগারসহ সরকারি ও সামরিক বাহিনীর সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, অভিযানে কেউ নিহত বা আহত হয়নি। বরং কাবুল বাহিনীর সদস্যরা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বর্তমানে মুজাহিদগণ পলাতক কাবুল সৈন্যদের তাড়া করে অভিযান চালাচ্ছেন।

বাদাখশানের স্থানীয় সূত্রগুলিও নিশ্চিত করেছে যে, গতকাল মধ্যরাতে প্রদেশটি তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে এবং কাবুল সরকারি কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে পালিয়ে গেছে।

গত ২৪ ঘন্টায় এটি তৃতীয় প্রদেশ যা তালিবানর মুজাহিদিনরা গতকাল বিজয় করে নিয়েছেন। এদিন তালিবানরা ফারাহের প্রাদেশিক রাজধানী এবং বাগলানের প্রাদেশিক রাজধানী পুল-ই-খুমরির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

গত শুক্রবার থেকে, তালিবান মুজাহিদিনরা নিমরোজ, জাউজান, কুন্দুজ, সার-ই-পুল, তাখার, সামঙ্গান, ফারাহ, বাঘলান এবং বাদাখশানসহ ৯টি প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এছাড়াও বলখ, ফারিয়াব, হেরাত, কান্দাহার, হেলমান্দ, জাবুল, গজনী, পাকতিয়া এবং লঘমান সহ নয়টি প্রাদেশিক রাজধানীও একপ্রকার তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

কেননা এসব প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর এবং সরকারি বাহিনীর কয়েক স্থাপনা ছাড়া বাকি সকল স্থানই মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক প্রাদেশিক রাজধানী অবরোধ এবং অনেক স্থানে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/08/11/51487/

মাকে বাইরে রেখে বিচারের নামে মেয়েকে যৌন নিপীড়ন করলো এএসআই

রাজশাহীতে মহানগরীর বোসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো: শামীম এক গৃহবধূকে যৌন নিপীড়ন করেছে।

গতকাল সোমবার (৯ আগস্ট) রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক তাকে প্রত্যাহার করেন। এই ঘটনায় সোমবার বিকালে মেয়েটির মা বোয়ালিয়া থানায় এএসআই শামীমের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৮ বছর বয়সী ওই গৃহবধূর বাড়ি নগরীর ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে। স্বামীর নির্যাতনের কারণে তিনি পুলিশের জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেছিলেন। এরপর মহানগরীর বোসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই শামীম তদন্ত করে আসেন।

সেদিন তিনি ওই গৃহবধূকে পুলিশ ফাঁড়িতে ডেকে পাঠান। সে অনুযায়ী রোববার সকালে ওই গৃহবধূ তার মাকে নিয়ে ফাঁড়িতে যান। এ সময় এএসআই শামীম ওই গৃহবধূর মাকে রুমের বাইরে যেতে বলেন। ওই গৃহবধূ রুমে একা থাকলে এএসআই শামীম তার শ্লীলতাহানি ঘটান। এ ঘটনায় সন্ধ্যায় ওই গৃহবধূর বাবা বোয়ালিয়া থানায় এএসআই শামীমের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

মেয়েটির বাবা বলেন, মেয়েটি রোববার দুপুরে তার মাকে সঙ্গে করে পুলিশ ফাঁড়িতে যায়। এ সময় বাইরে একজন সেন্ট্রি ছিলেন। ভেতরে এএসআই শামীম ছিলেন একা। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য মেয়েটির মাকে শামীম বাইরে যেতে বলেন। মেয়েটির মা বাইরে এসে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে আসেন এবং ওই পুলিশ তাকে যৌন নিপীড়ন করেছেন বলে জানান।

কাশ্মিরে বিজেপি সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা

দিন দিন ভারত জবরদখলকৃত জম্মু ও কাশ্মির পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। গত কয়েকদিন ধরে সরকারি বাহিনী সেখানে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের ধরে হত্যা করছে। এবার অনন্তনাগ জেলায় এক বিজেপি নেতা ও তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকধারীরা। খবর সংবাদ প্রতিদিনের।

পুলিশি সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে অনন্তনাগ জেলার লালচক এলাকায়। এদিন বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায় বিজেপি নেতা গোলাম রসুল দার ও তার স্ত্রী জোয়াহারা বানু। হামলার পর দ্রুত তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

কুলগাম বিজেপি কিষান মোর্চার প্রেসিডেন্ট ছিল রসুল। তবে সম্প্রতি লালচকেই ছিল।

খোরাসান | বাঘলানের প্রাদেশিক রাজধানী পুল-ই-খুমরিও এখন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে

বাঘলান প্রদেশের স্থানীয় বাসিন্দারা এবং তালিবানরা বলছেন যে, প্রাদেশিক রাজধানী পুল-ই-খুমরি গতকাল সন্ধ্যায় তালিবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

তালিবানের একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ গত ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "বাঘলান প্রদেশের রাজধানী পুল-ই-খুমরির প্রতিরক্ষামূলক বেল্ট ভেঙে তালিবান মুজাহিদিনরা গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দফতর এবং জাতীয় গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনডিএস) সহ সরকারি ও সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছেন।"

https://ibb.co/gVk4vBB

তিনি আরও বলেন, শহরের বাকি অংশে পলাতক "শত্রু" সৈন্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধে অনেক সরকারি সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে।

একই সময়ে, বেশ কয়েকটি স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে, তালিবানরা রাজধানী পুল-ই-খুমরির সমস্ত সরকারি ভবন নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর কাবুল বাহিনীর বেঁচে থাকা বাকি সৈন্যরা পুল-ই-খুমরি ত্যাগ করে কিলাগি মরুভূমি হয়ে পালিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, গত পাঁচ দিনের মধ্যে তালিবান মুজাহিদদের হাতে বিজয় করা অষ্টম প্রদেশ এবং গতকালকের দ্বিতীয় প্রদেশ। কেননা এদিন বিকালে ফারাহ প্রদেশের নিয়ন্ত্রণও নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

https://ibb.co/K05hkqh

বর্তমানে বাদাখশান প্রদেশের প্রতিরক্ষা বেল্ট ভেঙে রাজধানী ফৈজাবাদের কেন্দ্রে কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

খোরাসান | তালিবানদের বিজয় করা সপ্তম প্রদেশ 'ফারাহ'

একদিনের তীব্র লড়াইয়ের পর ফারাহের প্রাদেশিক রাজধানী পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন।

প্রাদেশিক রাজধানীর পুলিশ সদর দপ্তর, নিরাপত্তা বিভাগ, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ - সুবিধা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর, ফারাহের গভর্নর কার্যালয়ও এদিন বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিনরা। দিনব্যাপী মুজাহিদদের তীব্র হামলার পর মুরতাদ সরকারি বাহিনী প্রাদেশিক রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তালিবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "ইসলামিক ইমারাতের মুজাহিদিনরা আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় ফারাহের প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। "গভর্নরের কার্যালয় এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রের সকল সামরিক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা শত্রুদের থেকে পরিষ্কার করার পর এসব স্থান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।"

https://ibb.co/34Jh4vV

আহমদী আরও বলেন, কিছু এলাকায় পলাতক কাবুল সেনাদের ধরতে ফলো-আপ অভিযান চলছে।

উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে ফারাহ তালিবান মুজাহিদদের হাতে বিজয় করা সপ্তম প্রদেশ। এর আগে তালিবানরা কুন্দুজ, নিমরোজ, জাউজান, তাখার, সার-ই-পুল এবং সামঙ্গান প্রদেশেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

গাজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে দখলদার ইসরাইল

দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ফিলিস্তিনে আমদানি পণ্য প্রবেশ সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি জানায়, গত ৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসী ইসরাইল কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩৪ ধরণের পণ্য প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ফলে সেলফোন, কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জাম, প্রিন্টার, হেডফোন, শব্দযন্ত্র, সাধারণ ও নজরদারি ক্যামেরা, শিশুদের বুদ্ধি বিকাশকারী ইলেকট্রনিক গেইম সহ আমদানিকৃত মোট ৩৪ ধরণের পণ্য এখন থেকে আর গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে অবরুদ্ধ গাজায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর নারকীয় গণহত্যা চালানোর পর দখলদার ইসরাইল এবার গাজাবাসীর উপর নতুন এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো।

বলাবাহুল্য, ২০ লক্ষ ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত গাজা উপত্যকায় জরুরী পণ্য প্রবেশে দখলদার ইসরাইল নিয়মিতভাবেই মুসলিমদেরকে বাঁধা প্রদান করে থাকে।

সোমালিয়া | উগান্ডান সেনাদের হটিয়ে আশ-শাবাবের এলাকা বিজয়; নিহত ৯, আহত অনেক

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার উগান্ডান সেনাদের হটিয়ে একটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় ৯ উগান্ডান সেনা নিহত এবং আরও অনেক সেনা আহত হয়।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, ১০ আগস্ট মঙ্গলবার, ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী একটি কনভয়ে ভারী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ৯ সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়। এদিকে মুজাহিদদের হামলার সামনে টিকতে না পেরে ক্রুসেডার সৈন্যরা পালিয়ে যায়, এসময় তাদের ২ সৈন্য নিখোঁজ হয় বলা জানা গেছে। এছাড়াও হামলায় ক্রুসেডার সৈন্যদের কয়েকটি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুজাহিদদের হামলায় মৃত ও আহত সেনাদের পরিবহনের জন্য ২টি হেলিকপ্টার অবতরণ করতে দেখা গেছে।

সূত্র থেকে আরও জানা যায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা রাজ্যের জালউইন শহর ও দিনো এলাকায় ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানটি ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্রুসেডার বাহিনী দিনো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ দিনো এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

আলহামদুলিল্লাহ্, অভিযান শেষে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ বুলেট-প্রুফ হেলমেট সহ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, গুলাবারোদ ও অন্যান্য অনেক সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

১০ই আগস্ট, ২০২১

খোরাসান | অবশেষে তালিবানদের দাবির সামনে পাকিস্তানের নতিস্বীকার

পাকিস্তান পক্ষের অদক্ষতা, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণে তালিবানরা কয়েকদিন আগে স্পিন বোল্দাক-চামন সীমান্ত ক্রসিং রোড বন্ধ করে দিয়েছিল। সেসময় সড়কটি পুনরায় খোলার জন্য পাকিস্তান পক্ষের উপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন তালিবানরা। অতঃপর কয়েকদিনের কঠোর অবরোধের পর, পাকিস্তান তালিবানদের দেওয়া শর্তাবলী মেনে নতিস্বীকার করে।

গত ৬ জুলাই পাক-আফগান স্পিন বোল্দাক-চামন সীমান্তের বাব-দোস্তি ক্রসিং রোডের বিপরিত দিকে একজন আফগান মহিলাকে অপদস্থ করে চড় মারে এক পাকিস্তানী সীমান্তরক্ষী। একজন মহিলার উপর পাকিস্তানী সেনাদের এমন আচরণ সহ্য করতে না পেরে ঐ সেনা সদস্যকে গুলি করে আফগান বর্ডারে থাকা একজন তালিবান মুজাহিদ। এই ঘটনার পর তালিবান উক্ত সীমান্ত ক্রসিং রোডটি বন্ধ করে দেয়।

এরপর তালিবানরা এক বার্তায় জানান যে, সীমান্তে মানুষকে অপদস্থ করা বন্ধ না হলে এবং আফগানদের জন্য ভিসা-ফ্রি ভ্রমণ বা ভিসায় প্রয়োজনীয় শর্ত শিথিল করা না হলে বাব-দোস্তি ক্রসিং রোড বন্ধ থাকবে। সেই

সাথে আফগান জনগণকে শুধু মুহাজিরিন কার্ডের ভিত্তিতে সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি দিতে হবে এবং সীমান্ত খোলা রাখার সময়সীমা বাড়াতে হবে।

গত ৬ আগস্ট তালিবান মুজাহিদদের পক্ষহতে এই শর্ত যুক্ত করার পর থেকে স্পিন বোল্দাক-চামন সীমান্ত বন্ধ থাকে।

অবশেষে পাকিস্তানের ডিপুটি কমিশনার জুমা দাদ আজ (১০ আগস্ট) দৃশ্যত তালিবান মুজাহিদদের শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়। তালিবানদের শর্ত অনুযায়ী যাদের মুহাজিরিন কার্ড আছে তাদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি দিচ্ছে পাকিস্তান। এছাড়াও বর্তমানে এই সীমান্তটি সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত খোলা রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। যেখানে আগে এই সীমান্তটি সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১১ টা পর্যন্ত খোলা থাকতো।

এদিকে স্পিন বোল্দাক-চামন সীমান্তে দায়িত্বরত তালিবান কমিশনার এখনও রাস্তাটি খোলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি, তবে বলেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।

মালি । আল-কায়েদার হামলায় ১৬ মিলিশিয়া নিহত, প্রচুর গণিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সেগু অঞ্চলে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়াদের উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা (JNIM) মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৬ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয় এবং মুজাহিদগণ প্রচুর অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

আঞ্চলিক রিপোটারদের তথ্য মতে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের আঞ্চলিক শাখা "কাতিবা মাসিনা" ব্রিগেডের জানবায মুজাহিদিনরা গত ৭ আগস্ট ২০২১ ঈসায়ী, দেশটির "ডোনসো" নামক একটি সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়া গ্রুপের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ১৬ সন্ত্রাসী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। মুজাহিদিনরা হামলার পর ১২টি রাইফেলসহ বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র গণিমত লাভ করেন।

সূত্র জানায়, মালির সেগু রাজ্যের ডিওনকেবাউগু এলাকায় সন্ত্রাস বিরুধী এই অভিযানটি চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বিবৃতি দিয়ে সন্ত্রাসী, চোর-ডাকাত ও বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই হামলা চালানো হয়েছে।

https://ibb.co/gVZ1NWd

পাকিস্তান । মুরতাদ সেনাদের উপর পাক-তালিবানের হামলা, হতাহত অনেক

পাকিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আজ ১০ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ৮ টার দিকে ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল জেলার ওয়ারিকাই মানডি এলাকায় টহলরত মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাদের পদাতিক একটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র থেকে জানা যায় যে, মুজাহিদিনরা পূর্ব থেকেই ঘটনাস্থলে মাইন বোমা সেট করে রাখেন। ফলে নির্দিষ্ট স্থানে সেনারা আসলে মাইন বিস্ফোরণ হামলার শিকার হয় সেনা সদস্যরা। এতে করে উক্ত পদাতিক বাহিনীর সকল সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে, তবে ঠিক কয়জন আহত বা নিহত হয়েছে তার সংখ্যা জানা যায়নি।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানি (হাফিযাহুল্লাহ) এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত বরকতময় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

ভারতে থাকতে হলে সবাইকে বলতে হবে 'জয় শ্রীরাম'; বিজেপির মিছিলে মুসলিম হত্যার শ্লোগান

দিল্লীর বিখ্যাত যন্তর মন্তরে সম্প্রতি এক বিক্ষোভ মিছিলে মুসলিমবিরোধী চরম উগ্র শ্লোগান দিয়েছে একদল বিজেপি সমর্থক।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে মুসলিমদের হত্যার স্লোগান দেয় বিজেপি সমর্থকরা। পাশাপাশি ঐ সমর্থকরা আরও দাবি করে যে, ভারতে থাকতে হলে সবাইকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে হবে।

মিছিলের স্থানটি ভারতীয় পার্লামেন্ট ও সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তাদের অফিসের কাছাকাছি হওয়ায় এ নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে। তবে ঘটনার পর মামলা হলেও এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

ভারতের দিল্লী এবং হরিয়ানা রাজ্যে মুসলিমবিরোধী মিছিল-সমাবেশ এখন খুবই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
মে মাসে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের খালাস করিয়ে আনার দাবিতে হরিয়ানা রাজ্যে অনুষ্ঠিত এক 'মহাপঞ্চায়েত' থেকে মুসলিমদের হত্যা করার ডাক দিয়ে রাজপুতদের সংগঠন কার্নি

সেনার শীর্ষ নেতা এবং বিজেপিরও একাধিক পদধারী সুরুজ পাল আমু বলেছিল "নিহত আসিফ খান আমাদের মেয়েদের, মা-বোনদের নিয়ে ভিডিও বানাত। তো কেন ওকে মার্ডার করা হবে না? ও ওর কর্মের সাজা পেয়েছে। ওদেরকে ১০০ বার মারব, মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে আমাদের আটকাক দেখি!" নিজেই আবার এই ভিডিও নিজস্ব ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছিল সে।

আর এবার মুসলিম হত্যার ডাক দেওয়া হল ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনের খুব কাছের জায়গা থেকেই। অবশ্য ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনের ভিতর থেকে এই ডাক আসলেও খুব অবাক হবার কি আছে! মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় মুশরিকরা যে কতটা অগ্রগামী, তা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে।

কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন-বুদ্ধিহীনরাই পারে আসন্ন হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে থাকতে। সূত্র: খবর এনডিটিভি

ভারত দখলকৃত কাশ্মিরে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান

ভারত জবরদখলকৃত জম্মু-কাশ্মিরের জামায়াতে ইসলামির (জেইএ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তত ৬০টি স্থানে অভিযান চালিয়েছে দেশটির জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ। রোববার জম্মু-কাশ্মিরে সংগঠনটির বিভিন্ন নেতার বাসভবন ও কার্যালয়ে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

ভারত-শাসিত কাশ্মিরে স্বাধীনতাকামীদের সমর্থনের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে এ অভিযান।

ভারতের প্রধান গেরিলা দমনকারী সংস্থা এনআইএ এক বিবৃতিতে বলেছে, সংগঠনটির সদস্যরা দাতব্য ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য অনুদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি তহবিল সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংগৃহীত তহবিল তাদের ভাষায় সহিংসতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করেছে সংগঠনটি।

এনআইএ বলেছে, সংগৃহীত তহবিল নিষিদ্ধ সংগঠন যেমন— হিজব-উল-মুজাহিদীন, লস্কর-ই-তৈয়বা এবং অন্যান্যদের কাছে জেইআইয়ের ক্যাডারদের সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

জামায়াতে ইসলামি পরিচালিত বেশ কিছু ট্রাস্ট এবং নেতাকর্মীর বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে এনআইএ। দেশটির কেন্দ্রীয় এই তদন্ত সংস্থা বলেছে, কাশ্মিরের যুবকদের উসকানি এবং জম্মু ও কাশ্মিরে নতুন সদস্য নিয়োগ করেছিল জেআই; যাতে তারা আজাদী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।

দুই বছরের বেশি সময় আগে কাশ্মিরে এক হামলায় ৪০ ভারতীয় সৈন্যের প্রাণহানির পর দেশটির সরকার জামায়াতে ইসলামিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দেশটির আধা-সামরিক বাহিনীর একটি বাসে আত্মঘাতী এক বোমা হামলাকারী গাড়ি চালিয়ে দিলে প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে।

তবে রোববারের অভিযানের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামির মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

বুর্কিনা-ফাসো | আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় ২৩ সেনা হতাহত, নিখোঁজ আরও ১৩

উত্তর-পূর্ব বুর্কিনা ফাসোতে দেশটির কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৭ সেনা নিহত এবং আরও ৬ এরও বেশি সেনা আহত হয়েছে, নিখোঁজ আরও ১৩ সেনা সদস্য।

এফপি-র সূত্র অনুযায়ী, দেশটির যোগাযোগ মন্ত্রী ওসিনি তাম্বোরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টোয়াইনি শহরের ডানকো গ্রামের কাছে দেশটির স্থল বাহিনীর উপর একটি যৌথ সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অভিযানে দেশটির ১২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও আরও ৭ সৈন্য নিখোঁজ রয়েছে।

তবে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, গত ৮ আগস্ট বিকাল ৩:১৫ মিনিটের সময়, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন উক্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। যাতে বুর্কিনা-ফাসোর ১৭ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আরও ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, বরকতময় এই হামলার দু'দিন আগে, অর্থাৎ গত ৬ আগস্ট, বুর্কিনা-ফাসোর Centre_Nord অঞ্চলের ডাবলো এলাকায় আরও একটি অভিযান চালান আল-কায়েদার (JNIM) জানবায মুজাহিদগণ। দেশটির কুফ্ফার "জেন্ডারম" বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে উক্ত হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে "জেন্ডারম" বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সদস্য হতাহত এবং আরও ৬ সদস্য হামলার পর থেকে নিখোঁজ হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, উভয় অভিযান শেষে নিখোঁজ ১৩ সেনা সদস্যকে বন্দী করে নিয়ে গেছেন মুজাহিদগণ।

এদিকে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের আঞ্চলিক শাখার মুজাহিদগণ বরকতময় এই অভিযান ও অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করেছেন। যাতে দেখা যায়, মুজাহিদগণ অভিযান শেষে প্রচুর অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

অভিযান ও গনিমতের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/08/10/51436/

পাকিস্তান | তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যুক্ত হল আরও একটি জিহাদী গ্রুপ

ওস্তাদ আসলাম রহিমাহুল্লাহ্'র গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমীর মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে বলে জানা গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ গত ৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে জানান যে, ওস্তাদ আসলাম রহিমাহুল্লাহ্'র গ্রুপ টিটিপিতে যুক্ত হয়েছে।

বিবৃতিতে খোরাসানী বলেন, সকল মুসলিম এবং মুজাহিদীনে পাকিস্তান এবং বিশেষ করে তাদের অনুসারীদের এই সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে পাক জিহাদী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই ধারাবাহিতায় আজ (৭ আগস্ট) পাক-জিহাদের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব উস্তাদ আসলাম রহিমাহুল্লাহ্'র জামা'আত "উস্তাদ আকরাম ও বাবা সোয়াতী" হাফিজাহুমুল্লাহ্'র নেতৃত্বে টিটিপির আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্'র হাতে জিহাদের বায়াত করেছেন এবং টিটিপির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন।

উক্ত জিহাদী জামা'আত পাকিস্তান জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং মুজাহিদগণ নিপীড়কদেরকে তাদের বাড়িতেই লক্ষ্যবস্তু করে আসছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই আনন্দময় মূহুর্তে শুকরিয়া আদায় করছে যে, আরও একটি জামা'আত একক আমিরের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যেখানেই পাক মুজাহিদগণ আছেন, তাদের নিকট আমাদের এই বার্তা রইলো যে, তারা যেন সবাই একই আমিরের অধীনস্থ হয়ে যান এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সমর্থক এবং সহায়ক হোন- আমিন।

০৯ই আগস্ট, ২০২১

সোমালিয়া | ৩ ক্বাতেলের উপর আশ-শাবাব মুজাহিদিনের হদ কায়েম

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একটি আদালত দেশটির ৩ মুরতাদ সেনার উপর হদের বিধান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আজ ৯ আগস্ট, হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত একটি ইসলামিক আদালত সোমালি মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে, যারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল।

পরে ইসলামিক আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরের একটি মাঠে জনসম্মুখে উক্ত ৩ ক্বাতেলের (হত্যাকারীর) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

উল্লেখ্য যে, এর আগে হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত জালাজদুদ রাজ্যের একটি ইসলামিক আদালত এক শাতেমে রাসূলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। জানা যায় যে, শাবাব নিয়ন্ত্রিত আইল-বুর শহরে জনসম্মুখে উক্ত শাতেমে রাসূলকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

খোরাসান | তালিবানরা এবার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদেশ সামঙ্গান নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিনরা আজ আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদেশ সামঙ্গানের রাজধানী আইবাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

তালিবান সূত্রগুলো বলছে যে, মুজাহিদিনরা সোমবার সকাল হতে আইবাক প্রতিরক্ষামূলক পোস্টে চার দিক থেকে (দারা জান্দান, মিং তাশ, লার্গান এবং হাসান খেলা) আক্রমণ শুরু করেন। মুজাহিদিনরা শহরের প্রতিরক্ষামূলক বেল্ট ভেঙে খুব অল্প সময়ে শহরে প্রবেশ করেন এবং অগ্রগতি অব্যাহত রাখেন।

সর্বশেষ তাঁরা (৯ আগস্ট) বিকালে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদেশ সামঙ্গানের রাজধানী আইবাক, গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার, জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তর (এনডিএস) এবং সরকারী বাহিনীর সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। তালিবানরা বলছেন যে, তারা এখন শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

সূত্র জানায়, মুরতাদ কাবুল বাহিনী কোন প্রতিরোধ ছাড়াই গভর্নর কার্যালয় থেকে পিছু হটে এবং দারা-ই-সুফ বালা এবং দারা-ই-সুফ পায়েনের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা হয়ে পালিয়ে যায়।

একজন আফগান সাংবাদিক বিলাল সারওয়ারীও বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তালিবানরা বিনা যুদ্ধে সামঙ্গান প্রদেশের রাজধানী আইবাক শহর বিজয় করে নিয়েছেন। বর্তমানে আইবাক শহরের ভিতরে অবস্থান করছেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

এটি আফগানিস্তানের ষষ্ঠ বৃহত্তম প্রদেশ যা তালিবান মুজাহিদিনরা আজ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন, এর আগে নিমরোজ, জাউজান, সার-ই-পুল, কুন্দুজ এবং তাখার প্রদেশকে মুরতাদ কাবুল মিলিশিয়াদের থেকে মুক্ত করেন তালিবান মুজাহিদিনরা।

এদিকে, তালিবানরা আজ সকাল থেকেই বাঘলান প্রদেশের রাজধানী পুল-ই-খামারি এবং বলখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরীফে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছেন। হয়তো খুব শীগ্রই এই প্রদেশগুলোও নিয়ন্ত্রণে নিতে যাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2021/08/09/51418/

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের সফল হামলায় ৭ মুরতাদ সেনা হতাহত

পাকিস্তানের মর্দান ও বাজুর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে দু'টি অভিযান চালিয়েছেন পাক-তালিবান (টিটিপি) মুজাহিদিন। এতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ৪ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

পাক সূত্রগুলো জানায়, গত ৮ আগস্ট রাত সাড়ে ১২ টার দিকে, পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর টহলরত একটি ইউনিটকে টার্গেট হামলা চালান তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিনরা। পাকিস্তানের মর্দান বাখশালীর চোরা থানার কাছে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্যান (গাড়ি) লক্ষ্য করে উক্ত হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। এসময় গাড়িতে থাকা ২ পুলিশ কর্মী নিহত এবং অপর ৩ পুলিশ সদস্য আহত হয়, এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটিও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে গতকাল বিকেলে, দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপরও হামলা চালান তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। জানা যায় যে, বাজুর এজেন্সীর ওয়ারা মামুন্দ সীমান্ত এলাকায় এই হামলাটি চালান মুজাহিদগণ, যাতে এক সেনা নিহত এবং অপর এক সেনা গুরুতর আহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে উভয় বরকতময় হামলায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিরিয়া | ক্রুসেডার রুশ ও নুসাইরি শিয়াদের উপর মুজাহিদদের প্রবল হামলা

সিরিয়ার ইদলিবের দার-আল-কাবিরাহ এবং হামা এর আল-রাসিফ ও আল-জায়িদ এলাকাসমূহে ক্রুসেডার রাশিয়ান ও নুসাইরি আসাদ বাহিনীর সেনাদের উপর আর্টিলারি ও মর্টার হামলা চালিয়েছেন আনসার আত-তাওহীদেরর মুজাহিদগণ।

আনসার আত-তাওহীদের মিডিয়া থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ইদলিব ও আশেপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর বদলা স্বরূপ দখলাদার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরি

সেনাদের উপর ভারী আর্টিলারি ও মর্টার হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

সিরিয়ার মুক্ত অঞ্চলের মুসলিমদের উপর প্রায়ই হামলা চালাচ্ছে কুফফার জোট। আনসার আত-তাওহীদের মুজাহিদীনরাও বসে নেই। প্রতিটি হামলার যথাযথ জবাব তাঁরা মর্টার, আর্টিলারি ও নিজেদের বানানো রকেট শেলের দ্বারা দিয়ে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আসাম-মিজোরাম মালাউনদের মাঝে সংঘাত: মনে হবে 'যেন দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে'

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম এবং মিজোরাম গত সপ্তাহে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। দুই রাজ্যের সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই বিরোধ চরম অকার ধারণ করেছে।

১৩ লাখ জনগোষ্ঠীর পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামের সাথে ভারতের বাকি অংশের সংযোগ যে মহাসড়কের মাধ্যমে হয়েছে, সেই ব্যস্ত মহাসড়কটি আজকাল অস্বাভাবিক শান্ত।

মিজোরাম রাজ্যটির সাথে রয়েছে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের সীমান্ত। রাজ্যটি থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার রাস্তাটি গেছে প্রতিবেশী আসাম রাজ্যের ওপর দিয়ে।

মিজোরাম ও আসামের মধ্যে চলমান উত্তেজনা চরম আকার নেয় গত ২৬শে জুলাই। ওইদিন দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় রাজ্যদুটির পুলিশবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। উভয়পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে সাতজন নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছয়জনই আসামের পুলিশ সদস্য।

মিজোরামের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছে যে, আসামের প্রায় দুইশ পুলিশ একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে সীমান্ত শহর ভাইরেংতের একটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল করে নেয়। এরপর স্থানীয় মিজোরা আসামের পুলিশদের বহনকারী বাস পুড়িয়ে দেয়। তারা আসামের গ্রামবাসীদের সাথেও সংঘর্ষে জড়ায়।

"একটা সময় মনে হয়েছিল, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে," বলেছে ভাইরেংতের বাসিন্দা পু গিলবার্ট।

স্থানীয় মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) মিজোরাম শাসন করে এবং তারা ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি- বিজেপির নেতৃত্বাধীন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্রেটিক জোটের একটি অংশ।

প্রতিবেশী আসামও শাসন করছে বিজেপি সরকার। কিন্তু সেটা দুই রাজ্যের নেতাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দেয়ার অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। অন্যদিকে দুটি রাজ্য একে অপরের

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এমনকি আসাম তাদের স্থানীয় মানুষদের মিজোরামে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে।

মিজোরাম বলেছে যে তারা এখন আসামের 'অর্থনৈতিক অবরোধের' মুখে পড়েছে। কারণ আসাম থেকে মিজোরামে কোন যানবাহন চলাচল করতে দেয়া হচ্ছে না।

আসাম থেকে আসা পণ্য সরবরাহের উপরই মিজোরাম নির্ভর করে। বেশ বড়সড় একটি রাজ্য আসাম, যেখানে তিন কোটি মানুষের বসবাস। এই রাজ্যের মানুষ কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিপর্যস্ত। রাজ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে সেখানকার ওষুধ, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং টেস্টিং কিট ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে।

মিজোরামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট লালথাংলিয়ানা বলেছে, "আসাম পুলিশ মিজোরামের উদ্দেশ্যে যাওয়া ট্রাকগুলোকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাদের গ্রামবাসীরা রাজ্যের একমাত্র রেল সংযোগ উপড়ে ফেলেছে।

উপনিবেশিক শাসনামলে, মিজোরাম পরিচিত ছিল লুসাই পাহাড় নামে। এবং তখন এটি আসামের অংশ ছিল। তবে ১৯৭২ সালে এটি একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসাবে আলাদা হয়ে যায়।

পরে দিল্লি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী এমএনএফ-এর মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে মিজোরাম একটি আলাদা রাজ্যের মর্যাদা পায়। ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী দলটি ভারতের বিরুদ্ধে টানা ২০ বছর গেরিলা অভিযান চালিয়েছিল।

আসামের সাথে মিজোরামের ১৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এরমধ্যে বিতর্কিত হল ১৩১৮ বর্গ কিলোমিটার (৫০৯ বর্গ মাইল) এলাকা। যা পাহাড় ও বনভূমি বেষ্টিত।

চলতি বছরের জুন থেকে, এই বিতর্কিত এলাকায় বসবাসকারী মিজো গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে যে, আসাম পুলিশ, স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে তাদেরকে এই অঞ্চল থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করছে।

মিজো গ্রামবাসী লালথানপুই বলেছে, ১০ই জুলাই আসাম পুলিশ ও গ্রামবাসী তার বসতিতে হানা দেয়ায় সে পালিয়ে আসে আর আসামে রেখে আসেন তার পুরো ফসল।

"তারা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে, এবং আমাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তারা আমাদের গাছের সুপারি নিয়ে যায়। পরে আমাদের পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যায়," মিস লালথানপুই বলেছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় একটি পাম অয়েল প্রকল্প বেশ শঙ্কার মধ্যে আছে কারণ সীমান্ত উত্তেজনার কারণে মিজো চাষিরা বাগান থেকে চলে যাচ্ছে। মিজো চাষিরা অভিযোগ করে বলেছে, জুনের শুরু থেকে আই-টিলাং ও এর পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আসামের পুলিশরা তাদের ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছে।

আসামের সাথে নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের একই রকম সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। এই প্রতিটি রাজ্য একসময় আসামের অংশ থাকলেও জাতিগত আদিবাসীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পরে আলাদা হয়ে যায়।

১৯৮৫ সালে নাগাল্যান্ডের শহর মেরাপানীতে আসাম এবং নাগাল্যান্ড পুলিশের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে আসামের পুলিশসহ ৪১ জন নিহত হয়।

সূত্র- বিবিসি।

পাকিস্তানে হোটেলের কাছে বিস্ফোরণে ২ মুরতাদ পুলিশ নিহত

পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের সেরেনা হোটেলের কাছে এক বিস্ফোরণে দুই পুলিশ নিহত হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় এই বিস্ফোরণে ৬ বেসামরিক নাগরিকসহ ১২ জন আহত হয়েছে।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র লিয়াকত শাহওয়ানির বরাতে জানিয়েছে, ১৫ পুলিশ সদস্যকে বহনকারী একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে মোটরসাইকেলে পেতে রাখা আইইডির বিস্ফোরণ ঘটালে এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। তবে এ হামলা করা চালিয়েছে এখনো জানা যায়।

মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফের কঠিন হুশিয়ারি বার্তা দিল তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদদের হাতে একের পর এক পতন ঘটছে মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর। আর মুরতাদ বাহিনীর এই পরাজয় ঠেকাতে ক্রুসেডার মার্কিন বিমান বাহিনী বিভিন্ন প্রদেশে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মমভাবে বোমা ফেলে ধ্বংস করছে।

ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর এভাবে একেরপর এক চুক্তি লঙ্ঘন করায় হুঁশিয়ারি বার্তা প্রকাশ করেছেন তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি বলেন, মার্কিন বাহিনী এধরণের কর্মকান্ড চালিয়ে গেলে মুজাহিদিন ও আফগান মুসলিমরা আমেরিকার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেগে উঠবেন, ইনশাআল্লাহ।

তিনি উক্ত হুশিয়ারী বার্তায় বলেন- একের পর এর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড সংঘটনের পর এবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের বৃহত্তম সাফিইয়ানো প্রাদেশিক হাসপাতাল ও মুহাম্মাদ আনোয়ার খান হাই স্কুলে বোমা হামলা করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে দখলদার আমেরিকা। কিছুদিন আগেও একই প্রদেশের গেরেশক জেলার আরইয়ানা হাসপাতাল, বোস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক মসজিদ ও বেশ কয়েকটি দোকানপাট, বসতবাড়ি ও ব্যস্ততম যারগারানু সুপার মার্কেটে বোমা হামলা চালিয়েছে নির্লজ্জ এই কসাই বাহিনী।

এসব মানবতাবিরোধী অপরাধ আমেরিকার বর্বর ও আগ্রাসী চরিত্রকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমেরিকা নিজেদের মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির প্রতি বেপরোয়া একগেঁয়ে জাতি হিসেবে প্রকাশ করছে। সাম্রাজ্যবাদের জন্য যারা নিজেদের করা কোনো প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা করছেনা।

ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান কঠোরভাবে আমেরিকার এসব ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ও তাদের স্থাপনা এবং জনসমাগমে বর্বরোচিত এসব বোমা হামলা আমেরিকার কুৎসিত চেহারার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

টানা দুই যুগ ধরে চলমান জিহাদের ন্যায় এবারও আফগান মুসলিমরা এবং ইমারতে ইসলামিয়া মাজলুম জনগণের পক্ষে আমেরিকার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেগে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী

মুখপাত্র, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

২৯/১২/১৪৪২ হিজরী চন্দ্রবর্ষ

১৭/০৫/১৪০০ হিজরী সৌরবর্ষ

০৭/০৮/২০২১ ঈসায়ী

খোরাসান | তাখার প্রদেশ এখন পুরোপুরি তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে

তালিবানরা গতকাল সকালে কুন্দুজ এবং সার-ই-পুল প্রদেশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ঐদিন সন্ধ্যায় তাখারের প্রাদেশিক রাজধানী তালকান পুরোপুরি বিজয় করে নিয়েছেন এবং কাবুল সরকারি কর্মকর্তারা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে, "তালিবান মুজাহিদিনরা গভর্নর কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, এনডিএস কার্যালয়, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ও সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ শহরে প্রবেশের পর পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কাবুল সরকারি বাহিনী শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

https://ibb.co/ZdqtTSm

তাখারের স্থানীয় সাংবাদিকরা গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন যে, সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর তাখারের গভর্নর আবদুল্লাহ কারলাক সহ সকল সরকারি কর্মকর্তা ফারখাল জেলার দিকে পালিয়ে গেছে। আর তালিবানরা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

সাংবাদিকদের মতে, তালিবান কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর রাজনৈতিক কয়েক শতাধিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন এবং অপরাধীদের তাদের মামলার তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত হেফাজতে রেখেছেন। এর আগে তালিবানরা নিমরোজ ও কুন্দজ প্রদেশের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকেও ১৫ শতাধিক কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন।

https://ibb.co/F0cr09f

সাংবাদিকরা বলছেন, তালকানে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে এবং তালিবানদের দেখতে ও বিজয় উৎযাপন করতে লোকেরা শহরে ভিড় করেছে।

তালিবান মুখপাত্র- তাঁর এক বিবৃতিতে আশ্বস্ত করেছেন যে, প্রদেশের সকল সরকারি কর্মচারী, সুশীল সমাজ কর্মী, সাংবাদিক এবং অন্যান্যরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং তালিবানদের দ্বারা কেউ হুমকির মুখে পড়বে না।

https://ibb.co/34c701k

গত তিন দিনে কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে তালিবানদের দখলে নেওয়া এটি পঞ্চম প্রদেশ। এর আগে তালিবানরা শুক্রবার নিমরোজের প্রাদেশিক রাজধানী এবং শনিবার জাউজান প্রদেশের রাজধানী বিজয় করে নেয় এবং রবিবার সকালে সার-ই-পুল এবং কুন্দুজের প্রাদেশিক রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নেয়। আর এদিন সন্ধ্যায় তালকানেরটি নিয়ন্ত্রণ নেয়।

উল্লেখ্য যে, গত কয়েকদিন ধরে বাদাখশান, হেরাত, কান্দাহার এবং লস্করগাহ সহ দেশটির ১০টি প্রাদেশিক রাজধানী অবরোধ করে অভিযান চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিনরা। যার ফলে এসব প্রদেশেও চলছে তুমুল লড়াই।

https://ibb.co/y8k4SFQ

০৮ই আগস্ট, ২০২১

সোমালিয়া | প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কনভয়ে মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলা, ২৬ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কনভয়সহ দু'টি স্থানে বীরত্বপূর্ণ দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ১৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ১৩ এরও বেশি মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৭ আগস্ট শনিবার, বার্সাঞ্জোনি শহরে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা হারাকাতুশ শাবাব। মুজাহিদদের উক্ত আক্রমণের ফলে অফিসারসহ সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ৮ সদস্য নিহত এবং আরও ৭ মুরতাদ সদস্য আহত হয়েছে, পাশাপাশি মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুর অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

সূত্র থেকে জানা গেছে, দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের কাসমায়ো উপশহরে বরকতময় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এদিন মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আরো একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

হামলার প্রাথমিক ফলাফল থেকে জানা গেছে, উক্ত অভিযানে গ্রাউন্ড ফোর্সেস কমান্ডার "তায়েব", কর্নেল পদমর্যাদার এক অফিসার সহ ৫ মুরতাদ সেনাকে হত্যা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন, মুজাহিদদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও ৬ এরও বেশি মুরতাদ সেনা সদস্য। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক যান।

জানা যায় যে, মুজাহিদদ হামলার লক্ষ্যবস্তু পরিণত হওয়া উক্ত সামরিক কনভয়ে থখন সোমালি স্থল বাহিনীর কমান্ডার, জেনারেল "বাইজি" এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ছিল। কিন্তু তারা অবস্থা নাজুক দেখে আগেই পালিয়ে গেছে।

https://ibb.co/MCM6BjM

এক মহিলাকে অপমান করে চড় মারায় পাক-বর্ডার গার্ডকে গুলি করল আফগান তালিবান

পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত পয়েন্ট বা বর্ডার ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে তালিবান মুজাহিদিন।

তালিবান সূত্রগুলো জানায় যে, পাক-সীমান্তবর্তী বাব-দোস্তি ক্রসিং রোড বন্ধ করে দিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। গত ৬ জুলাই এক পাক-বর্ডার গার্ড একজন আফগান মহিলাকে চড় মেরেছিল। ফলে আফগান বর্ডারে নিয়োজিত একজন তালিবান মুজাহিদ পাকিস্তানী ঐ বর্ডার গার্ডকে লক্ষ্য করে গুলি করেন।

পাকিস্তানী সেনাদের এমন আচরণের পরই তালিবানরা সীমান্ত গেট অবরোধ করার সীদ্ধান্ত নেন।

এই ঘটনার পর তালিবানদের পক্ষ্য হতে জানানো হয় যে, ইসলামাবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত আফগানদের জন্য ভিসা-ফ্রি ভ্রমণ বা ভিসায় প্রয়োজনীয় শর্ত শিথিল না করবে, এবং আফগান জনগণের সাথে উত্তম আচরণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের বাব-দোস্তি সীমান্ত বন্ধ রাখবেন তালিবান মুজাহিদগণ।

খোরাসান | তালিবানরা কুন্দুজ এবং সার-ই-পুল প্রদেশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন

কয়েকদিনের তীব্র লড়াইয়ের পর আজ (৮ আগস্ট) সকালে তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর কাছ থেকে কুন্দুজ এবং সার-ই-পুল প্রদেশের রাজধানী নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

https://ibb.co/Bj6gYFG

তালিবান মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ গণমাধ্যমকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, শত্রু ঘাঁটিতে ধারাবাহিক কার্যকরী হামলার পর, কুন্দুজ গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, এনডিএস কার্যালয়, কেন্দ্রীয় কারাগার, বালা হিসার এবং সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ও সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ।

https://ibb.co/WFr4zWJ

তিনি পৃথক বিবৃতিতে আরও জানান, মুজাহিদগণ সার-ই-পুল প্রদেশের গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পাশাপাশি উভয় প্রদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ উভয় প্রদেশের কেন্দ্রীয় কারগার থেকে কয়েক হাজার কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, কুন্দুজ এবং সার-ই-পুল প্রদেশে লুকিয়ে থাকা অবশিষ্ট কাবুল সরকারি সৈন্যদের বিরুদ্ধে "ফলো-আপ" অভিযান অব্যাহত রেখেছেন মুজাহিদগণ। লুকিয়ে থাকা সেনাদের সতর্ক করে তিনি বলেন, তারা যদি ব্যর্থ এই যুদ্ধ বন্ধ না করে তবে তাদের নির্মূল করা হবে।

তালিবান মুখপাত্র আফগানিস্তান জুড়ে কাবুল সরকারী সৈন্যদের তাদের অস্ত্র ছেড়ে তালিবানের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন অর্থহীন এই যুদ্ধ ত্যাগ করতে। নয়তো সবাইকে নিজেদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হবে।

https://ibb.co/HYNGBcz

মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলার বিষয়ে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, বোমা হামলার কোনো প্রভাব তাদের ওপর পড়েনি। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, তারা ২০ বছর ধরে এটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন এবং এখন এটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতেও তারা সক্ষম।

বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম তালিবানরা একদিনে দুটি প্রদেশ দখল করেছেন। এর আগে তালিবানরা গতকাল জাউজান প্রদেশের রাজধানী শেবারগান এবং এরও আগের দিন নিমরোজ প্রদেশের রাজধানী জারনাজ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।

https://ibb.co/d7MXhYS

উল্লেখ্য যে, কান্দাহার, হেলমান্দ, তাখার এবং বাদাখশান সহ আরও ১১ টি প্রাদেশিক রাজধানী বর্তমানে তালিবানদের দ্বারা অবরুদ্ধ এবং সেখানে ব্যাপক যুদ্ধ চলছে। এখন দেখার বিষয় আগামীকাল কোন প্রদেশ দখলে নিচ্ছেন তালিবান। অবশ্য সর্বশেষ তথ্য মতে জানা গেছে, তাখার প্রদেশের উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মুজাহিদিন।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৫ মুরতাদ সেনা নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ১ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, আজ ৮ আগস্ট রবিবার সকালা বেলায়, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা দেশটির মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে ২ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ১ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

সূত্র জানায় পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের বদিনজাই এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

অপরদিকে গত রাতে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তের রোঘা বোদার এলাকায় মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিন। মুজাহিদদের স্নাইপার গুলির আঘাতে ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

খোরাসান | এবার বাক জেলা দখল করে নিয়েছেন তালিবান

ইমারাতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিনরা খোস্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত জেলা "বাক" নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বাক জেলাটি সাবেরি এবং জাজি ময়দান জেলার সীমান্তে অবস্থিত, সেই সাথে এই এলাকার ডুরান্ড লাইন, যা সরকারের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তালিবানরা বলছেন যে, তাঁরা এসব এলাকা ও জেলাগুলো ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছেন।

তালিবানের একজন কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন: "গত রাতে কাবুল সরকারের ভাড়াটে সেনাদের বাক জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দপ্তর এবং খোস্ত প্রদেশের সমস্ত ফাঁড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে জেলাটি এখন সম্পূর্ণরূপে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।"

তিনি আরও বলছেন, জেলাটির অধিকাংশ সৈন্যরাই তাদের অস্ত্র রেখে তালিবানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, ফলে অনেক সহজেই জেলাটি বিজয় হয়। এছাড়া অনেক অস্ত্র, যানবাহন, গোলাবারুদ মুজাহিদগণ গনিমত পেয়েছেন।

তালিবানরা জানিয়েছেন, এ অভিযানে কোন মুজাহিদ হতাহত হন নি। এর আগে, সরকারপন্থী মিলিশিয়ারা তালিবান মুজাহিদদের হাতে মুসাখেলো জেলা ছেড়ে পালিয়েছিল।

করোনা টিকা নেয়ার কয়েক ঘন্টা পর দুইজনের মৃত্যু

করোনা টিকা নেয়ার ৬ ঘন্টা পর পাবনার মোকলেছ খন্দকার ও ৭২ ঘন্টা পর মৌলভীবাজারের তরুণ সাংবাদিক শাকির আহমদের মৃত্যু ঘটেছে।

জানা যায়, পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় মোকলেছ খন্দকার (৫৫) করোনা টিকা নেয়ার ৬ ঘণ্টা পর মারা গেছেন।

মোকলেছ উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের করতকান্দি গ্রামের মৃত আফতাব উদ্দিন খন্দকারের ছেলে।

করোনা টিকা নেয়ার কয়েক ঘন্টা পর মোকলেছের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটায় এলাকায় টিকা গ্রহণ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাছাড়াও টিকা গ্রহীতার মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক।

এলাকাবাসীরা জানায়, গত ৭ আগষ্ট, শনিবার সকালে খানমরিচ ইউনিয়নের করতকান্দি ওয়ার্ডে গণটিকা কার্যক্রম থেকে মোকলেছ টিকা গ্রহণ করেন। টিকা গ্রহণের ছয় ঘন্টা পর বিকালে তিনি মারা যান।

একইভাবে করোনা টিকা নেয়ার ৭২ ঘন্টা পর গত ৬ আগষ্ট শুক্রবার রাতে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার তরুণ সাংবাদিক শাকির আহমদ (৩২) মারা গেছেন।

জানা যায়, টিকা নেয়ার পর শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় হঠাৎ করেই শাকির হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাকে দ্রুত সিলেট এমএজি ওসমানী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাংবাদিক শাকির কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মোল্লাবাড়ির মৃত আব্দুস শহিদের ছেলে।

সাংবাদিক শাকির আহমদ "সিলেটভিউ২৪ডটকমের" নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতেন। তাছাড়াও তিনি দৈনিক যুগভেরি ও বাংলাদেশ টুডের কুলাউড়া প্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালণ করেছেন।

করোনা টিকা নেয়ার পর বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু

রংপুরে করোনা টিকা নেয়ার পর এক বৃদ্ধ মারা গেছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, ৭ আগষ্ট শনিবার রংপুর বিভাগে করোনা টিকা নেয়ার পর আলেফ উদ্দিন (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

পীরগঞ্জ উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে শনিবার দুপুরে করোনা টিকা নেয়ার পর এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। দিনমজুর আলেফ উদ্দিনের মৃত্যুর পর মৃতের পরিবার লাশ নিয়ে টিকা কেন্দ্রে অবস্থান করেছে।

মৃতের পরিবার জানায়, বাহাদুর পুর গ্রামের আলেফ উদ্দিন দুপুর ১২ টার দিকে করোনা টিকা নিয়ে বাড়ী ফিরলে ১ ঘন্টা পর বেলা ১ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। সূত্রঃ রংপুর সংবাদ

রাস্তা নেই তবু পাহাড়ে ৪ কোটি টাকার অদ্ভুত সেতু

বান্দরবনের রুমায় ৫০০ ফুট উচ্চতার একটি পাহাড়ের শেষ মাথায় চার কোটি ১৪ লাখ ১৫ হাজার ২৪১ টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি)।

পাহাড়ে এমন অদ্ভুত সেতু নির্মাণ দেখে অবাক হয়েছে স্থানীয়রাও, যার ফলশ্রুতিতে জনগণের টেক্সের কষ্টার্জিত টাকা অপচয় করে অকারণে দেশের যত্রতত্র সেতু নির্মাণে প্রশ্ন তুলছেন সবাই।

স্থানীয়রা বলেন, বান্দরবন জেলার অনেক এলাকায় সেতুর অভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে মানুষ; অথচ জনগণের অর্থ আত্মসাতের জন্য পাহাড়ে সেতু নির্মাণ করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের কর্মকর্তারা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) তথ্যমতে, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৯ অর্থবছরে রুমা সদরের প্রধান সড়ক থেকে প্রায় ১১২০ মিটার দূরে সেতুটি নির্মাণ করেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স। পাহাড়ে এমন আশ্চর্য সেতু নির্মাণ শেষে বান্দরবান এলজিইডি থেকে তিন কোটি ৯৫ লাখ ২৯ হাজার ৩৫৩ টাকার বিল নিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, গ্যালাঙ্গিয়া ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে তাদের জানিয়েছে এলজিইডি। অথচ গ্যালাঙ্গিয়া যেতে সেতুটির সাথে দৃশ্যত কোন রাস্তাই নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা মংহ্লা প্রু মারমা বলেন, পাহাড়ে সেতুটি নির্মাণ করেছে এলজিইডি। এখানে সেতু নির্মাণের কোনও দরকারই ছিল না। কারণ গ্যালাঙ্গিয়া ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য রাস্তা আছে। মূলতঃ পাহাড় কাটার জন্য এখানে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

একই এলাকার বাসিন্দা মিনুপ্রু মারমা বলেন, পাহাড় কেটে রাস্তা বানানোর পরিকল্পনা কারা দিয়েছে আমরা জানি না। তবে গ্যালাঙ্গিয়া ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য পাহাড় কেটে রাস্তা করতে হলে শুধু একটি নয়, আরও একটি পাহাড় কাটতে হবে।

দু'মাসে ৫২ ফিলিস্তিনি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল

দখলদার ইসরায়েল দখলকৃত জেরুজালেমে গত দুই মাসে অন্তত ৫২টি ফিলিস্তিনি স্থাপনা ভেঙে দিয়েছে।

কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের সূত্রে এ খবর দিয়েছে ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক। খবরে বলা হয়, গত জুন-জুলাই মাত্র দু'মাসে এ বর্বরতা চালায় সন্ত্রাসী ইসরায়েল। ভেঙে ফেলা ভবনগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই আবাসিক ভবন ছিল। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ফিলিস্তিনির সংখ্যা অনেক।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি বন্দি কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গত জুলাই মাসে ৯৮ জন মাজলুম ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অভিশপ্ত ইসরায়েল। এদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছে। যাদের বেশিরভাগই দখলকৃত পশ্চিম তীর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

গাজায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় শনিবার ভোরে আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

হামলায় কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। এ ছাড়া হতাহত হওয়ার কোনো খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

০৭ই আগস্ট, ২০২১

মুরতাদ সোমালি সরকারকে ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবার প্রতিশ্রুতি তুরস্কের

ইসলাম ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুরতাদ সোমালি সরকারকে ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেকুলার তুরস্ক। গেল জুলাই মাসে দেশ দুটির মধ্যে সম্পাদিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক এই অনুদান দেয়া হবে। পুরো ৩০ মিলিয়ন ডলারকে বিভক্ত করে প্রতি মাসে আড়াই মিলিয়ন ডলার করে অনুদান দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

আগস্ট মাসের ৫ তারিখ তুরস্কের মুনাফিক প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান এর সাক্ষরিত অফিসিয়াল গ্যাজেটে অনুদানের বিষয়টি সবার সামনে প্রকাশিত হয়। এই অর্থ মুরতাদ সোমালি সরকারের বাজেটের

ঘাটতি পূরণ এবং নির্মাণকাজ ও সামরিক খাতে ব্যয় করা হবে। এর আগেও ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে তুরস্ক সোমালি সরকারকে মোট ৮৪ মিলিয়ন ডলারের অনুদান প্রদান করেছে।

এরদোয়ানের এই সিদ্ধান্ত খোদ তুর্কি জনসাধারণকেই বিচলিত করেছে। তাদের দাবি, দাবানলের সময় আগুন নিভাতেই তুরস্ককে হিমশিম খেতে হয়েছে। তুরস্কের এয়ারোনটিকাল এসোসিয়েশনের প্লেনগুলোকে অর্থাভাবে দাবানলের আগুন নিভাতে কাজে লাগানো যায়নি। দাবানলে হওয়া ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করে সোমালিয়াকে অনুদান দেয়ায় তারা নারাজ। বিরোধীদলীয় এক এমপির টুইটে সে উল্লেখ করেছে, "অনুদানের ৩০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ৬টি অগ্নিনির্বাপক বিমান কেনা যেত"

রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের দেয়া এই অনুদানের অর্থ সোমালিয়ার মার্কিনি ক্রুসেডারদের পদলেহি সরকার কাজে লাগাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে, ইসলামি হুকুমত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। ক্রুসেডার আমেরিকার ড্রোন হামলা ও কুফফার জোট জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েও আশ-শাবাবের মুজাহিদীনদের কাছে ক্রমাগত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছে মুরতাদ এই বাহিনী। আর এই পরাজিত মুরতাদ বাহিনীকেই প্রতিবছর মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ, সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সহায়তা করে যাচ্ছে তুরস্ক।

ফিলিস্তিনের ১১টি বইয়ের দোকান ও ছাপাখানা ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরাইল

২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গত ৬ মাসে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের ১১টি বইয়ের দোকান, ছাপাখানা ও সংবাদ কার্যালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনী। ফিলিস্তিনি তথ্য মন্ত্রণালয় এ খবর জানিয়েছে।
তথ্য মন্ত্রণালয় আরো জানায়, গত মার্চ মাসে দখলদার ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসনে অধিকৃত গাজার ৪টি ছাপাখানা ও ৪টি বইয়ের দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের রামাল্লা, বেথেলহেম ও ইজ্জারিয়েহ শহরে ইসরাইলি সৈন্যরা হানা দিয়ে ফিলিস্তিনের তিনটি ছাপাখানায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালায়। দখলদার সৈন্যরা রামাল্লার একটি ছাপাখানায় ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

তাছাড়াও, ইহুদি সৈন্যরা মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বইয়ের দোকানদার ও ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীকে গ্রেফতারও করেছে।

উল্লেখ্য,অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে মুসলিম ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও অবকাঠামোয় ইসরাইলি সৈন্যরা প্রায় প্রতিদিনই নানান অজুহাতে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করে। বিভিন্ন অযৌক্তিক কারণে আগ্রাসী ইহুদি সৈন্যরা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাথে দ্বন্দে জড়ায়।

নিজেদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বলে এসব ইহুদি সৈন্যরা কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই যখন তখন যেকোনো ফিলিস্তিনি বসতিতে হানা দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়।

খোরাসান | ২৪ ঘন্টায় দ্বিতীয় প্রাদেশিক রাজধানী শেবারগান দখলে নিল তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা তুর্কমেনিস্তান সীমান্তের জাউজান প্রদেশের রাজধানী শেবারগান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

তালিবান মুখপাত্র মুহতারাম জবিউল্লাহ মুজাহিদ তাঁর এক টুইট বার্তায় বলেন, আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় তালিবান মুজাহিদগণ আজ (৭ আগস্ট) জাউজানের কৌশলগত রাজধানী শেবারগান শহর বিজয় করে নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, "প্রাদেশিক গভর্নরের কার্যালয়, গোয়েন্দা বাহিনীর সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার এবং কাবুল প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সমস্ত ভবন সম্পূর্ণরূপে মুজাহিদিনদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।"

তালিবান সূত্রগুলো আরও জানায় যে, মুজাহিদগণ প্রদেশটির কেন্দ্রীয় কারাগার সহ ২টি কারাগার থেকে ৭৫০ এরও বেশি কারাবন্দী নিরপরাধ বন্দীকে মুক্ত করেছেন।

এই শহরেই কুখ্যাত যুদ্ধবাজ আব্দুল রশিদ দস্তুমের বাড়ি অবস্থিত, যা গতাকালই দখলে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। রশিদ দস্তুম এই সপ্তাহে মাত্র তুরস্ক থেকে চিকিৎসা শেষে আফগানিস্তানে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এসময়ই তার বিলাসবহুল প্রাসাদ দখলে নেয় তালিবান। ধারণা করা হয় যে, দস্তুম পালিয়ে রাজধানী কাবুল চলে গেছে।

একদিন আগে, তালিবান মুজাহিদিনরা ইরান সীমান্তের নিমরোজ প্রদেশ ও এর রাজধানী জারনাজ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। সেখান থেকেও তালিবানরা কয়েক শতাধিক বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

ধারণা করা হচ্ছে যে, বিজয়ের এই ধারাবাহিকতায় তালিবানরা হয়তো আগামী কালকের মধ্যে কুন্দজ প্রদেশ ও সার-ই-পুল প্রদেশ পরিপূর্ণরূপে বিজয় করতে সক্ষম হবেন। কেননা মুজাহিদগণ আজ সার-ই-পুলের প্রাদেশিক রাজধানীর অনেক সামরিক চেকপোস্ট এবং বড় বড় এলাকা মুক্ত করে নিয়েছেন। মুজাহিদগণ এখন প্রাদেশিক রাজধানীর প্রধান চত্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কুন্দুজ প্রদেশেও এখন একই অবস্থা বিরাজ করছে, সেখানে তালিবান তাদের স্পেশাল ফোর্সের ৫০০ কমান্ডোকে আজ প্রেরণ করেছেন। এছাড়াও আফগান সেনাদেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল ও ফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2021/08/07/51351/

আবারও ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

ইসরাইলি দখলদার বাহিনী আরও এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (৬ আগস্ট) অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুসের বেইতা গ্রামের কাছে ইসরাইলি সেনা চৌকি নির্মানের প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা চালায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনারা। এ সময় হানাদার বর্বর বাহিনীর তাজা গুলিতে ৫ সন্তানের জনক এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে বেইতা গ্রামে ইসরাইলি চৌকি নির্মানের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই প্রতিবাদ করছে ফিলিস্তিনিরা। দখলদার ইসরাইল অবশ্য এ এলাকা থেকে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখনও এ এলাকার দখল ছাড়ছে না। প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছেনা ফিলিস্তিনিদের নিজ জমিতে।

ফটো রিপোর্ট | আল-ফারুক সামরিক ক্যাম্প- পাকিস্তান

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি ১৭ মিনিটের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে পাক-তালিবান মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ এবং দলটির সম্মানিত আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজুল্লাহ্'র বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/08/07/51343/

খোরাসান | প্রথমবারের মতো পুরো প্রদেশ ও তার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিল তালেবান

বিনা লড়াইয়ে নিমরুজ প্রদেশের রাজধানী জারনাজ নিয়ন্ত্রণ নেয়েছেন তালিবান মুজাহিদরা। গত মে মাসে দেশজুড়ে আক্রমণ শুরুর পর থেকে পশ্চিমাদের গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে আসা এটিই প্রথম কোনো প্রাদেশিক রাজধানী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তালিবান সমর্থক এবং অন্যান্য স্বাধীন সূত্রগুলো জারনাজে টহলরত তালিবান মুজাহিদদের একাধিক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন। ছবিগুলোতে দেখা যায় প্রাদেশিক রাজধানীর সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি জারনাজ বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে তালিবান মুজাহিদরা । প্রদেশটিতে অবস্থিত কাবুল সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা, গভর্নরের কম্পাউন্ড এবং ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট অব সিকিউরিটির সদর দপ্তরের বাইরে তালিবান মুজাহিদরা অবস্থান করছেন। এছাড়াও দেখা যায়, তালিবানরা প্রদেশটির কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্দী মুজাহিদদের মুক্ত করে নিয়ে আসছেন।

তালিবান মুখপাত্র কারি ইউসুফ আহমাদি ও জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ তাঁরা উভয়েই জারনাজ বিজয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ ইমারতে ইসলামিয়ার অপর একজন মুখপাত্র- ক্বারী ইউসুফ আহমাদীর বরাত দিয়ে বাংলাদেশ সময় রাত ৯:০০ টায় জানান, "আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় প্রথম প্রদেশ হিসেবে মুজাহিদদের হাতে বিজিত হয়েছে নিমরোজ । আজ বিকালে (৬ আগস্ট) প্রাদেশিক রাজধানী জারনাজ, প্রাদেশিক ভবন, গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা বিভাগ এবং সরকারি সমস্ত সামরিক স্থাপনা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

এদিকে আফগান সাংবাদিক সরওয়ারি তাঁর টুইটারে উল্লেখ করেন, "জারনাজ" শহরটি প্রথম কোন প্রাদেশিক রাজধানী, যেখানে একটিও গুলি ছোড়া ছাড়াই তালিবানদের বিজয় হয়েছে।"

কাবুল সরকারি বাহিনী বর্তমানে হেলমান্দের রাজধানী লস্করগাহের কেন্দ্রে একগুচ্ছ ভবনের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে মাত্র। কারণ তালিবানরা শহরের বাকি সমস্ত অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। তালিবানরা কান্দাহার এবং হেরাত শহরেরও সিংহভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তালুকান, কুন্দুজ শহর, গজনী শহর, মিঠারলাম এবং শিবেরগানের মতো অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতেও তীব্র হামলা চালাচ্ছেন। এসব শহরগুলোও যেকোন সময়ই নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে তালিবান। তবে তালিবান সূত্রগুলো বলছে যে, ৭ আগস্টের মধ্যে মুজাহিদগণ হয়তো আরও একটি প্রাদেশিক রাজধানী শিবেরগান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হবেন। ইনশাআল্লাহ্।

ইরান সীমান্তে অবস্থিত জারনাজ একটি প্রধান বাণিজ্য রুট এবং কাবুল সরকারের শুল্ক আয়ের উৎস ছিল। এ নিয়ে তালিবানরা এখন আফগানিস্তানের ৮টি প্রধান সীমান্ত ক্রসিংয়ের মধ্যে ৭টি পরিচালনা করছেন, যেখান থেকে প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন ডলার রাজস্ব সংগ্রহ করছেন তালিবান মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2021/08/07/51340/

খোরাসানের তালেবানদের কামডিশ জেলা বিজয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদরা আল্লাহর নুসরতে একের পর এক আফগানিস্তানের জেলাগুলো বিজয় লাভ করে রাজধানী কাবুলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রহর গুনছেন।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ৬ আগষ্ট, শুক্রবার তালিবানরা নুরিস্থান প্রদেশের কামডিশ জেলা বিজয় লাভ করেছেন।

জানা যায়, জেলাটি বিজয় লাভ কালে পশ্চিমা মদদপুষ্ট ২৬০ জন কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালিবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কাবুল প্রশাসনের বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে সৈন্য মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় তালিবানরা সহজেই জেলাটি শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন।

কামডিশ জেলা বিজয়কালে তালিবান মুজাহিদরা ১টি এসপিজি-9, ১টি মর্টার কামান, ১টি ট্যাংক বিধ্বংসী আর্টিলারি, ৩টি অস্ত্র গুদামসহ বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম গণিমত লাভ করেন।

পাকিস্তানে পাক-তালিবানের হামলায় পুলিশ অফিসারসহ ৪ মুরতাদ সদস্য নিহত

পাকিস্তানের খাইবার এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ পুলিশ ও এফসি কর্মীদের উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ১ পুলিশ অফিসার ও তার গাড়ি চালক এবং ২ এফসি কর্মী নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট রাতে, খাইবার এজেন্সির জামরুদ সীমান্তের টেডি বাজারে পাক-তালিবান মুজাহিদদের গুলিতে এক পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে রাত ১০ টার দিকে, যখন কলিমুল্লাহ নাম উক্ত পুলিশ অফিসার ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ ঘটনায় কলিমুল্লাহ'র চালকও নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, টিটিপির মুজাহিদগণ এই হামলার একদিন আগে উক্ত অঞ্চলের বারকাম্বার-খাইল এলাকাও একটি গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে ২ এফসি কর্মী নিহত হয়েছিল।

মুসলিম ভূমি দখলের বাসনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৭২ ইহুদির ফিলিস্তিনে প্রবেশ

শামের ভূমি দখলের বাসনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্ব থেকে দলেদলে ইহুদিরা মসজিদুল আক্বসার পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করছে।

জানা যায়, গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেকর্ড সংখ্যক ইহুদি ফিলিস্তিনে পৌছেছে। মুসলিমদের হটিয়ে ইহুদি বসতি গড়ার লক্ষে ১৭২ মার্কিন ইহুদি ফিলিস্তিনে আগমণ করেছে।

দখলদার ইসরাইল এ বছর বিশ্বে বিভিন্ন দেশ থেকে নতুন করে অন্তত ২ হাজার ইহুদিকে ফিলিস্তিনের বুকে জড়ো করতে চাইছে।

উল্লেখ্য, গ্রেটার ইসরাইল গঠনের স্বপ্নে বিভোর ইসরাইলি প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিয়ে গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৪ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে বসতি গড়ার জন্য আবেদন করেছিল।

একদিকে যখন সন্ত্রাসী ইসরাইল একে একে ফিলিস্তিনি বসতিগুলো দখল করে নিচ্ছে, মুসলিমদের উপর চূড়ান্ত আগ্রাসন চালাচ্ছে; ঠিক তখনই পশ্চিমা দেশগুলোসহ সারা বিশ্ব থেকে ফিলিস্তিনে অভিশপ্ত ইহুদি প্রবেশের ঢল নেমেছে।

০৬ই আগস্ট, ২০২১

ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ভেঙে বাসিন্দাদের তাড়াল সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরনের একটি গ্রামে ফিলিস্তিনিদের বাড়ি গুড়িয়ে দিয়ে বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, গতকাল (৫ আগস্ট) ভোর থেকে ইসরায়েলি বাহিনী গ্রামে সেনা মোতায়েন করে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ভাঙতে শুরু করে।

চোখের সামনে বাড়ি ধ্বংস করতে দেখে গ্রামবাসী বাড়ি রক্ষা করতে গেলে দখলদার বাহিনী তাদের উপর হামলা চালায় এবং একজন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

অপরদিকে, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী জেরুজালেমের একটি চেকপয়েন্টের কাছে ফিলিস্তিনিদের ২০টি দোকান গুড়িয়ে দেয়।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক ।

দখলদার ইসরায়েলে ভয়ঙ্কর দাবানল

ইহুদিবাদী ইসরায়েলে ভয়ঙ্কর দাবানল শুরু হয়েছে। জেরুসালেম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের শোরেশ বনে হঠাৎ করেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ওই আগুন খুব দ্রুতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আগুন নেভাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফাইটার বিমান ও হেলিকপ্টার। এছাড়া আগুন নেভানোর কাজ করছে দমকলকর্মীরাও। সরিয়ে নেয়া হয়েছে শোরেশ বনের আশপাশের বাসিন্দাদের। এদিকে শোরেশ বন ছাড়াও দাবানলের খবর পাওয়া গেছে কিব্বুৎস ও নাহশোনিমসহ আরো কয়েকটি এলাকাতেও। মূলত সোমবার থেকেই ইসরায়েলে শুরু হয়েছে তীব্র তাবদাহ। এরপরই দাবানলের খবর এলো।

সূত্র : ইনকিলাব

৯ বছরের দলিত মেয়েকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা করল হিন্দু পুরোহিতরা

পৃথিবীর অন্যতম বর্বরোচিত অপরাধের শিকার হয়েছে দিল্লির একটি দলিত শিশু। বাড়ির কাছের এক শ্মশানের কুলার থেকে ঠান্ডা পানি আনতে গিয়েছিলো সে। তখনই শ্মশানের পুরোহিত এবং তিন সাগরেদ মিলে গণধর্ষণের পর হত্যা করে শিশুটিকে।

দিল্লির নাঙ্গেলি গ্রামের বাসিন্দা শিশুটির পরিবার জানিয়েছে, রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় শ্মশানে বসানো কুলার থেকে পানি আনতে গিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তারপর অনেকটা সময় কেটে গেলেও বাড়ি ফেরেনি সে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শ্মশানের পুরোহিত রাধে শ্যাম এবং আরও দু-তিনজন শিশুটির মা-কে ডেকে জানায়, কুলার থেকে পানি ভরার সময় তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মেয়েটির। পাশাপাশি, পুলিশকে খবর দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেও জানায় তারা।

দরিদ্র পরিবারটিকে বোঝানো হয়েছিলো, পুলিশ এলেই ময়নাতদন্ত হবে, তাতে নাকি মেয়ের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে নেবে তারা। কাউকে কিছু না জানিয়ে দাহ করে দেওয়াই ভাল। তারপর পরিবারের অনুমতি না নিয়েই দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি মেয়ের দেহ ছুঁয়ে দেখতেও দেয়া হয়নি।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শ্মশানে এসে পৌঁছায় প্রায় ২০০ গ্রামবাসী। তারাই পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশ এলে পরিবারের ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় পুরোহিত রাধেশ্যামসহ কুলদীপ, লক্ষ্মী নারায়ণ এবং সেলিম নামে চার জনকে।

খোরাসান | নিমরোজের আরও একটি জেলা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিল তালিবান

আফগান তালিবানরা নিমরোজ প্রদেশের কাং (কানজ) জেলা কেন্দ্র ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সকল স্থাপনার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় একজন তালেবান মুখপাত্র মুহতারা ক্বারী ইউসুফ আহমদি হাফিজাহুল্লাহ্ বৃহস্পতিবার নিমরোজ প্রদেশের কাং জেলা দখলের ঘোষণা দেন।

তাঁর মতে, গত (৪-৫ আগস্ট মধ্য) রাতে তালিবান মুজাহিদিনরা কাং জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা অফিস এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সমস্ত স্থাপনা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসনের সদস্যরা তাদের অস্ত্র ফেলে তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। জেলাটি বিজয়ের ফলে তালিবান মুজাহিদিনরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, যানবাহন ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন।

০৫ই আগস্ট, ২০২১

ফিলিস্তিনে ফ্রান্স থেকে ১৩০ ইহুদিকে নিয়ে এসেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনে নতুন করে আরও ১৩০ ফরাসি জায়োনিস্ট ইহুদিদের নিয়ে আসে সন্ত্রাসবাদী জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সংবাদ ইয়ালার বরাতে জানা যায়, গত বুধবার (৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় ইসরায়েলের বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় ফ্রান্সে বসবাসরত জায়োনিস্ট সন্ত্রাসীদের এ দলটি।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ যখন ফিলিস্তিনিদের পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে মুসলিমদের বিতাড়িত করতে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে ঠিক সেই সময় ফ্রান্স থেকে নিয়ে আসলো এ দলটিকে। ইহুদিদের এ দলটিকে নিয়ে আসার আগে থেকেই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছিল দখলদার ইসরায়েল।

পাকিস্তান | মুরতাদ সেনাদের উপর টিটিপির দুর্দান্ত হামলা, নিহত ৭, আহত কতক সেনা

পাকিস্তানের বাজোর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ওপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। এতে ৭ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে মুরতান বাহিনীর একটি সামরিক যান টার্গেট করে রিমোট নিয়ন্ত্রিত বোমা দ্বারা আঘাত হানেন মুজাহিদগণ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছিল, যখন সামরিক যানটি এফসি ফোর্ট (সামরিক ঘাঁটি) থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আজ ৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার, মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উকাত বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে পাঁচ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু মুরতাদ সেনা আহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হওয়া সামরিক যানটিও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

অপরদিকে গত বুধবার, বাজোর এজেন্সির আল-মাজোটুপ সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি চৌকিতে অবস্থানরত এক সামরিক কর্মকর্তাকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে উক্ত সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, গত ২৮ জুলাই মু্জাহিদগণ বাজোর এজেন্সির চামারকান্দ এলাকায় অনুরূপ আরও একটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে আরও এক সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়।

খোরাসান | হেলামান্দে ১৭০ এরও বেশি কাবুল সেনার তালিবানে যোগদান

তালেবানদের বিজয়ে পশ্চিমা মদদপুষ্ট কাবুল বাহিনীর মাঝে আত্মসমর্পণের হিড়িক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ধারাবাহিতায় গত এক দিনে শুধু হেলমান্দ প্রদেশ থেকেই ১৭০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালিবান সমর্থক সংবাদ মাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ আগস্ট বুধবার, আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের ৪ অঞ্চল থেকে প্রায় ১৭০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় তারা বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও বেশ কিছু সাঁজোয়া যানও মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

এরমধ্যে হেলমান্দের জার্মাসির শহরে কাবুল প্রশাসনের পুলিশ ও পুতুল সেনাবাহিনীর ৮৪ সদস্য পদত্যাগ করেছে এবং স্বেচ্ছায় তালিবান মুজাহিদদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় তারা বেশ কিছু সাঁজোয়া যান ও অস্ত্র মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

এমনভাবে প্রাদেশিক রাজধানী লশকারগাহের পুলিশ হেডকোয়াটার থেকেও এদিন ৯ সেনা সদস্য ১২ অস্ত্রসহ তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

অপরদিকে মারজাহ শহর থেকে এদিন বেশ কিছু সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যাদের সংখ্যা ৪৭ জন বলে জানানো হয়েছে।

একইভাবে গারিশাক শহর থেকেও এদিক কাবুল প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কমান্ডার তাদের ৩০ সেনা সদস্য ও ৭টি সাঁজোয়া যান নিয়ে তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

https://ibb.co/YQXS3Zc

কেনিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলা

ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও ইথিউপিয় বাহিনীর ঘাঁটিতে ৪টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ডজনখানেক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত সোমবার কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলে দেশটির ক্রুসেডার পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক বন্দুক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। কেনিয়া পুলিশ বলছে, এতে তাদের ৩ সদস্য নিহত এবং আরও ২ সদস্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে গত বুধবার, কেনিয়া ও সোমালিয়ার সীমান্ত অঞ্চল হোসিং ও এল-ওয়াক শহরে অবস্থিত ক্রুসেডের ইথিউপিয়া ও কেনিয়ান বাহিনীর ২ টি ঘাঁটিতে পৃথক ভারী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান এখনো অস্পষ্ট।

https://ibb.co/zJdq57z

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের ভারী হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ একটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ, যার ফলে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, গত ৪ আগস্ট বুধবার, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরের উপকণ্ঠে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বীরত্বপূর্ণ একটি অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্রটি জানায়, আশ-শাবাব মুজাহিদদের উক্ত ভারী হামলার সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা নিহত এবং আরও ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

০৪ঠা আগস্ট, ২০২১

তালিবান নেতৃবৃন্দের ন্যায়পরায়ণতা

সাধারণত দেখা যায়, একজন ব্যক্তি নিজে সকল কষ্ট-ক্লেশ মুখ বুজে সহ্য করতে পারে, কিন্তু তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সামান্যতম দুঃখ-দুর্দশা সে সহ্য করতে পারেনা। সে চায়না তার পরিবারের সদস্যরা মুসিবতে পড়ুক, কষ্ট সহ্য করুক। অনুরূপভাবে একজন নেতাও চান তার পরিবারের সদস্যরা আরাম-আয়েশ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করুক।

কিন্তু, প্রকৃত নেতা তো সে ই যে চায় তার সন্তানদের জীবন হোক তার অনুসারিদের জীবনের ন্যায়!

এই মাসে শায়েখ আব্দুল হক ওমারি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। তিনি ছিলেন মৌলবি মুহাম্মাদ নবী উমরি এর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে, যিনি গুয়ান্তানামো বে কারাগারের একজন প্রাক্তন বন্দি এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কূটনৈতিক অফিস ও শান্তি আলোচনা দলের একনিষ্ঠ সদস্য। নিজের কনিষ্ঠ সন্তানকে জিহাদের পথে, মুজাহিদীনদের একেবারে সামনের কাতারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানান দেয়, তিনি কতটা মুখলিস মনের অধিকারি, তাঁর ইমান কতটা মজবুত এবং ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ জন্য তিনি কত বড় কুরবানি করতে পারেন।

ইসলামের জন্য নিজেদের সন্তানকে কুরবান করা ইমারতে ইসলামিয়া এর নেতাদের মধ্যে নতুন কিছু নয়। ইমারতে ইসলামিয়া এর নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অন্যকে জিহাদের দিকে আহবান করার আগে সর্বপ্রথম নিজেদের সন্তানদের পাঠাতেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা অনেকবার দেখেছি। আমির উল মুমিনীন মুহতারাম শায়েখ হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিযাহুল্লাহ) এর সুযোগ্য, মেধাবী পুত্র আবদুর রাহমান খালিদ (আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন) শহীদি হামলায় শামিল হয়েছিলেন। মৌলভি জালালউদ্দীন হাক্কানি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ৪ পুত্রকেই আল্লাহর রাহে জিহাদে পাঠিয়েছেন। উস্তাদ ইয়াসির (রহিমাহুল্লাহ) এর পুত্র আব্দুল্লাহ ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকাকালীন ড্রোন হামলায় শাহাদাত লাভ করেন। এছাড়াও মুহতারাম শায়েখ আব্দুল হাকিম হাক্কানি, ইমারতে ইসলামিয়া এর নেতৃত্ব পরিষদের সদস্য ও শান্তি আলোচনা দলের প্রধান তাঁর পরিবারের সবাইকে জিহাদের রাস্তায় কুরবান করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর ময়দানে শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের আল্লাহর দ্বীনের রাহে কুরবান করার এই তালিকা শুধু বড় হতেই থাকবে।

যেসব ব্যক্তিবর্গ ইসলামি ইমারতের নেতৃবৃন্দের কাছে থেকে তাঁদেরকে দেখেছেন এবং তাঁদের সাথে সময় কাটিয়েছেন তাঁরা ভালোভাবেই জানেন নেতাদের চারিত্রিক মাধুর্য, সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে। তাঁরা এমন

ব্যক্তিবর্গ যাঁরা নিজেদের সন্তান ও ইমারতে ইসলামিয়া এর অন্যান্য মুজাহিদদের সমান দৃষ্টিতে দেখেন। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ নেতা জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁদেরকে অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। তাঁরা বছরের পর বছর নিজদের প্রিয়জন, পরিবার ও আত্মীয়দের থেকে দূরে থেকেছেন।

ইমারতে ইসলাম এর উচ্চপদস্থ অনেক নেতা নিজেদের পদমর্যাদার গর্ব না করে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অংশ নিয়েছেন। শায়েখ আব্দুল হক উমারি এর শাহাদাত সবার সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে, ইমারতের ইসলামিয়া এর নেতাগণ শুধু যুদ্ধের ময়দানেই সময় কাটিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের উত্তম তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ) এর ব্যবস্থাও করেছেন। এটিও উপস্থাপন করেছে যে নেতাদের সন্তানেরা তাদের পিতাদের ন্যায় মুসলিম ভূমির সুরক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে ও কঠিন থেকে কঠিনতম কষ্ট সহ্য করতে সর্বদা রাজি আছেন।

এই কুরবানিগুলো আমাদের সামনে চলমান সংঘর্ষের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। একদিকে আমরা দেখছি, ইমারতে ইসলামিয়া এর নেতাগণ তাঁদের জান ও মাল - সবকিছু মুসলিম ভূমির জন্য কুরবান করছেন। অপরদিকে দেখছি, কিভাবে পশ্চিমা রক্তচোষাদের পদলেহী একদল নির্লজ্জ গোলাম কাবুলে তাদের পরিবার নিয়ে কংক্রিটের দেয়ালের ভিতরে বসে নিজেদের নিরাপদ মনে করছে। তারা তো সেসব মানুষ যারা জনসাধারণের দুর্দশার সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এটিই আমাদের ও তাদের নেতৃত্বের মধ্যকার তফাত। আফগান মানুষদের প্রতি কোন পক্ষ তাদের দেয়া ওয়াদা কতটুকু পূর্ণ করছে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছে এই তফাত।

কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, প্রকৃত নেতা হতে হলে অসংখ্য কুরবানি করতে হয়। হতে হয় নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী। ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান এর নেতাদের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও শাহাদাত লাভে ধন্য হওয়া তাঁদের সন্তানদের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।

তালিবানদের অফিসিয়াল আল-ইমারাহ্ সাইট থেকে অনূদিত

মালি | আল-কায়েদার হামলায় মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি ধ্বংস, হতাহত ৬ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সাঁজোয়া যানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৬ সেনা হতাহত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১লা আগস্ট সন্ধ্যায়, মালির মোপ্তি রাজ্যের বাবুই এলাকায় মালিয়ান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহলদলেকে লক্ষ্য করে সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুজাহিদগণ। স্থানীয় সাংবাদিকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন।

ফলশ্রুতিতে মালিয়ান মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এসময় অবস্থানরত ৬ সেনা গুরুতর আহত হয়।

ইয়ামান | আনসার আশ-শরিয়াহ্ কর্তৃক এলাকা বিজয়, অনেক হুথী সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার (AQAP) জানবায মুজাহিদিন শিয়া হুথীদের থেকে একটি এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন।

আল-কায়েদা জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক ইয়ামান শাখার অফিসিয়াল "আল-মালাহিম" মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ৩ আগস্ট মঙ্গলবার ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে মুশরিক হুথী শিয়াদের বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আনসার আশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ।

মহান রবের সাহয্যে এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ মুশরিক হুথিদের থেকে একটি এলাকা বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন। পরে মুজাহিদগণ হুথীদের আস্তানাগুলো পুড়িয়ে দেন এবং একটি মোটরবাইক ধ্বংস করেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু হুথী সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ শিয়া হুথিদের থেকে ১টি RPG, ১টি পিকা, ৩টি ক্লাশিনকোভসহ বিভিন্ন গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন। এই অভিযানে অংসগ্রহণকারী সকল মুজাহিদিনরাই নিরাপদ ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্

সিরিয়া | দামেস্কে হুররাস আদ-দ্বীনের বোমা হামলা, আসাদ বাহিনীর ১৯ সেনা নিহত, আহত অনেক

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহরের কেন্দ্রে কুখ্যাত নুসাইরী আসাদ সরকারি বাহিনীর একটি বাসে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এতে ১৯ নুসাইরী নিহত এবং আর ডজনখানেক সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানী দামেস্ক শহরের পশ্চিমাঞ্চলে আজ ৪ আগস্ট সকাল বেলায়, ইরান সমর্থিত কুখ্যাত নুসাইরী শাসক বাসার আল-আসাদের রিপাবলিকান গার্ড সদস্যদের বহনকারী একটি বাসে শক্তিশালী বোমা হামলা চালানো হয়েছে। বলা হয়েছিল যে, বিস্ফোরণের ফলে বাসে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত এবং গুরুতর আহত হয়েছে।

নুসাইরী সরকার এই হামলায় এখন পর্যন্ত তাদের ১৯ রিপাবলিকান গার্ড সদস্যদের নিহত হবার সংবাদ নিশ্চিত করেছে। স্থানীয়দের মতে, আহত সৈন্যদের সংখ্যা আরও দ্বিগুণ, যাদের অনেকের অবস্থাই গুরুতর। যার ফলে নিহত সেনাদের সংখ্যাও আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বরকতময় এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন।

https://ibb.co/T415PpP

সিরিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হিসেবে পরিচিত তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অফিসিয়াল "শাম আর-রিবাত" মিডিয়া থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে রাজধানী দামেস্কে নুসাইরী শাসক বাহিনীর সদস্যদের বহনকারী বাসে হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, দ্বিরা শহরে চলমান লড়াইয়ে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে সুন্নি বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সমর্থন জানাতে বরকতময় এই হামলার আয়োজন করা হয়েছে।

ইদলিবের ক্ষমতা দখলকারী তুর্কি পন্থী হায়াত তাহরির আশ-শাম কর্তৃক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান, গ্রেপ্তার এবং লিকুইডেশন সংগঠনটিকে তার কার্যক্রমকে আসাদ সরকারের অধিকৃত এলাকার গভীরতায় স্থানান্তরিত করতে প্ররোচিত করেছে। যার ধারাবাহিতায় একবছর আগে রাক্কা সিটির "তাল আস-সামিন" এলাকায় ক্রুসেডার রুশ সেনা ঘাঁটি ও আসাদ সরকারের রিপাবলিকান গার্ডের অফিসারদের বহনকারী একটি বাসে বোমা হামলা চালিয়েছিল হুররাস আদ-দ্বীন। আজ ফের রাজধানী দামেস্কের কেন্দ্রস্থলে আসাদ সরকারের অফিসারদের বহনকারী বাসে হামলা চালিয়ে নিজেদের সক্ষমতার জানান দিল তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন।

https://ibb.co/Cb5vH7w
https://ibb.co/Mn9LngV
https://ibb.co/qd4VGDb

ভারতে অর্থনীতির বেহাল দশায় বেকারদের আত্মহত্যা বেড়েছে ২৪ শতাংশ

অর্থনীতি বিপর্যয়ে ভারতের অবস্থা নাজুক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে করোনা মহামারী। এতে বেকার হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ যুবক। এদের মধ্যে হতাশ হয়ে অনেকে করছেন আত্মহত্যা। দিন দিন এর সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতে বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যার হার বেড়েছে ২৪ শতাংশ।

দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো’র (এনসিআরবি) দেওয়া প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এনসিআরবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে বেকারত্বের কারণে ভারতে আত্মহত্যা করে ২ হাজার ২৯৮ জন। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৮৫১ জনে। মধ্যবর্তী সময়ে ২০১৭ সালে ২ হাজার ৪০৪ ও ২০১৮ সালে ২ হাজার ৭৪১ জন বেকার আত্মঘাতী হয়।

এনসিআরবি জানায়, বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যার শীর্ষে রয়েছে কর্ণাটক রাজ্য। দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে এক বছরে ৫৫৩ জন আত্মঘাতী হয়েছেন। পরের চারটি স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র (৪৫২), তামিলনাড়ু (২৫১), ঝাড়খণ্ড(২৩২) এবং গুজরাত (২১৯)। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪০ জন বেকার।

সূত্র: এবিপি।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় দেশ মরিশাসে গোপনে সামরিক নৌঘাটি নির্মাণ করছে ভারত

আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় দেশ মরিশাসের একটি দ্বীপে গোপনে নৌঘাঁটি নির্মাণ করছে ভারত। মঙ্গলবার (৩ আগস্ট) স্যাটেলাইটে পাওয়া ছবি, আর্থিক পরিসংখ্যান ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ভারত দেশটির আগালিগা দ্বীপটিতে গোপনে ৩ কিলোমিটার বা ১.৮ মাইলের দীর্ঘ বিমান উড্ডীন ও অবতরণের জন্য রানওয়ে নির্মাণ করে আসছে এবং বিশালাকার দুটি নৌ জেটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে নকশা করেছে যা আল জাজিরার অনুসন্ধানী টিম আই ইউনিটের গোপন অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে। সামরিক বিশেষজ্ঞগণ আল জাজিরার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে, দ্বীপটি সামুদ্রিক গুপ্তচরবৃত্তি ও নজরদারি মিশন পরিচালনার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

জানা যায়, মরিশাসের অধিবাসীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিশাল বাজেটে আগালেগা দ্বীপে সামরিক স্থাপনা তৈরি করছে বলে ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছে ভারত এবং তার ব্যয়ভারও সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারই বহন করবে।

তবে দ্বীপের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, শুধুমাত্র তাদের কল্যাণে ভারত সরকারের ২৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সামরিক স্থাপনা তৈরির বিষয়ে নিশ্চিত না। বরং তারা নিজেদের ক্ষেত্রে অতীতের ডিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপের দুর্ভাগ্য নেমে আসে কি না তা নিয়ে শঙ্কিত।

২০১৮ সালে প্রথম মরিশাসে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের বিষয়ে গুজব ও সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ওই সময় মরিশাস ও ভারত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অস্বীকার করেছিল। উভয় দেশই দাবি করেছিল, দ্বীপের বাসিন্দাদের মঙ্গলের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। আগালিগা দ্বীপটি ভারতের মূল দ্বীপটি থেকে এক হাজার ১০০ কিলোমিটার দূরে এবং এখানে প্রায় ৩০০ লোক বাস করে।

স্যাটেলাইটে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, দ্বীপটিতে দুটি বড় জেটি এবং তিন কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।

নয়া দিল্লির গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহযোগী ফেলো অভিষেক মিশ্র বলেন, 'বিস্তৃত দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগর ও মোজাম্বিক চ্যানেলে নজরদারি বাড়ানোর জন্য এটি ভারতের জন্য বিমান এবং নৌ উপস্থিতির জন্য একটি গোয়েন্দা অবকাঠামো। আমার ব্যক্তিগত তথ্য, আমার পরিচিত লোকদের সাথে কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে বলছি, ঘাঁটিটি আমাদের জাহাজের বার্থিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং রানওয়েটি বেশিরভাগই আমাদের পি-৮১ বিমানের জন্য ব্যবহার করা হবে।

পি-৮১ হচ্ছে ভারতের উপকূলীয় টহলের যুদ্ধবিমান। এটি নজরদারি কাজেও ব্যবহৃত হয়। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ন্যাশনাল সিকিউরিটি কলেজের গবেষক স্যামুয়েল ব্যাশফিল্ড জানায়, অনেক দেশের কাছে ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের হটস্পটে পরিণত হয়েছে ভারত মহাসাগর।

তিনি বলেন, 'দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে ভারতের জন্য এমন জায়গা থাকা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে নিজেদের জাহাজগুলোকে সহায়তা করতে পারে তাদের বিমান এবং সেখানে অপারেশনের জন্য লঞ্চিং প্যাড হিসাবে ব্যবহার করা যায়।'
এদিকে সামরিক নৌঘাটির ব্যাপারে জানতে চাইলে মরিশাসের সরকার ২০১৮ সালের মতো আবারো জানায় যে, আগালেগায় সামরিক ঘাটি স্থাপনে ভারতের সাথে মরিশাস সরকারের কোনো ধরণের চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাছাড়া আগালেগা দ্বীপের লোকজনকে দ্বীপান্তর করার কোনো ইচ্ছাও তাদের নেই। সামরিক ঘাটি শব্দের ব্যবহার স্পষ্ট করতে গিয়ে তারা জানায় যে, সামরিক সরঞ্জাম মজুদকরণ, সেনা সদস্যদের আশ্রয় ও স্থায়ী ভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনার সুবিধার ক্ষেত্রে মরিশাসের আগেলাগায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো কর্তৃত্বে নেই।

অপরদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তারা।

উল্লেখ্য, আগালেগা দ্বীপের বাসিন্দারা নিজেদের ভাগ্যে ডিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপের দুর্ভাগ্য নেমে আসার আশঙ্কা করছে, যা পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনৈতিক উপনিবেশের একটি অংশ ছিলো। কেননা ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ওই দ্বীপটি লিজ দিয়েছিলো তার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছিলো। ১৯৭১ সালে ডিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপের পুরোটাই মার্কিনীদের সামরিক ঘাঁটি বনে যায় এবং তার বাসিন্দাদেরকে জোরপূর্বক অন্যত্র স্থানান্তরিত করে দিয়ে সেখানে বসবাসে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে দ্বীপটি ১৫ জন পৃথক পৃথক মার্কিন কমান্ডের আবাসের পাশাপাশি মার্কিন সাবমেরিন ইউনিট, দূরপাল্লার বোমারু বিমান ও সারফেস ফ্লিট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সূত্র : আল জাজিরা

ত্রিপুরায় বিদ্রোহীদের হামলায় বিএসএফের ২ মালাউন নিহত

ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্তে টহল চলাকালে বিদ্রোহীদের হামলায় ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফের দুই সদস্য নিহত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ত্রিপুরার ধলাই জেলায় চৌমানু পুলিশ স্টেশন ও আরসি নাথ বর্ডার আউটপোস্টের কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত দুইজনের একজন সাবইন্সপেক্টর ও একজন কনস্টেবল। আগরতলা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। বিএসএফ সূত্র জানায়, নিহত সাবইন্সপেক্টরের নাম ভুরু সিং ও কনস্টেবল রাজকুমার।

পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অরিন্দমনাথ বলেন, দুইজনই সীমান্তে পেট্রলিং করছিল।

আমাদের ধারণা, তারা আগে থেকেই এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে ছিল। আচমকাই হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর তারা ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে চলে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে বিএসএফ বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে বিএসএফের গুলি বিনিময় হয়। তখনই বিএসএফের দুজন জখম হয়ে ও পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।

এদিকে ঘটনার পর থেকেই বিএসএফের সার্ভিস রাইফেলগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে গেরিলারা সেগুলিকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

মিতু হত্যা: বাবুলের 'ভারতীয় প্রেমিকার' কিছু তথ্য পেয়েছে পিবিআই

চট্টগ্রামে পাঁচ বছর আগের চাঞ্চল্যকর মিতু হত্যা মামলার আসামি সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) বাবুল আক্তারের ভারতীয় প্রেমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ও নথি পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পরিদর্শক সন্তোষ কুমার চাকমা গণমাধ্যমকে এ তথ্য দিয়েছে।

তিনি বলেন, 'মামলার এজাহারে গায়ত্রী নামের ওই নারীর তথ্য রয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। এ জন্য ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশপ্রধান বরাবর রোববার একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। চিঠিতে তার বর্তমান অবস্থানসহ একাধিক বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত ২৩ মে বাবুলের কথিত এই প্রেমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে ইউএনএইচসিআরকে চিঠি দিয়েছিল পিবিআই। গত জুলাই মাসের শেষ দিকে ওই চিঠির উত্তর পায় সংস্থাটি।

গত মে মাসে জানা গিয়েছিল, বাবলুকে তার কথিত প্রেমিকা দুটি বই উপহার দেয়। যা ফরেনসিক পরীক্ষা করতে পাঠাতে চায় পিবিআই।

তদন্ত কর্মকর্তা সন্তোষ কুমার চাকমা জানান, ‘বই দুটি আমরা জব্দ করেছি। এগুলোতে কিছু লিখিত বিষয় রয়েছে, যেগুলো পরকীয়ার সম্পর্ক নির্দেশ করে। মামলার তদন্তের স্বার্থে বই দুটির ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে। এ জন্য আদালতের অনুমতি লাগবে। আমরা শিগগিরই পরীক্ষার জন্য আদালতে আবেদন করব।’

২০১৬ সালের ৫ জুন ভোরে চট্টগ্রাম শহরের জিইসি মোড়ে ছেলেকে স্কুলবাসে তুলে দিতে যাওয়ার সময় কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয় মাহমুদা খানম ওরফে মিতুকে।

ওই ঘটনায় বাদী হয়ে বাবুল আক্তার পাঁচলাইশ থানায় মামলা করে। তাতে সে বলে, তার জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রমের জন্য স্ত্রী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকতে পারে। তবে সপ্তাহ দুয়েকের মাথায় মাহমুদা হত্যার তদন্ত নতুন মোড় নেয়। অব্যাহতভাবে মাহমুদার মা-বাবা এই হত্যার জন্য বাবুল আক্তারকে দায়ী করে আসছেন।

পরে পিবিআই দাবি করে, মিতু হত্যায় বাবুল জড়িত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এরপরই আগের মামলার চার্জশিট ও নতুন করে মামলা দায়ের হয়।

ওই এজহারে বাবুল আক্তারের সঙ্গে ইউএনএইচসিআরের ওই এনজিও কর্মীর পরকীয়া ছিল বলে অভিযোগ করেন মামলার বাদী ও মিতুর বাবা মোশাররফ হোসেন।

এজহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গায়ত্রী অমর সিং নামে এক ভারতীয় নারীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের কারণে বাবুল-মিতুর দাম্পত্য অশান্তি চরমে পৌঁছে। মিতু বাবুলের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। এর পরই কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সম্মান হারানোর ভয়ে মিতুকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দেয় বাবুল।

মামলার এজজার ও গোয়েন্দা সূত্র জানায়, গায়ত্রী অমর সিং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা-ইউএনএইচসিআরের ফিল্ড অফিসার হিসেবে কক্সবাজারে কর্মরত ছিল। বাবুল আক্তার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কক্সবাজার জেলায় চাকরি করার সময় তার সঙ্গে গায়েত্রীর দেখা হয়। তখনই তার সঙ্গে বাবুল আক্তারের সম্পর্ক হয়। ব্যক্তিগত জীবনে গায়ত্রী বিবাহিত এবং তার একটি ছেলে রয়েছে।

তারা কক্সবাজারের মারমেইড বিচ রিসোর্টে একান্ত সময় কাটিয়েছে বলেও তদন্তে বেরিয়ে আসে।

মিতুর বাবার দায়ের করা হত্যা মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে,বাবুল-গায়ত্রী সম্পর্কের বিষয়টি জানা যায় ২০১৪ সালে। সেসময় বাবুল সুদানে জাতিসংঘের মিশনে যান। তখন তার বাসায় দুটি বই উপহার পাঠায় গায়ত্রী। এছাড়াও বাংলাদেশে রেখে যাওয়া বাবুলের মোবাইলে ২৯টি মেসেজও পাঠায়।

সর্বশেষ মিতু হত্যার কয়েকমাস আগে বাবুল একটি ট্রেনিংয়ে থাকা অবস্থায় গায়েত্রী তার বাসায় দুইটি বই উপহার পাঠায়। বই দুটির নাম-তালিবান ও বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট।

তালিবান বইটির ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় গায়েত্রী নিজ হাতে একটি বার্তা লিখে দেয়। সেখানে লেখা ছিল, 'আমাদের ভালো স্মৃতিগুলো অটুট রাখতে তোমার জন্য এই উপহার। আশা করি এই উপহার আমাদের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করবে। ভালোবাসি তোমাকে, গায়ত্রী।'

একই বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় গায়ত্রী তাদের প্রথম দেখা, প্রথম একসঙ্গে কাজ করা, প্রথম কাছে আসা, মারমেইড হোটেলে ঘোরাফেরা, রামু মন্দিরে প্রার্থনা, রামুর রাবার বাগানে ঘোরাফেরা এবং চকরিয়ায় রাতে সমুদ্রের পাশ দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি স্মৃতির কথা উল্লেখ ছিল।

এছাড়াও বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট নামের বইয়ের ২য় পাতায় গায়েত্রীর নিজ হাতে 'তোমার ভালোবাসার গায়ত্রী (ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা)'।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, গায়ত্রী মূলত ভারতীয় গোয়েন্দা। সে বাবুল আক্তারকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে দিয়ে জঙ্গি অভিযানের নাটক সাজিয়ে তাওহিদবাদী মুসলিমদেরকে হত্যা করিয়েছে।

কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

কাশ্মীরে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের রঞ্জিত সাগর ড্যামে এ ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পাইলট নিখোঁজ হয়েছে। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়া ও হিন্দুস্তান টাইমসের।

খবরে বলা হয়, দুই পাইলটকে নিয়ে ভারতীয় সেনার হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। এ ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কাঠুয়ার এসএসপি রমেশ কোতোয়াল বলেন, সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট নাগাদ হেলিকপ্টারটি ড্যামের ওপর ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। আমরা জলযানগুলির ওপর জোর দিচ্ছি। কিন্তু কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এটি আদতে হালকা ধরনের একটি হেলিকপ্টার। নাম দেওয়া হয়েছে ধ্রুব। বাশলি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় এটি ভেঙে পড়ে। রুটিন মেনে এটি এদিন মামুন ক্যানটনমেন্ট এলাকায় থেকে উড়েছিল।

স্থানীয়দের দাবি, হেলিকপ্টারগুলি সাধারণত একটি পাইপকে ড্যামের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এদিনও তেমনটাই করছিল। আর তখনই আচমকা ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টারটি।

এসএসপি জানিয়েছে, 'ডুবুরিদেরও জলে নামানো হয়েছে। তবে উদ্ধারকাজে কিছুটা সময় লাগবে। তবে লেক থেকে কিছু ভাসমান অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়েছে। পুরো ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে সময় লাগবে। দুটি হেলমেটও পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত দুজন পাইলটের মাথা এটি ছিল।

এসএসপি জানায়, 'লেকটি প্রায় ২০০-২৫০ ফুট গভীর। সেনার স্পেশাল ফোর্স, ডুবুরিদের নামানো হয়েছে। কিন্তু জল একেবারেই স্বচ্ছ নয়।'

---

৮ বছরের বাগান, ১০ লাখ লেবুসহ ৫ হাজার গাছ কেটে দিল বনবিভাগ

কক্সবাজারের রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের পূর্ব পাড়ার এক দরিদ্র কৃষকের পাঁচ হাজারের বেশী লেবু গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বনকর্মীদের বিরুদ্ধে। পুরোদমে ফলনও এসেছিলো গাছগুলোতে। প্রতিটি গাছে গড়ে কমপক্ষে ২০০ হলেও অন্তত ১০ লাখ লেবুসহ গাছগুলো কেটে পাহাড়গুলো করা হয়েছে বৃক্ষহীন।গত কয়েক বছরে তিলে তিলে গড়ে তোলা একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম লেবু বাগানটি কেটে ফেলায় আহাজারিতে বুক ভাসাচ্ছেন কৃষক নজির আলম (৪৩)। লেবু বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জানান, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের জোয়ারিয়ানালা বন রেঞ্জের প্রায় ২০ কানি (৮ একর) বনভূমি জুড়ে একটি লেবু বাগান করেন। এসব বনভূমি এমনিতেই পরিত্যক্ত। বন বিভাগের কোনো গাছগাছালিও নেই সেখানে। স্থানীয় সোনাইছড়ি খালের তিরে ভিলেজারের (বনজায়গীরদার)উত্তরাধিকার সূত্রে বনকর্মীদের অনুমতি সাপেক্ষে বনভূমিতে লেবু বাগানটি করা হয়।

এর আগে, ওই বনভুমিতে গত ২০ বছর ধরে তিনি তরমজু, মরিচসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেখানে অপহরণকারি ও ডাকাতদলের উৎপাত বাড়লে তিনি আট বছর পূর্বে সেখানে লেবু চাষ শুরু করেন।বনভূমিতে গড়ে তেলা এতবড় লেবু বাগানটি কেটে ফেলার কথা অকপটে স্বীকার করেন কক্সবাজার উত্তর বনবিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) তৌহিদুল ইসলাম।তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লেবু বাগান কেটে বন বিভাগের জমি জবর দখল মুক্ত করেছি। বনভূমি রক্ষায় উচ্ছেদের সময় কি গাছ বা বন কাটা গেল সেটা মূখ্য নয়।'বনভূমির ওই এলাকায় বনবিভাগের সৃজিত কোন গাছগাছালি নেই এমনকি আরো অনেক জনের লেবু বাগান থাকা স্বত্তেও কেন শুধু নজির আলমের বাগান কাটা হল জানতে চাইলে তিনি বলেন,'উচ্ছেদ মাত্র শুরু হয়েছে, এটা চলবে।'

এদিকে, বনভূমিতে বাগান করার বিনিময়সহ স্বল্প টাকার মজুরিতে বনকর্মীরা কৃষক নজির আলম ও তার পুত্র আরিফকে সেগুনবাগান পাহারাসহ নানা কাজে লাগায়। গত ৩০ মাস ধরে কৃষক নজির ও তার পুত্র বন বিভাগের স্থানীয় সেগুন বাগান পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তাদের কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি।লেবু বাগানের মালিক কৃষক নজির বন রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট সেগুন বাগান পাহারার পাওনা দুই লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করায় উল্টো বনভূমিতে লেবু বাগানের জন্য তার (কৃষক) কাছে টাকা চাওয়া হয়।কৃষক নজিরের অভিযোগ, টাকা না দেওয়ায় গত কয়েকদিন আগে বনকর্মীরা ধরে নিয়ে যায় তার পুত্র

আরিফকে।বনকর্মীরা তাকে মারধর করে বনভূমিতে লেবু বাগান করার জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করেন। এ ঘটনার পর থেকে লেবু বাগানের মালিক নজিরের সঙ্গে বনকর্মীদের সম্পর্কে মারাত্মক দূরত্বের সৃষ্টি হয়।বর্তমানে সবকটি গাছে লেবুর ফলন আসতে শুরু করেছে। প্রতিটি গাছে ১০০ থেকে ৫০০টি পর্যন্ত লেবু ধরেছে। তার এ সফলতা দেখে বন বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা-হেডম্যান (বনজায়গীরদার প্রধান) তার কাছে তিন লাখ টাকা দাবি করতে থাকে। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় গত বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই)সকালে জোয়ারিয়ানালা রেঞ্জ কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ টিটুসহ একদল ভাড়াটে লোকজন তার লেবুবাগানে গিয়ে ফলবান এসব গাছ কাটা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা পুরো বাগানের পাঁচ হাজার লেবু গাছ কেটে দেয়।

জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল শামসুদ্দিন আহমেদ প্রিন্স কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘নজির আলমের সৃজিত বাগানের বিপুল পরিমান লেবু গাছ কেটেদেয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তিলে তিলে গড়ে তোলা হাজার হাজার ফলবান গাছের একটি বাগান কেটে ফেলার মানে উচ্ছেদ হতে পারে না।’ইউপি চেয়ারম্যান আরো বলেন, কৃষক নজির সারাজীবনই বনবিভাগের কাজ করে যাচ্ছেন। বনকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণেই এমন সবুজ বাগানটি কেটে ফেলা হয়েছে।পরিবেশবাদী সংগঠন কক্সবাজার বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি বলেছে, হাজার হাজার একর বনভূমি পড়ে রয়েছে বৃক্ষহীন অবস্থায়।শূন্য বূভুমিতে বনকর্মীরা কোন বনায়ন করে যেখানে সবুজায়নও করতে পারছে না সেখানে স্থানীয়দের গড়েতোলা বাগান কেটে ফেলার ঘটনাটি পরিবেশের জন্যও উদ্বেগজনক। তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, লেবু বাগান কেটে সাবাড় করার ঘটনায় অভিযুক্ত জোয়ারিয়ানালা রেঞ্জ কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ টিটু বনবিভাগের পক্ষে তিন লাখ টাকা দাবির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।তিনি জানিয়েছেন, বন বিভাগের সংরক্ষিত বনে বাগানটি সৃজন করায় সেটি কেটে দেওয়া হয়েছে। কেটে ফেলা পরিত্যক্ত বনভূমিতে রয়েছে আরো অনেক লেবু বাগান।প্রতিহিংসামূলক নাহলে কৃষক নজির আলমের ছাড়া অন্য কোন লেবু বাগান কাটা হয়নি কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন,’আরো যারা এভাবে বন দখল করে বাগান করেছেন তাদের বাগানও উচ্ছেদ করা হবে।’

০৩রা আগস্ট, ২০২১

নাইজার | আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় ২২ কুফফার সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ আরও ৬ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে দেশটির কুফফার বাহিনীর একটি সামরিক কনভয়ের ওপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার (JNIM) জানবায মুজাহিদিন। এতে ১৫ সৈন্য নিহত এবং ৭ সৈন্য আহত হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছে আরও ৬ সৈন্য।

স্থানীয় সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের মতে, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদগণ দক্ষিণ -পশ্চিম নাইজারের তোরোদি জেলায় দেশটির কুফফার বাহিনীর সামরিক কনভয় টার্গেট করে ভারী অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন। যাতে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এসময় আহত সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য আরেকটি কাফেলা ঘটনাস্থলে আসার সাথে সাথে বিকট শব্দে মুজাহিদগণ বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

এরপর আশপাশে পজিশন নিয়ে থাকা মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র দিয়ে কুফফার নাইজার বাহিনীকে টার্গেট গুলি চালাতে থাকেন।

বুর্কিনা ফাসো এবং মালি সীমান্তের কাছাকাছি নাইজারে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক তথ্যমতে মুজাহিদদের এই হামলায় ১৫ কুফফার সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে, এছাড়াও ৬ সেনা কর্মকর্তা এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। দেশটির সামরিক বাহিনী উক্ত ৬ সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

গত ৩১ জুলাই সকাল ১১ টায় পরিচালিত এই হামলার একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করেছে JNIM এর স্থানীয় মুজাহিদগণ। সেখানে মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র গনিমত পাওয়ার সংবাদ করলেও কোন সৈন্যকে বন্দী করার তথ্য জানান নি।

ভিডিওটির কয়েকটি স্কিনশট দেখুন..

https://ibb.co/2NXVQWV
https://ibb.co/LNbtCzd
https://ibb.co/5YJ7sHb
https://ibb.co/DKjnD5h

খোরাসান | গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল তালিবান, ৭১ সেনা হতাহত

আফগানিস্তানের জাউজান প্রদেশের রাজধানী শেবারগানের উপকণ্ঠে গত রাত ১১ টায় তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল সরকারি মিলিশিয়াদের কাছ থেকে জাউজানের রাজধানী শেবারগানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর ও কয়েকটি এলাকা দখলে নিয়েছে। যুদ্ধে কাবুল বাহিনীর ২৪ এরও বেশি সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে।

এদিকে তালিবানরাও রাজধানী শেবারগানে কাবুল বাহিনীর সাথে যুদ্ধের খবর নিশ্চিত করেছেন। মুজাহিদদের মতে, কাবুল বাহিনী থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ১ টি শহর ও ৩ টি এলাকা মুজাহিদগণ মুক্ত করেছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৯ মুরতাদ সৈন্যের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রেই রয়ে যায় এবং আরও ১৫ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায়, একটি রেঞ্জার, বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদও এসময় তালিবান মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। তালিবানদের একজন মুখপাত্র বলেন, সংঘর্ষে একজন মুজাহিদ শহিদ এবং ২ জন আহত হয়েছেন।

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আরও জানান, আজ ৩ আগস্ট, তাখার প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে মুজাহিদদের। এসময় মুজাহিদগণ জেলাটির তালোকান, আঘাগোল এবং মোগল ঘেষলাঘ এলাকা, গৌমালি সেতু, গঞ্জালি, বেইক, পুস্তখোর, আস, শাহ তালেগান জান, পাঞ্জশিরি ঘেষলাঘ এলাকাসমূহ বিজয় এবং কমান্ডার নূর মোহাম্মদ ও কমান্ডার শিশকে বন্দী করেছেন।

এছাড়াও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৪৭ কমান্ডো এবং পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন কাবুল বাহিনীর ৪টি ট্যাংক। অপরদিকে আরও ২ টি ট্যাঙ্ক ও প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র মুজাহিদগণ গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/DKgkhTM

মাসিক রিপোর্ট | পাক-তালিবানের ২৬ টি বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৯১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গত জুলাই মাসে দেশটির মুরতাদ সামরিক সংস্থাগুলোর উপর মুজাহিদদের পরিচালিত হামলার বিবরণ প্রকাশ করেছে।

বিবরণ অনুসারে, টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ গত জুলাই মাসে উপজাতীয় ও শহরীয় এলাকায় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে বিভিন্ন ধরনের মোট ২৬ টি হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি হামলা হয়েছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে, যার সংখ্যা ১৩টি দেখানো হয়েছে। এরপর বাজোর এজেন্সিতে ৫ টি, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ৩ টি, দির জেলায় ২ টি, এছাড়াও মর্দান, পেশোয়ার এবং কারম এজেন্সিতে একটি করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

এসব অভিযানের শীর্ষ সাতটিই চালানো হয়েছে বোমা হামলার দ্বারা। এরপর রয়েছে ৬টি পাল্টাপাল্টি আক্রমণ, ৪টি করে মোট ৮টি টার্গেট কিলিং ও অ্যামবুশ আক্রমণ। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ৩টি লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ ও ২টি স্নাইপার হামলাও চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে যে, এসব হামলায় ৬৯ সেনা সদস্য, ১৮ এফসি কর্মী এবং চার পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। সর্বমোট হতাহত সংখ্যা ছিল ৯১, যার মাঝে ৫৬ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরও ৩৫ মুরতাদ সদস্য আহত হয়েছে বলে জনানো হয়েছে।

মুজাহিদদের এসব সফল হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিভিন্ন ধরণের ৪টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ১০টি অস্ত্রও মুজাহিদগণ গনিমত পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, চলতি বছরের গত ছয় মাসে ১৪১ টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এরমধ্যে জানুয়ারিতে ১৭ টি, ফেব্রুয়ারিতে ১৬ টি, মার্চে ২৯ টি, এপ্রিলে ১৬ টি, মে মাসে ২১ টি এবং জুন মাসে ১৬ টি হামলা চালানো হয়েছে।

গত বছরের আগস্টে তেহরিক-ই-তালিবানের সঙ্গে প্রায় আটটি ছোট-বড় দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোট গঠন করে, এরপর থেকেই টিটিপির আক্রমণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় এক ডজনেরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও বে-বুকুল রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ৩ টি সফল হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে এক ডজনেরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ (৩ আগস্ট) সকালে, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের ব্রাদালি শহরে মুরতাদ সরকারের পক্ষহতে নিয়োজিত কর্মকর্তা "হাসান নূর" এর উপর হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে হাসান নূর নিহত এবং তার কতক দেহরক্ষী হতাহত হয়েছে। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি ক্লাশিনকোভ।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিমে বারিরি শহরে সরকারি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করেও এদিন সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। উক্ত বোমা বিস্ফোরণে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়ার ৫ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এছাড়া মোগাদিশুর এক সচিবের গাড়ি লক্ষ্য করে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে সে সামান্য আহত হলেও এবারের মত বেঁচে যায়। তবে এই হামলায় তার অর্ধডজনেরও বেশি রক্ষী হতাহত হয়েছে।

খোরাসান | রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন দখলে নিল তালিবান, সম্প্রচার হচ্ছে শরীয়াহ মোতাবেক

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ এবং জাতীয় টেলিভিশন ও রেডিও অফিস দখল করার পর তালিবানরা এখন সেখান থেকে শরীয়ত সম্মত নিউজ ও বিভিন্ন ইসলামিক বিষয় সম্প্রচার শুরু করেছেন।

হেলমান্দে তালিবানদের প্রাদেশিক মুখপাত্র হাফিজ রশিদ হেলমন্দি খবরটি নিশ্চিত করে বলেন, ২০ বছর পর লস্করগাহে তাদের (তালিবানদের) সম্প্রচার শোনা যাচ্ছে।

প্রদেশটিির ন্যাশনাল রেডিও ও টেলিভিশনের কার্যালয় দখল করে সেখানে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করেছে তালিবানরা।

জাতীয় রেডিও ও টেলিভিশন অফিসে তালিবানদের প্রবেশের সময় সেখানে কোনো কর্মী উপস্থিত ছিল না, কারণ দুই দিন আগেই কর্মীদের বরখাস্ত করা হয়েছিল।

উল্লেখ যে, প্রাদেশিক রাজধানী লস্করগাহের ৯৫-৯৮% এলাকাই এখন তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে। বাকি কিছু এলাকা বিজয়ের লক্ষ্যে সেখানে ব্যাপক যুদ্ধ চলছে। যার ফলে চারটি টিভি স্টেশন এবং ছয়টি সংবাদমাধ্যম তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

থামছেই না প্রতিবেশি দেশসমূহে ইসরাইলের চৌর্যবৃত্তি

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালানোর পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহে সমানুপাতিক হারে চৌর্যবৃত্তি জারি রেখেছে।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলের বরাত দিতে কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক গত ১ আগষ্ট জানিয়েছে, ইসরাইলের একটি টহল দল গোলান হাইটসের সীমান্তবর্তী শিবা ফার্ম এলাকা থেকে ১০০ টি ছাগল চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রতিবেশি দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে ভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া ইসরাইলের জন্য কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

গত ২৫ জুলাই রবিবার ইসরাইলি সৈন্যরা লেবাননে প্রবেশ করে আরেক লেবানিজ খামারির ৫০০ ছাগল চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

প্যালেস্টাইন নিউজ এজেন্সি (ওয়াফা) জানায়, কাফর শোভার নিকটে ঐ পশু চুরির সময় বর্বর ইহুদি সৈন্যরা পশুগুলোর মালিককে নির্মমভাবে গুলি করে।

তাছাড়াও গত ২৭ জুন রবিবার একই ভাবে ইসরাইলি সৈন্যরা লেবাননের ৪৫০ টি ছাগল চুরি করেছিল।

ডা. জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা: ফেসবুকে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

চিকিৎসা সেবায় একটি বিপ্লবী নাম ডা. জাহাঙ্গীর কবির। মানুষকে অসুস্থতায় বিভিন্ন বিষয়ে পরমার্শ দিয়ে সুস্থ থাকতে আত্মনির্ভর সচেতন করে তুলেছেন তিনি। ঔষধ ছাড়াই সুস্থ থাকার উপায় পাচ্ছে সকল শেণির মানুষ। চিকিৎসা সেবার নামে বস্তা বস্তা ঔষধ সেবন থেকে মুক্তি পাচ্ছে মানুষ।

ঠিক এই সময়ই 'ফাউন্ডেশন ফর ডক্টরস সেফটি, রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিজ' (এফডিএসআর) নামের একটি সংগঠন দাবি করেছে যে, ডা. জাহাঙ্গীর কবির নানারকম ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। তার কর্মকাণ্ডকে অবৈজ্ঞানিক, অসত্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ্য করে এ সংগঠনটি।

এফডিএসআর এর দাবি, এসব কাজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতিবিরোধী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া কিটো ডায়েটের পরমার্শ ও করোনার টিকা না দিতে পরামর্শ দেওয়া নিয়েও সমালোচনা করা হয়। সংগঠনটির পক্ষ থেকে ডা. জাহাঙ্গীর কবীরকে আল্টিমেটাম সম্বলিত একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়, সাত দিনের মধ্যে তিনি যদি সকল ভিডিও কনটেন্ট অনলাইন থেকে না সরায় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক কালেরকণ্ঠ ও যুগান্তরের খবরে এ বিষয়টি উঠে আসলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটিজেনরা। ফেসবুকে বহু মানুষ এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে পোস্ট দিয়েছেন। ডা. জাহাঙ্গীর কবিরের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে অনেকেই স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে শাদ হাসান লিখেছেন, ‘হুম, তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা তো নেবেই, কারণ! তিনি কোন রকম ঔষধ সার্জারি ছাড়াই সুন্দর সুন্দর ব্যায়াম ও লাইফ স্টাইল টিপস এর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে সুস্থ করে তুলছেন, এতে করে ডাক্তার ব্যবসায়ীদের ও দুর্নীতিগ্রস্ত ঔষধ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা লাটে উঠেছে !!ভালো বিশেষজ্ঞদের কদর বাংলাদেশে নাই, সে জন্যই দেশের এই অবস্থা।’

আসিফুর রহমান খন্দকার ডা জাহাঙ্গীরের প্রশংসা করে লিখেছেন,‘ওনার মত অমায়িক মানুষ আমার এই কিঞ্চিত জীবনে আর কাওকে দেখিনি। ওনার লাইফস্টাইল লিড দিয়ে আমি অভিশপ্ত জীবন থেকে সাধারণ জীবনে ফিরে আসতে পেরেছি। ওজন ৩০ কেজি কমাতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। শুধু একটি কথাই

বলবো,স্যার মেডিসিন ছাড়া রোগ ভালো করায় অন্যান্য ডক্টরদের গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছে,যা বাস্তব প্রতীয়মান। #WeSupportDrJahangirKabirSir'

আবরারুল হক আসিফ ক্ষোভ জানিয়ে লিখেছেন, 'কে কার সু চিকিৎসা করেছে, সেটা কি বাংলাদেশের মানুষ জানে না!! মূল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশে এমন জায়গা যেখানে আপনি ভালো কাজ করতে গেলেই কিছু লোক আপনার পেছন থেকে টেনে বসবে।একটা কথা মনে রাখবেন, তারাও কৌশল করে আল্লাহ কৌশল করে। তবে, সবচাইতে উত্তম কৌশল কারি হচ্ছেন আমাদের রব।তারা কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ হেফাজত করুক!!'

জলি খান লিখেছেন, 'ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যার, মানুষের জন্য আল্লাহ তা আলার পাঠানো এক নিয়ামত। তার বাস্তব প্রমাণ আমি নিজে, আমি নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ই গ্যাসট্রিকে আক্রান্ত হয়ে, অনেক ডক্টর দেখিয়েছি, আর তাদের প্রেসকিশন মতো ই এতো বছর দুই বেলা ঔষধ ইমোপ্রাজল ২০ খেয়ে আসছিলাম। ২০২০ এর জানুয়ারীর ৬ তারিখ শেষ খেয়েছি ওই ঔষধ। জানুয়ারীর ৮ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত ওনার জেকে লাইফ স্টাইল ফলো করে আসছি,, আর আমাকে গ্যাসের জন্য কষ্ট করতে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। ভাতের জন্য তিনি মানুষের জন্য কাজ করেননা,তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। এতে কিছু লোকের সুবিধা কমে যাওয়াতেই তারা ক্ষেপেছে। সময়ে এসব আগাছার ও বিলুপ্তি ঘটবে ইনশা আল্লাহ।'

জুবাইর তানজিমের মন্তব্য, 'ইসলামিক মাইন্ডের হলেই শেষ! জাহাঙ্গীর কবির কেমন ডাক্তার তা সবাই কম বেশি জানে। ওনার চিকিৎসায় যে কতো হাজারো মানুষ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।কিছু বলতে বা করতে পারছি না- আজ আমি চোখ থাকতে অন্ধ, স্বাধীন হয়েও পরাধীন, মুখ থাকতেও বোবা।'

আরিফ বিল্লাহ লিখেছেন, 'খুব দুঃখ জনক, আমার আব্বুর ডায়াবেটিস আলহামদুলিল্লাহ উনার ভিডিও দেখে নিয়ন্ত্রণে। এবং আম্মুর ওজন কমে গেছে। এখন সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ। আরও অনেকে উপকার পাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা উনাকে হেফাজত করুন।'

আলা উদ্দীন লিখেছেন, 'আপনারা যে ভুল চিকিৎসা করে, জীবন্ত মানুষ কে মেরে ফেলেন, তার বিষয়ে কিছু বলেন। অসুখ হয় ডান পায়ে কেটে পেলেন বাম পা, রোগাক্রান্ত হয় পাকস্থলী, আর চিকিৎসা করেন ফুসফুসের, তা ও আবার অপারেশন করে, অস্ত্র সব পেটের ভিতর রেখে আসেন.... সেগুলো কোন চিকিৎসার মধ্যে পড়ে, একটু জানালে, জাতি জানতে পারতো.....ড. জাহাঙ্গীর কবির স্যারের অনেক ভালো কাজের মধ্যে এক দুইটা ভুল হলে জাতি মেনে নিবে...।'

মুনির হুসাইন লিখেছেন, 'একজন জাহাঙ্গীর কবির বাংলাদেশের কসাই ডাক্তারদের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছেন।কারন,তিনি বাংলাদেশর অধিকাংশ ডাক্তার নামক কসাইদের চিকিৎসা বানিজ্যে ছাঁই ঢেলেছেন।তাই ষড়যন্ত্র করে একজন ভাল মানুষের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ ডা.জাহাঙ্গীর কবির স্যারের সহায় হোক!'

মেহেদী মালেক লিখেছেন, ‘আমার মা প্রতিদিন ৯৮ ইউনিট ইনসুলিন নিত,আল্লাহর রহমতে জাহাঙ্গীর স্যার এর ভিডিও ফলো করে আমার মায়ের একটাও ওষুধ লাগে না। আল্লাহর রহমতে আমার মা বিনা ওষুধে অনেক ভালো আছে। দীর্ঘ ১২ বছর বারডেম হাসপাতালে দৌড়াতে দৌড়াতে জুতার তলা ক্ষয় হইছে শত জোড়া, কিন্তু এক পয়সার ফায়দা হয় নাই বরং মায়ের আরো অবস্থা খারাপ হইছে ধীরে ধীরে। দুঃখ লাগে আমাদের কসাই শ্রেণীর ডাক্তাররা এই লোকের পিছনে লেগেছে। স্যারকে আল্লাহ হেফাজত করবে।এটা যদি কারো বিশ্বাস করতে সমস্যা হয় ইনবক্স নক দিবেন সব ধরনের প্রমাণ দেখিয়ে দিব।’

উল্লেখ্য, ডা. জাহাঙ্গীর কবীর করোনার টিকার বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে বলে অনেকেই মনে করেন।

নিজেদের ভূমিতেই ফিলিস্তিনিদের ভাড়া দিয়ে থাকার শর্ত দিল সন্ত্রাসী ইসরায়েল

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জেরুসালেমের শেখ জাররাহ মহল্লায় থাকা ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের ভাড়ায় থাকার শর্ত দিয়েছে ইহুদিবাদি সন্ত্রাসীদের জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালত।

সোমবার (২ জুলাই) শেখ জাররাহ থেকে ছয় ফিলিস্তিনি পরিবারকে উচ্ছেদের এক আপিল শুনানিতে ঘোষিত রায়ে এই প্রস্তাব দেয় দখলদার আদালত।

আদালতের রায়ে বলা হয়, শেখ জাররায় থাকা ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের ‘সুরক্ষিত বাসিন্দার’ স্বীকৃতি দেবে ইসরায়েল। তাদেরকে ওই মহল্লা থেকে কখনো উচ্ছেদ করা হবে না। তবে এর বিনিময়ে তাদেরকে ভাড়া প্রদান করতে হবে।

তবে, ফিলিস্তিনিরা নিজেদের বাড়িতে থেকে নিজ দেশ দখলকারী জায়োনিস্ট সন্ত্রাসীদের ভাড়া প্রদান করবে না বলে এই প্রস্তাব আগেই প্রত্যাখান করে রেখেছেন।

ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের নির্দেশে নিজ বাড়ি নিজেরই ধ্বংস করতে বাধ্য হয় যেখানে সেখানে ভাড়া প্রদান না করে থাকতে পারবে কিনা এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

সূত্র : আলজাজিরা।

দুই ডোজ টিকা নিয়েও করোনায় মারা গেল গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. জাকিয়া

দুই ডোজ টিকা নেয়ার পর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. জাকিয়া রশীদ শাফী (৪৬) মারা গেছেন।

সোমবার (২ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএ্ইচ) মারা যান তিনি। টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) ডা. শফিকুল ইসলাম সজীব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

টাঙ্গাইল শহরের পূর্ব আদালত পাড়ার বাসিন্দা ডা. জাকিয়া রশীদ শাফীর স্বামী মিজানুর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের ব্রিগেডিয়ার। তিনি ঢাকা সিএমএইচএ কর্মরত।

ডা. শফিকুল ইসলাম সজীব জানান, জাকিয়া রশীদ শাফী করোনার দুই ডোজ টিকা নিয়েছিলেন। তবে সপ্তাহখানেক আগে তিনি করোনা আক্রান্ত হন। এরপর তাকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়।

অবস্থার অবনতি হলে রোববার (১ আগস্ট) তাকে লাইফ সার্পোট (ভেন্টিলেশন) দেয়া হয়। সোমবার (২ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে তিনি মারা যান।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১০ জুলাই টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মাজেদ আলী করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

০২রা আগস্ট, ২০২১

গাজীপুরে ভাড়া বেশি নেওয়ায় মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরের শ্রীপুরে পরিবহন সংকটে কর্মস্থলে যেতে শ্রমিকদের ভোগান্তি ও ভাড়া বেশি নেওয়ার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন শিল্পকারখানার শ্রমিকরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই মহাসড়কে চলাচলকারী অন্যান্য শ্রমিক ও সাধারণ যাত্রীরা।

সোমবার শ্রীপুর পৌর এলাকায় ২নং সিঅ্যান্ডবি বাজারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে তারা এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে দুই কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ জটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় এসকিউ সেলসিয়াস কারখানার শ্রমিক আব্দুর রহমান।

তিনি জানান, গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি থেকে কারখানা পর্যন্ত দূরত্ব পথের অটোরিকশা ভাড়া মাত্র ২০ টাকা। আজ সেই ভাড়া ৫০ দিয়েও গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে স্বল্প ভাড়ায় অটোরিকশা না পেয়ে হেঁটেই কারখানার উদ্দেশে রওনা হয়েছি। এসে দেখি অনেকেরই একই অবস্থা।

তাই সবাই পরিবহণ ভোগান্তি কমানো ও ভাড়া কমানোর দাবিতে একত্রিত হয়েছি। অপর কারখানা শ্রমিক রহিমা আক্তার জানান, তার বাসা কারখানা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে। স্বাভাবিক সময়ে লোকাল বাস ভাড়া ১০-১৫ টাকা ছিল, আজ পরিবহণ না পেয়ে অটোরিকশায় যাওয়ার পরিকল্পনা করি।

অটোচালক এই ১০ টাকা বাস ভাড়া ১২০ টাকা চাইলেন। পরে অনেক সময় অপেক্ষা করেও কোনো যান না পেয়ে বাধ্য হয়েই ৮০ টাকা ভাড়ায় কাজে যোগ দিয়েছেন। আরেক কারখানার শ্রমিক হোসেন আলী জানান, কারখানা খুলে দেওয়া হলেও যাতায়াতের কোনো সুব্যবস্থা করা হয়নি।

এ সুযোগে মহাসড়কে চলাচলকারী সব লোকাল বাস, অটোরিকশা গলাকাটা ভাড়া আদায় করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাড়া তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খোরাসান | হেরাতের প্রাদেশিক রাজধানী বিজয়ের ধারপ্রান্তে তালিবান

তালিবানদের বিজয় ঠেকাতে গতকালই হেরাতে এসে পৌঁছেছে শত শত কমান্ডো, কিন্তু এতকিছুর পরও ইসমাইল খানের মিলিশিয়া এখনো কোন অগ্রগতি করতে পারেনি। বরং রাজধানীর একের পর এক এলাকা বিজয় করে নিচ্ছেন তালিবানরা।

আঞ্চলিক সূত্রগুলো জানায়, তালিবান মুজাহিদিনরা হেরাতের প্রাদেশিক রাজধানীতে ইসমাইল খানের নেতৃত্বাধীন মিলিশিয়া এবং সরকারি সৈন্যদের তাড়িয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আওতা বাড়িয়েই চলছেন।

তালিবানরা গতকাল (১ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পুল-ই-পশতুন নিজেদের দখলে নিয়েছেন এবং সামনে পা বাড়াচ্ছেন। ইসমাইল খানের মিলিশিয়া তালিবানদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পর একের পর এক এলাকা থেকে সরে যেতে শুরু করেছে।

সূত্র আরও জানায়, তালিবানরা বর্তমানে শহরের একেবারেই কাছাকাছি অবস্থান করছেন। তালিবানরা প্রদেশটির গুরুত্বপূর্ণ কান্দাহার ফটক, খোশ ফটকসহ অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছেন। জানা যায় যে, রাজধানীর আর মাত্র ৪ কিলোমিটার এলাকাই শুধু কাবুল বাহিনী ও ইসমাইল খানের মিলিশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ৩ টি প্রদেশীক রাজধানী হেরাত, কান্দাহার ও হেলমান্দের অনেক স্থানেই উড়ছে কালিমা খঁচিত পতাকা।

মুসলিমদের উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে আয়োজিত সমাবেশে ইহুদিবাদী ইসরাইল সন্ত্রাসীদের হামলা ও ধরপাকড়

ফিলিস্তিনের অধিকৃত আল-কুদস জেরুসালেম শহরে শেখ জাররাহ শরণার্থী শিবির থেকে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে আয়োজিত একটি সমাবেশে হামলা ও ধরপাকড় অভিযান চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর সেনারা।

ফিলিস্তিনের শিহাব নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যায়, শেখ জাররাহ শরণার্থী শিবিরের সমস্ত এলাকায় ইহুদিবাদী সেনারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং একজন বিক্ষোভকারীকে জোর করে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছে। ফিলিস্তিনের অন্য কয়েকটি গণমাধ্যম যে ছবি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া লোকজনের ওপর ইসরাইলি সেনারা ব্যাপক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালাচ্ছে।

বার্তা সংস্থাটি বলছে, ইসরাইলি সেনারা বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জলকামান ব্যবহার করা হয়। সাংবাদিকরাও এই হামলা থেকে রেহাই পাননি।

ইহুদিবাদী সেনাদের বর্বর অভিযানের সময় আল-কুদস শহরের কয়েকজন বাসিন্দাকে আটক এবং তাদের ওপর তল্লাশি চালানো হয়।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় জাতিসংঘের ৫ সেনা সদস্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘের সামরিক বাহিনীর উপর একটি সফল বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৫ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ জুলাই দুপুরবেলা, মালির আজলাহোক অঞ্চলে ক্রুসেডার জাতিসংঘের "মিনোসুমা" জোটের উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন।

স্থানীয় সাংবাদ কর্মী 'হুসাইন এজি' জানান, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় কুফফার জাতিসংঘের অধীনস্থ চাদিয়ান ইউনিটের ৫ সেনা সদস্য হতাহত এবং সেনাদের বহনকারী একটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

ইসরাইলের কাছে ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের গডফাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখলদার ইসরাইলের কাছে ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রি করছে।

গত ৩০ জুলাই শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সহযোগী নিরাপত্তা সংস্থার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রশাসন দখলদার ইসরাইলের কাছে ৩.৪ বিলিয়ন ডলারে ১৮ টিরও অধিক অত্যাধুনিক CH-53K মডেলের সামরিক কার্গো হেলিকপ্টার বিক্রিতে সম্মত হয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগী নিরাপত্তা সংস্থা বিবৃতিতে বলা হয়,"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসরাইলের সাথে আমেরিকার দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের উন্নয়নে সহযোগিতা করা; পাশাপাশি ইহুদিদের রক্ষায় নিজেদের সর্বদা প্রস্তুত রাখা আমেরিকানদের জাতিগত আকাঙ্খা পূরণের জন্য আবশ্যক। ইসরাইলের কাছে এই সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি সে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, আলোচ্য এই সামরিক চুক্তিতে ৬০ এরও অধিক বৈদ্যুতিক চালিত ইঞ্জিন, ৩৬ টিরও অধিক স্থান নির্ণয় (নেভিগেশন) সিস্টেম, যোগাযোগ সরঞ্জাম, ৫০ টি ক্যালিবার মেশিনগান ছাড়াও অনেক কৌশলগত ও সামরিক সহযোগী প্রযুক্তি রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়,"এই সামরিক অস্ত্র হাতে পেলে অপারেশন পরিচালনাকালীন সময়ে ইসরাইলি বিমান বাহিনীর সাঁজোয়া যান পরিবহন সামর্থ্য, সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে।"

তাছাড়াও ইসরাইল তার নিজ প্রতিরক্ষা জোরদার করার পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্যে তার আঞ্চলিক হুমকি মোকাবিলায় এই উন্নত অস্ত্রগুলো ব্যবহার করবে বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয়।

https://ibb.co/LZh1QsY
https://ibb.co/M278x4B

পাকিস্তান | একদিনে পাক-তালিবানের ৩ হামলা, হতাহত ৭ এরও বেশি মুরতাদ সেনা

পাকিস্তানের দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপর পরপর ৩টি হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। যাতে ৭ এরও বেশি মুরতাদ সেনা হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১লা আগস্ট রবিবার সকালে, পাক-তালিবান কর্তৃক দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্তের জাঙ্গারা এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর একটি হামলা চালানো হয়।

শিরকায়ী গ্রামে একটি সামরিক চৌকিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে, এতে চার মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার দায় স্বীকার করেন এবং জানান যে, এই হামলাটি তিন দিন আগে ওমর রাজ ওরফে ওমর নামক একজন মুজাহিদের শাহাদাতের প্রতিশোধ নিতে পরিচালনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ওয়াজিরিস্তানের বদর ব্রিজ এলাকায় একটি পুলিশ ভ্যানেও এদিন বোমা হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। বোমা বিস্ফোরণে ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং পুলিশ ভ্যান ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে আরও কিছু পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

এমনিভাবে এদিন সকালে লাদা সীমান্তের শিরুংগাই এলাকার ওয়ানা রোডে মুরতাদ সেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ, এতে দুই সেনা আহত এবং মুরতাদ সেনাদের বহনকারী গাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব হামলার কথা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত জুলাই মাসে, পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ২৫ টিরও বেশি হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান।

ইনশাআল্লাহ্, বিস্তারিত আসছে...

মালি | আল-কায়েদার হামলায় ৭ মুরতাদ সেনা হতাহত

মালির সুপ্তি ও মাসিনা অঞ্চলে পৃথক ২ টি সফল হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) মুজাহিদগণ। এতে ১ লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ ৭ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

আঞ্চলিক গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ জুলাই রবিবার, মালির কেন্দ্রীয় মাসিনা অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি টহল দলকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন "জিএনআইএম"-এর মুজাহিদগণ। এতে এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

এই হামলার দু'দিন আগে অর্থাৎ গত ২৪ জুলাই, মালির কেন্দ্রীয় বোনি অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর আরও একটি টহল দলকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। সেনাবাহিনীর তথ্যমতে, এই হামলায় তাদের ৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

চট্টগ্রামে এবার মুসলিমদের দিয়ে করানো হয়েছে মুশরিকদের অগ্নিপূজা

চট্টগ্রামে বেড়েই চলেছে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন। এবার চট্টগ্রামে মহাসমারোহে মুসলিমদের দিয়ে করানো হয়েছে মুশরিকদের অগ্নিপূজা। ইতিপূর্বে ইসকন চট্টগ্রামেই দুঃসাহস দেখিয়ে মুসলিমদের পূজার প্রাসাদ খাইয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় হিন্দুত্ববাদীরা এবার প্রশাসন এবং হিন্দু ঘেষা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মুসলমানদের দিয়ে অগ্নিপূজা করিয়েছে। চট্টগ্রামের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের মুসলমানদেরকে অগ্নিপূজা করতে বাধ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য সাবেক এই মেয়র সুন্নতি লেবাস টুপি, দাড়ি, জুব্বা, পায়জামা পরে। দেখে মনে হয় বড়সড় কোন শায়খ মুফতি।

চট্টগ্রামের সি আর বি - তে আওয়ামী লীগ সরকার হাসপাতাল বানানোর প্লান নিয়েছে। সেটার বিরোধিতায় নেমেছে পরিবেশবাদী নাগরিকরা। তারা যেন আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য মাঠের দখল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। তারা শাহবাগ স্টাইলে সেখানে মোম বাতি জ্বালিয়ে, নেচে, গেয়ে, বেলুন ফুলিয়ে কথিত হাসপাতাল বিরোধী আন্দোলন করতেছে। এই শাহবাগ ধরণের আন্দোলনের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ তার নাস্তিক বাম এবং ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে সঙ্গে নিয়ে এখন চট্টগ্রামের মুসলমানদের দিয়ে অগ্নিপূজা করিয়েছে। শহরের দোকানদার থেকে ব্যবসায়ী, স্কুল থেকে মাদ্রসা কেউই অগ্নিপূজা করা থেকে রেহাই পায়নি। হয় অগ্নিপূজা করতে হবে, নতুবা আওয়ামী লীগের রোষানলের শিকার হতে হবে। তাই ভয়ে বাধ্য হয়ে অনেকে এই অগ্নিপূজায় শামিল হয়েছেন। এমনকি তারা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদেও অগ্নি পূজা করার সাহস দেখিয়েছে।
কিছু ছবি নিচে দেওয়া হল:

https://alfirdaws.org/2021/08/02/51184/

০১লা আগস্ট, ২০২১

সিরিয়া | নুসাইরি ও রুশ সেনাদের অবস্থানে মুজাহিদদের ভারী আর্টিলারি হামলা

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী ও দখলদার রাশিয়ান সেনাদের উপর ভারী আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থক আনসার আত-তাওহীদ।

দলটির অফিসিয়াল সংবাদ চ্যানেল থেকে জানানো হয়েছে যে, আজ ১লা আগস্ট রবিবার, সিরিয়ার ইদলিব সিটির নিকটবর্তী সারাকিব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরি ও দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার সেনাদের অবস্থানে ভারী আর্টিলারি দ্বারা হামলা চালিয়েছেন আনসার আত-তাওহীদের জানবায মুজাহিদগণ। আশা করা যায় এতে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমটি এসব আর্টিলারি হামলার কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে।

https://ibb.co/3NyYYyB
https://ibb.co/hsY8QVG
https://ibb.co/MsHwx6Z
https://ibb.co/TPm2kvy
https://ibb.co/cxtwWSn

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পরপর পাক-তালিবানের দুটি হামলা, নিহত ৪ এরও বেশি

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর ওপর পর পর দুটি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ, এতে ৪ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

দেশটির জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ দাবি করেছেন যে, গত ৩১ (জুলাই) শনিবার, টিটিপির জানবায মুজিহিদিনরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাদা সীমান্তে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর পরপর দুটি হামলা চালিয়েছেন।

লাদা সীমান্তের ওয়াচা দারা এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। সূত্র জানায়, প্রথমে টিটিপির সশস্ত্র মুজাহিদিনরা পোস্টে যাওয়ার পথে একদল সৈন্যকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালান, যাতে এক সৈন্য নিহত হয়।

অপরদিকে একই এলাকার বদর-ব্রীজের নিকট মুরতাদ বাহিনীর অন্য একটি সৈন্যদল মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়, যেখানে মুজাহিদিন কর্তৃক পূর্বেই স্থাপিত একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। এতে ১ সৈন্য নিহত হয়, ২ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়।

উল্লেখ্য যে, আজ ১লা আগস্ট টিটিপির জানবায মুজাহিদিনরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আরও কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন। যাতে বেশ কিছু সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। বিস্তরিত আসছে...

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের ভারী হামলায় ল্যান্স নায়েকসহ ৮ এরও বেশি সেনা নিহত, আহত অনেক

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও বাজুর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ল্যান্স নায়েকসহ ৮ এরও বেশি সেনা নিহত, এবং আরও কতক সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত (৩১ জুলাই) রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তিয়ার্জা সীমান্ত এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির একটি নিরাপত্তা পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিয়ার্জা সীমান্তের ওসপাস এলাকায় রাতে এই হামলা হয়, যার ফলস্বরুপ ল্যান্স নায়েক কামিলসহ ২ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরও ৫ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে। আহত সেনাদের মধ্যে ৩ সেনার অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, মুজাহিদগণ আক্রমণ চালালে সেনা সদস্যরা পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় মুজাহিদগণ ৬টি G3 বন্দুক এবং ১ টি এলএমজি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এই হামলার একদিন আগে অর্থাৎ গত ৩০ জুলাই, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) স্নাইপার মুজাহিদগণ বাজৌর এজেন্সির লোই মুমান্দ সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর এক সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছেন। একই এলাকায় এদিন মুজাহিদিনরা মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে গেরিলা হামলাও চালিয়েছেন। তবে এই হামলায় শত্রুবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এখনো জানা যায় নি।

মালি । ১৯ আইএস খারিজিকে জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড দিল আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সন্ত্রাসবাদ দমন অভিযানের ধারাবাহিতায় খাওয়ারিজ ISGS (ইসলামিক স্টেট ইন গ্রেটার সাহারা) এর ১৯ সদস্যকে জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর মুজাহিদীনগণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আঞ্চলিক বিশ্লেষক ও রিপোর্টারদের করা সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার, মালির আরাবানদা অঞ্চলে ১৮ খাওয়ারিজ আইএস সদস্য ও তাদের সহায়তাকারী এক ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে শরয়ী আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী জনসম্মুখে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম" এর মুজাহিদগণ ।

মুজাহিদিনদের এই অপারেশন মূলত ২১ জুলাই ঘোষণা দিয়ে শুরু করা JNIM এর সন্ত্রাস দমন অভিযানের ধারাবাহিকতায় পরিচালনা করা হয়েছে। এই অভিযানের আওতায় এরই মধ্যে আরও বেশ কিছু চোর-ডাকাত-লুটেরা ও দাগী অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে JNIM এর শরয়ী আদালত। আর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের তালিকায় এবার ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারি খাওরারিজ আইএসদের নামও যুক্ত হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ মুজাহিদীনগণ তাঁদের বরকতময় এই অভিযানের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।

খোরাসান | দুই অপহরণকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শরয়ি আদালতের আদেশে তালিবান মুজাহিদগণ হেলমান্দ প্রদেশের গ্রেশাক জেলায় দুই অপহরণকারীকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বলে জানা গেছে।

তালিবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, অপহরণকারীদের সঙ্গে পাওয়া নথিপত্র এবং তাদের স্বীকারোক্তি এটাই প্রমাণ করেছে যে তারা অনেক হত্যাকাণ্ড ও অপহরণের সাথে জড়িত ছিল। যেই কারণ শনিবার "ইমারতে ইসলামিয়া" তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। পরে ইসলামিক আদালত তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

এদিকে, গ্রেশাক জেলার স্থানীয় সূত্রে টোলনিউজকে জানিয়েছে, দুই অপহরণকারীকে গতকাল সকালে তালিবানরা জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

উল্লেখ্য, তালিবানরা এই দুই অপহরণকারীকে এক মাস আগে হেলমান্দ প্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করে। যারা রাজধানী লস্করগাহ থেকে একটি শিশুকে অপহরণ করে এবং টাকা না দিলে শিশুটিকে হত্যার হুমকি দেয় পরিবারকে।

https://ibb.co/9q6cpF4

অভিশপ্ত ইসরাইলী হামলায় গত ছয় মাসে কমপক্ষে ৭৭ ফিলিস্তিনি শিশু নিহত

দখলদার ইসরাইলি অভিশপ্ত ইহুদীদের হামলায় গত ছয় মাসে কমপক্ষে ৭৭ জন ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিবরণ অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে আগ্রাসী ইসরাইলি সৈন্যরা তিন ফিলিস্তিনি শিশুকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যার মধ্য দিয়ে চলতি বছরে সন্ত্রাসী ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি শিশু হত্যার সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৭ এ পৌছেছে।

গত ২৩ জুলাই শুক্রবার রামাল্লার উত্তরে নাবি সালেহ গ্রামে মুহাম্মাদ মুনির আল তামিমিকে ঘাতক ইহুদি সৈন্যরা পিঠে গুলি করে হত্যা করে।

গত ২৬ জুন শনিবার রামাল্লার আবেইন গ্রামে ইউসেফ নাওয়াফ মারেবকে (১৭) ইসরাইলি সৈন্যরা ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করে।

তাছাড়াও ২৮ জুন সোমবার হেব্রুনের বেইত উম্মারে ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল্লামি বর্বর ইহুদি সৈন্যদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গত ছয় মাসে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের গুলিতে ১১ ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে।

তাছাড়াও অধিকৃত গাজায় গত মে মাসে ১১ দিনব্যপী ইসরাইলি আগ্রাসনে ৬৬ নিষ্পাপ শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুরগির খাঁচাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেই রবিবার (১ আগস্ট) থেকে রপ্তানিমুখী শিল্প কাল-কারখানা খুলে দেওয়ার ঘোষণায় শনিবার (৩১ জুলাই) ভোর থেকেই ঢাকায় ফিরছেন শ্রমিকরা। যে যেভাবে পারছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের চাকরি বাঁচাতে রাজধানী ফিরছেন তারা। এদিন বগুড়ায় দেখা গেছে মুরগি পরিবহনের খাঁচায় (পিকআপ) করেই ঢাকায় আসছেন একদল শ্রমিক। এতে নারী-শিশুসহ বয়োবৃদ্ধদেরও দেখা গেছে।

এদিকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকামুখী মানুষের ঢল নেমেছে। পহেলা আগস্ট থেকে গার্মেন্টস খোলার খবরে ঢাকা ছুটছেন তারা। কিন্তু লকডাউনে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটের লঞ্চ, বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারা। বাধ্য হয়ে ট্রাকে, পিকআপে, নসিমন, করিমন, মোটরসাইকেল, থ্রি হুইলার এমনকি ভ্যানেও তারা রাজধানীর দিকে ছুটছেন কর্মজীবী মানুষ।

শ্রমিকদের অভিযোগ, মিল কারখানা খুললেও এখন কীভাবে কর্মস্থলে যাবেন তারা। ১৫ দিন কারখানা বন্ধের কথা শুনে লাখ লাখ শ্রমিক ঈদ উদযাপন করতে বিভিন্ন জেলায় এসেছেন।

এখন দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে তাদের কারখানায় যেতে হচ্ছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেক শ্রমিক। কাজে যোগ না দিলে চাকরি থাকবে না বলে কারখানা থেকে জানানো হয়েছে তাদের।

১৫ দিনের লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে সব পোশাক কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সুযোগে শ্রমিকরা বাড়িতে চলে আসেন। কিন্তু হঠাৎ শুক্রবার ঘোষণা আসে, রবিবার থেকে কারখানা খোলা। শ্রমিকদের ঢাকায় যাওয়ার পরিবহনের ব্যবস্থা না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

উইঘুর এক্টিভিস্ট ইদ্রিস হাসান মরক্কো বাহিনী কর্তৃক আটক

উইঘুর এক্টিভিস্ট ইদ্রিস হাসানকে মরক্কো নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক আটক করা হয়েছে।
গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখে তিনি ইস্তাম্বুল থেকে মরক্কোতে যান এবং সেখানেই তাকে আটক করে মরক্কো'র নিরাপত্তা বাহিনী।
চীনা কর্তৃপক্ষ তাকে হস্তান্তর করতে বলেছে। যদি তাকে পাঠানো হয়, তবে তাকে কন্সেনট্রেশান ক্যাম্পে নেওয়া হবে। চালানো হবে অমানবিক নির্যাতন, বাধ্য করা হবে ইসলাম ত্যাগে!

জম্মু-কাশ্মীরের ১৪ জায়গায় হয়রানিমূলক অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় এনআইএ

জম্মু-কাশ্মীরে দুটি জায়গা থেকে আইইডি (ইম্পোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) উদ্ধার নাটক সাজিয়ে উপত্যকার ১৪টি স্থানে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। খবর এনডিটিভির।

সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত ২৭ জুন থেকে সুনজোয়ান ছাড়াও কাশ্মীরের শোপিয়ান, অনন্তনাগ এবং বনিহালে অভিযান চালানো হচ্ছে।

গত ২৭ জুন পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত জম্মু বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় ভারতীয় মালাউন বিমান বাহিনীর দুই সদস্য গুরুতর আহত হয়।

ভয়াবহ দাবানলের কবলে তুরস্ক , ৪ জনের মৃত্যু

তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে তিনদিন ধরে দাবানলের আগুন জ্বলছে। এতে এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। হাজার হাজার দমকল কর্মী পানি দিয়েও আগুন নেভাতে পারছে না। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইতোমধ্যেই ডজনখানেক গ্রাম এবং বেশ কিছু হোটেল থেকে লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে তুরস্কের আজিয়ান এবং ভূমধ্যসাগরীয় ১৭টি প্রদেশের প্রায় ৭০ জায়গায় দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানলের কারণে বিভিন্ন এলাকার তাপামাত্রা বেড়ে গেছে।

তুর্কি কর্তৃপক্ষ বলছে, শুক্রবার সকালের মধ্যে প্রায় ৫৭টি দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বা পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা গেছে। তবে বনমন্ত্রী বেকির পাকডেমিরলি বলেন, ওসমানিয়া, কায়সেরি, কোকাইলি, আদানা, মেরসিন এবং কুতাহইয়া এলাকায় এখনও দাবানলের আগুন জ্বলছে।

তিনি আরও জানান, ভূমধ্যসাগরীয় রিসোর্ট এলাকা আন্তালিয়া এবং আজিয়ানের রিসোর্ট প্রদেশ মুগলায় এখনও দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পাকডেমিরলি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম যে, কিছু এলাকার আগুন আজ সকালের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এগুলো আরও বাড়তে শুরু করেছে। আমরা এখনই বলতে পারছি না যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

বিভিন্ন জনপ্রিয় পর্যটন এলাকার হোটেল এবং বেশ কিছু গ্রাম থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গেছে, বাড়ির কাছাকাছি দাবানলের আগুন চলে আসতে থাকায় লোকজন বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে।

পাকডেমিরলি জানান, তিনটি বিমান, ৯টি ড্রোন, ৩৮টি হেলিকপ্টার, ৬৮০টি দমকলের গাড়ি এবং চার হাজারের বেশি সদস্য আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই রাশিয়া দাবানলের কাজে সহায়তা করতে তিনটি বিশাল বিমান মোতায়েন করেছে। প্রতিবেশী গ্রিসের বিভিন্ন স্থানেও দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় শহর মানাভগেতে দমকল কর্মী আগুন নেভাতে কাজ করে যাচ্ছেন। সেখানে এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার মাগলাস মারমারিস এলাকায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে দিনুনাই শহর নিয়ন্ত্রণে নিল আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর দিনুনাই নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজ ও স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই শুক্রবার, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে-বকুল রাজ্যের বাইদোয়া শহরে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র ধারা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা মুজাহিদদের তীব্র হামলার সামনে টিকতে না পেরে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা আহত হয়েছে।

এদিকে মুজাহিদদের এই হামলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাইদাওয়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে দিনুনাই শহর ছেড়েও পালিয়ে যায় মুরতাদ বাহিনী। ফলে বিনা যুদ্ধে মুজাহিদগণ আরো একটি শহর নিজেদের করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

পাকিস্তান | মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের হামলা, নিহত ৩

খাইবার অঞ্চলের রাজধানী পেশোয়ারে পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ, এতে কমপক্ষে ৩ পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ জুলাই শুক্রবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা খাইবার পাখতুনখাওয়ার রাজধানী পেশোয়ারের কারখানো মার্কেট এলাকায় মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন।

টিটিপির মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) জানান, প্রথমে মুজাহিদগণ হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান টার্গেট করে হামলা চালান, এতে ২ পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত এবং অপর এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।